বহুবিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কি না

এতদ্বিষয়ক বিচার

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

No, 3 MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1878.

বিজ্ঞাপন

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সমাজ হইতে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্ম্মে প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদনপত্রের প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

২। দুই বৎসর অতীত হইলে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রায় যাবতীয় প্রধান লোকে, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়,

ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন। এই সময়ে, দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে; কারণ, নিবারণ প্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদনপত্র আসিয়াছিল, প্রতিকূল কথা কোনও পক্ষ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে অশেষ প্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। ব্যবস্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।

৩। এইরূপে এই মহোদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। তৎপরে, বারাণসীনিবাসী, অধুনা লোকান্তরবাসী, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয় বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে, উদারচরিত রাজাবাহাদুর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি নিজে সমাজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির

করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদ্যোগও হইতেছিল। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত হইয়া গেল; সুতরাং, তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ রহিল না।

৪। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরায় বহু বিবাহ নিবারণের উদ্যোগ হয়। ঐ সময়ে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ প্রভৃতির রাজা, দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ, তদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি, এবং বহুসংখ্যক সাধারণ লোক, একমতাবলম্বী হইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর সিসিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করেন। মহামতি সর সিসিল বীডন, আবেদনপত্র পাইয়া, এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ ও অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু, উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের অনভিপ্রায় বশতঃ, অথবা কি হেতু বশতঃ বলিতে পারা যায় না, তিনি এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ হইতে বিরত হইলেন।

৫। শেষ বার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে, কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল আপত্তির মীমাংসা করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু, এ বিষয় আপাততঃ স্থগিত রহিল, এবং আমিও, ঐ সময়ে অতিশয়

পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শয্যাগত হইলাম; সুতরাং তৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার আর তাদৃশ আবশ্যকতাও ছিল না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ ক্ষমতাও ছিল না। এই দুই কারণ বশতঃ, পুস্তক এত দিন অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল।

৬। সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন; তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশ-হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

৭। শেষ বারের উদ্যোগের সময়, কেহ কেহ কহিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও ব্যক্তিকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তাহাতেই বহু বিবাহ নিবারণ প্রার্থনায় আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়া-

ছিলেন, যাহাদের উদ্যোগে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে; তাহারা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, হিন্দুধর্ম্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই উদ্যোগ করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার এই উদ্যোগে তাদৃশ অপবাদ প্রবর্ত্তনের অণু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহাতে এ দেশে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশে সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈদৃশ সভার অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম লোপের জন্য, এই উদ্যোগ করিয়াছেন, নিতান্ত নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হইলে, কেহ এরূপ কহিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় মাত্রে প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তাঁহারা কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা, এরূপ সময়ে, উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া উঠেন; এবং, যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ সে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ঈদৃশ ব্যক্তিরা সামাজিক দোষ সংশোধনের বিষম বিপক্ষ। তাঁহাদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র; নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না। তাঁহারা চিরজীবী হউন।

৮। পরিশেষে, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা এই, যখন তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন ও যথোচিত চেষ্টা না করিয়া, যেন ক্ষান্ত না হয়েন।

তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের যে, যার পর নাই, হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; সেরূপ সংস্কার না জন্মিলে, তাঁহারা কদাচ এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে মহীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তদ্দর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে বহু বিবাহ বিষয়ে ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মিয়াছে; সেই ঘৃণা প্রযুক্ত, সেই দ্বেষ বশতঃ, তাঁহারা এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কাশীপুর

১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯২৮।

বহুবিবাহ

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্ব্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ, এতন্মূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে,

তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। অধুনা এ দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই। এজন্য, অনেকে উদ্যুক্ত হইয়া, অশেষদোষাস্পদ বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের নিমিত্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম আপত্তি।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যে বহুবিবাহপ্রথার দোষকীর্ত্তন বা নিবারণকথার উত্থাপন হইলে, তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যবহার। যাঁহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি সকল, তাঁহাদের মতে, শাস্ত্রদ্রোহী ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক। তাঁহারা, শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু, এ বিষয়ে শাস্ত্রেই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনুমোদন আছে, এবং পুরুষজাতির উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারাই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনার্য্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। এ দেশে সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধর্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত, আর, শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, সে সমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যবহার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা আছে কি না, অবধারিত হইতে পারিবেক।

দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥ (১)

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

বামনপুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥ (২)

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন, বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম, সে হৃষ্ট চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম। কালভেদে ও অধিকারিভেদে, মনুষ্যের পক্ষে এই আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতম অবলম্বন আবশ্যক, নতুবা আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে, বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য

---

(১) দক্ষসংহিতা। প্রথম অধ্যায়। (২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

এই দুই আশ্রমে, শূদ্র একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমে অধিকারী। উপনয়ন সংস্কারের পর, গুরুকুলে অবস্থিতি পূর্ব্বক, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিয়া, সংসারযাত্রা সম্পাদনকে গার্হস্থ্য বলে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনের পর, যোগাভ্যাসের নিমিত্ত, বনবাস আশ্রয়কে বানপ্রস্থ বলে; বানপ্রস্থধর্ম্ম সমাধানের পর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে।

মনু কহিয়াছেন,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩। ৪।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভের পর, যথা বিধানে স্নান ও সমাবর্তন(৩) করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিবেক।

বিবাহের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুসারে, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষার পর, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়।

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥ ৫। ১৬৮। (৪)

পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায় দার পরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দার পরিগ্রহ আবশ্যক।

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥ ৯। ৮০। (৪)

---

(৩) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বে, অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ।

(৪) মনুসংহিতা।

যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রূরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক।

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৯। ৮১। (৫)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্রিয়বাদিনী (৬) হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি অবধারিত হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥ ৩। ১২।
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥৩।১৩।(৭)

দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা; বৈশ্যের বৈশ্যা, শূদ্রা; শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইতে পারে।

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি। এই বিধি অনুসারে, সবর্ণাবিবাহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প। কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে।

---

(৫) মনুসংহিতা।
(৬) যে সতত স্বামীর প্রতি দুঃশ্রব কটূক্তি প্রয়োগ করে।
(৭) মনুসংহিতা।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ, তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৮)। তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ। এই বিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র। কাম্য বিবাহে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত হওয়াতে, শূদ্রের তাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই।

পুত্র লাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়, এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্র লাভের ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সবর্ণাপরিণয়নের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট

(৮) স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে।

বর্ণা, যদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে অসবর্ণা বিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহ বিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত আর বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে। ফলতঃ, সবর্ণা বিবাহের পর, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ কল্প হইতেছে।

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে। পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই, যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়। বিধি ত্রিবিধ অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূর্ব্ববিধি কহে; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক। এই বিধি না থাকিলে, লোকে স্বর্গ লাভ বাসনায় কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গ লাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে। যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে; যেমন, "সমে যজেত" সম দেশে যাগ করিবেক। লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে, সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া করিতে হইবেক; লোকে, ইচ্ছা অনুসারে, সমান অসমান উভয়-বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত; কিন্তু "সমে যজেত", এই বিধি দ্বারা, সমান স্থানে যাগ করিবেক, ইহা নিয়মবদ্ধ হইল। যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলে, যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ", পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। লোকে, যদৃচ্ছা ক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ", এই বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ

ব্যতিরিক্ত কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে; অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেক না, শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, যদৃচ্ছা ক্রমে অধিক বিবাহে উদ্যত পুরুষ সবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণি গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় করিবেক না, কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য। এই বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলা যাইতে পারে না, কারণ, ঈদৃশ বিবাহ রাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ব্ববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণা বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে অগত্যা পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (১)।

বিবাহবিষয়ক বিধিচতুষ্টয়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই, প্রথম বিধি অনুসারে গৃহস্থ ব্যক্তির সবর্ণা বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য; গৃহস্থ অবস্থায়

(১) বি[illegible] যাগবিধিরপ্যপূর্ব্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যাবিধিভেদাত্রিবিধঃ বিধিঃ বিনা ব[illegible]পি যদর্থগোচরপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে অসাবপূর্ব্ববিধিঃ নিয়ত-প্রবৃত্তিফলকো[illegible]ধির্নিয়মবিধিঃ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ [illegible]রুং বিধিবত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরি[illegible]সংখ্যেতি গীয়তে॥ বিধিস্বরূপ।

স্ত্রীবিয়োগ হইলে, দ্বিতীয় বিধি অনুসারে, সবর্ণা বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে, সবর্ণা বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য, সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্তি হইলে, ইচ্ছা হয়, চতুর্থ বিধি অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না। কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে, সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইদানীন্তন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয় এরূপ নহে, উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং, যাঁহারা যদৃচ্ছা ক্রমে বহু বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাতকগ্রস্ত হইতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ ৩। ২১৯।

বিহিত বিষয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিয়বশীকরণ করিতে না পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত হয়।

কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা নির্দিষ্ট আছে, তদ্দর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ (১০)।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক।

---

(১০) বিষ্ণুসংহিতা। ২৬অধ্যায়।

২। সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ॥৯।১৮৩।(১১)

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক।

৩। ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতং চরেৎ॥ (১২)

যে ব্যক্তি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ বিবাহ না করে, সে সাত কুল পাতিত করে, তাহার ভ্রূণহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক।

এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্দ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ বহু ভার্য্যা বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। দ্বিতীয় বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় বচনে, তিন বিবাহের পর বিবাহান্তরের অবশ্য কর্ত্তব্যতানির্দেশ আছে। কিন্তু এই বচন বহুবিবাহবিষয়ক নহে। ইহার স্থল এই,—যে ব্যক্তির ক্রমে দুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয়; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাহার প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রত্যবায় পরিহারের নিমিত্ত, বিবাহার্থী ব্যক্তি, প্রথমতঃ এক ফুল গাছকে স্ত্রী কল্পনা করিয়া, উহার সহিত তৃতীয়

(১১) মনুসংহিতা।

(১২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

বিবাহ সম্পন্ন করে, তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাহা চতুর্থ বিবাহের স্থলে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহই এই বচনের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে, সেই স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৩)। যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার স্বরূপ নিমিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, প্রথমতঃ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ ক্রমে তিন বিবাহ ঘটিয়াছে, পরে, তিন স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ আছে, তদনুসারে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হইতেছে। মনুবচনে অধিবেদনের যে সমস্ত নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার তদতিরিক্ত নিমিত্তান্তর বলিয়া পরিগণিত হইবেক। ফল কথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা কাম্যবিবাহস্থলে কেবল অসবর্ণা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন পুরাণে ও ইতিহাসে কোনও কোনও রাজার যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রানুমত কর্ম্ম নহে, ইহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। ইহা যথার্থ বটে, পূর্ব্বকালীন কোনও কোনও রাজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু, সে সকল

(১৩) এতদ্বচনং ত্রিমানস্ত্রীবিষয়মিতি কেচিৎ। উদ্বাহতত্ত্ব।

বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহ নহে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজা দশরথের অনেক মহিলা ছিল। কিন্তু তিনি যে যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সমস্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। রামায়ণে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রথমপরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিতা হইলে, তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন; এবং সে স্ত্রীও পুত্রপ্রসব না করাতে, তাঁহারও বন্ধ্যাত্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেক বিবাহ ঘটে। অবশেষে, চরম বয়সে, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, এই তিন মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারি সন্তান জন্মে। সুতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দশরথ যে কারণে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্যান্য রাজারাও সেই কারণে, অথবা শাস্ত্রোক্ত অন্য কোনও নিমিত্ত বশতঃ, একাধিক বিবাহ করেন, তাহার সংশয় নাই। তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। রাজার আচার সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে আদর্শস্বরূপে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ষীয় রাজারা স্ব স্ব অধিকারে এক প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ ছিলেন। প্রজারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা, দণ্ড বিধান পূর্ব্বক, তাহাদিগকে ন্যায়পথে অবস্থাপিত করিতেন। কিন্তু, রাজারা উৎপথপ্রতিপন্ন হইলে, তাঁহাদিগকে ন্যায়পথে প্রবর্ত্তিত করিবার লোক ছিল না। বস্তুতঃ, রাজারা সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন। সুতরাং, যদি কোনও রাজা, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণ লোকে, সেই দৃষ্টান্তের

অনুবর্ত্তী হইয়া, বহু বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। মনু কহিয়াছেন,—

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৭। ৭।
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি। ৭। ৮।

রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র। রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে বিরাজ করিতেছেন।

রাজা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মহতী দেবতা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে; সেইরূপ, রাজার চরিত্রও মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণীয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, যাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে সর্ব্বথা অবৈধ, তেজীয়ানের পক্ষে তাহা দোষাবহ নয় বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ফলতঃ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক মাত্র। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধর্ম্মানুগত ব্যবহার নহে; এবং ইহা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্ম্মলোপের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক। এই আপত্তি ন্যায়োপেত হইলে, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণচেষ্টা কোনও মতে উচিত কর্ম্ম হইত না। কৌলীন্যপ্রথার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উহা ন্যায়োপেত কি না, তাহা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক; এজন্য, কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

রাজা আদিশূর, পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, আহ্বান করেন। এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং, তাঁহারা আদিশূরের অভিপ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। রাজা, নিরুপায় হইয়া, ৯৯৯ শাকে (১) কান্যকুব্জরাজের নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেরণ করিলেন। কান্যকুব্জরাজ, তদনুসারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন—

১	শাণ্ডিল্যগোত্র	ভট্টনারায়ণ।
২	কাশ্যপগোত্র	দক্ষ।

---

(১) আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়যামাস।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।

৩ বাৎস্যগোত্র ছান্দড়।
৪ ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ।
৫ সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ। (২)

ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভৃত্য অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আগমন করেন। চরণে চর্ম্মপাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও। দ্বারী, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; পরে, দৌবারিকের মুখে, তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম। কিন্তু, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপূত বা ক্রিয়ানিপুণ বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তিদূর করুন; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া, সমস্ত

---

(২) ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা দেব ইতি স্মৃতঃ॥ কুলরাম।

নিবেদন করিল। রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণেরা, আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত, জলগণ্ডূষ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে, তাঁহার অনাগমনবার্ত্তা শ্রবণে, করস্থিত আশীর্ব্বাদবারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারির স্পর্শ মাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল (৩)। এই অদ্ভুত সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে নীত হইল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (৪)।

অনন্তর, রাজা, নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা, পুত্রেষ্টিযাগ করাইলেন। যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রাজা, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি,

---

(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে, পাকা ঘাটের উপর, ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারিবৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথাও নাই। ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। মল্লকাষ্ঠ স্থলে অনেকে গজের আলানস্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(৪) এই উপাখ্যান সচরাচর যেরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে, অবিকল সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

হবিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম এই রাজদত্ত পঞ্চ গ্রামে (৫) এক এক জন বসতি করিলেন।

ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, ছান্দড়ের আট (৬)। এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা বাসার্থে এক এক গ্রাম প্রদান করিলেন। সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা অমুকগ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকগাঁই, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণবংশে বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেযক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই (৭), কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গূড়, ভূরিষ্ঠাল, পালধি, পাকড়াসী, পূষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী, ভট্ট এই ষোল গাঁই (৮)। ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশে মুখুটী, ডিংসাই, সাহরি, রাই এই চারি গাঁই (৯)।

---

(৫) পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামঃ বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥ কুলরাম।

(৬) ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ॥ কুলরাম।

(৭) বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ।
আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ॥ কুলরাম।

(৮) চট্টোহম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারিহড়গূড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পাকটিঃ পুষলী তথা।
মূলগ্রামী কোয়ারী চ পলসায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ॥ কুলরাম।

(৯) আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রাইকস্তথা।

সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ব্ভবংশে গাঙ্গূলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘণ্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এই বার গাঁই (১০)। বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশে কাঞ্জিলাল, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল এই আট গাঁই (১১)।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্ব্বে, এ দেশে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা তদবধি হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া রহিলেন, এবং সপ্তশতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়া, পৃথক্ সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, সাগাই, নানসী, আরথ, বালথবি, পিথুরী, মুলুকজুরী প্রভৃতি গাঁই ছিল। সপ্তশতী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত, এজন্য, কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ইঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন না; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও সপ্তশতীর ন্যায় হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন।

কাল ক্রমে আদিসুরের বংশধ্বংস হইল। সেনবংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১২)। এই বংশে উদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে, কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানপরম্পরার মধ্যে বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটিয়া আসিতেছিল,

---

ভারদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ ॥ কুলরাম।

(১০) গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টাকুন্দসিয়ারিকাঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালা চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ কুলরাম।

(১১) কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ।
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ ॥ কুলরাম।

(১২) আদিসুরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিজয়সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা ॥ ঘটককারিকা।

উহাদের নিবারণই কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বল্লালসেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথোপযুক্ত পুরস্কার করিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই সেই সকল গুণের রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা যাঁহাদিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিলেন। কৌলীন্যপ্রবর্ত্তক নয় গুণ এই,—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান (১৩)। আবৃত্তিশব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা(১৪)। আদান, অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ; প্রদান, অর্থাৎ সমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান; কুশত্যাগ, অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান। সৎকুলে কন্যাদান ও সৎকুল হইতে কন্যাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ; কিন্তু কন্যার অভাব ঘটিলে, আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না; সুতরাং কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত, কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন, সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, এক এক গাঁই হয়, তাঁহাদের সন্তানপরম্পরা সেই সেই

(১৩) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥ কুলরাম।
এরূপ প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানম্ এইরূপ পাঠ ছিল, পরে বল্লালকালীন ঘটকেরা শান্তিশব্দস্থলে আবৃত্তিশব্দ নিবেশিত করিয়াছেন।

(১৪) আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ কুলরাম।

গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সমুদয়ে ৫৬ গাঁই, তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন (১৫), এজন্য কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। এই আট গাঁইর মধ্যে, চট্টোপাধ্যায়বংশে বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল এই পাঁচ; পূতিতুণ্ডবংশে গোবর্দ্ধনাচার্য্য; ঘোষালবংশে শির; গঙ্গোপাধ্যায়বংশে শিশ; কুন্দগ্রামিবংশে রোষাকর, বন্দ্যোপাধ্যায়বংশে জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ এই ছয়; মুখোপাধ্যায়বংশে উৎসাহ, গরুড় এই দুই; কাঞ্জিলালবংশে কানু, কুতূহল এই দুই; সমুদয়ে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬)। পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেযক, কুসুম, ঘোষলী, মাষচটক, বসুযারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পূষলী, আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, নাবিহাল, সিযারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, কাঞ্জারী, সিমলাল, বালী, এই ৩৪ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন,

---

(১৫) বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥ কুলরাম।

(১৬) বহুরূপঃ সুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পূতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোঽপি চ॥
জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কানুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
উনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥ কুলরাম।

এজন্য শ্রোত্রিয়সংজ্ঞাভাজন হইলেন (১৭)। পূর্ব্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে ইঁহারা আবৃত্তিগুণে বিহীন ছিলেন, অর্থাৎ, বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই আদান প্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই সে বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না, এজন্য তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা, কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গুড়, পিপলাই, হড, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচারপরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন (১৮)।

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন, কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন, হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং যাঁহারা আড়াই

---

(১৭) পালধিঃ পকটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা।
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূষলী।
আকাশঃ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরিস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিরিষাকঃ।
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ।
বালী চেতি চতুস্ত্রিংশদ্বল্লালনৃপপূজিতাঃ॥ কুলরাম।

(১৮) দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাই কেশরী।
ঘণ্টা ডিংশী পীতমুণ্ডী মহিন্তা গুড় পিপ্পলী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ কুলরাম।

প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন।

এই রূপে কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান নির্বাহ করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন (১৯); আর গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক; এই নিমিত্ত, গৌণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন (২০)।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশ অনুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন (২১)।

---

(১৯) শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ। কুলরাম।

(২০) অরয়ঃ কুলনাশকাঃ।
তৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ কুলরাম।

(২১) বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥ কুলরাম।

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ। এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করেন নাই, উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনা ক্রমে শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। এই রূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাভাজন ও মর্য্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন; অর্থাৎ, গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলেও, কুলীনের সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে! এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থূল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইয়া থাকেন (২২)।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন, দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়;

(২২) বল্লালের মুখ হইতে বংশজ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে, ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে, বল্লাল এই সকল লোকদিগকে বংশজশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইঁহারাই আদিবংশজ; তৎপরে, আদানপ্রদানদোষে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয়, এই আদিবংশজেরাই বল্লালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয়, বংশজ ; চতুর্থ, গৌণ কুলীন ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

কাল ক্রমে, গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ কুলীন এই সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় এই সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর ঘটকবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করেন। যে আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায়; কেবল আবৃত্তিগুণ মাত্রে কুলীনদিগের যত্ন ও আস্থা থাকে। কিন্তু, দেবীবরের সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আদান-প্রদানের বিশুদ্ধি বল্লালদত্ত কুলমর্য্যাদার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাও লয়প্রাপ্ত হয়। যে সকল দোষে এককালে কুল নির্মূল হয়, কুলীন মাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। যে যে কুলীন একবিধ দোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল। মেলশব্দের অর্থ দোষমেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায়বন্ধন (২৩)। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, দোষ যায় কুল তায় (২৪)। বল্লাল গুণ দেখিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৬

---

(২৩) দোষান্ মেলয়তীতি মেলঃ।

(২৪) দোষো যত্র কুলং তত্র।

মেলে (২৫) বদ্ধ করেন। তন্মধ্যে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের প্রাদুর্ভাব অধিক। এই দুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, এবং, এই দুই মেলের লোকেরাই, যার পর নাই, অত্যাচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন। যে যে দোষে এই দুই মেল বদ্ধ হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য, দেবীবর এই দুয়ে ফুলিয়ামেল বদ্ধ করেন। নাধা, ধন্ধ, বারুইহাটী, মুলুকজুরী এই দোষচতুষ্টয়ে ফুলিয়ামেল বদ্ধ হয়। নাধানামকস্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন, গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করেন। এই বংশজকন্যাবিবাহ দ্বারা তাঁহার কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। মনোহরের কুলরক্ষার নিমিত্ত, ঘটকেরা পরামর্শ করিয়া নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন। তদবধি, নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক বংশজ হইয়াও, মাষচটক নামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষয় ঘটিয়াছিল, কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হইল। ইহার নাম নাধাদোষ। শ্রীনাথচট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। হাঁসাইনামক মুসলমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্ব্বক ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে। পরে, এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাবরবন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের

---

(২৫) ১ ফুলিয়া, ২ খড়দহ, ৩ সর্ব্বানন্দী, ৪ বল্লভী, ৫ সুরাই, ৬ আচার্য্যশেখরী, ৭ পণ্ডিতরত্নী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানরেন্দ্রী, ১১ বিজয়পণ্ডিতী, ১২ চাঁদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাধরী, ১৫ পারিহাল, ১৬ শ্রীরঙ্গভট্টী, ১৭ মালাধরখানী, ১৮ কাকুস্থী, ১৯ হরিমজুমদারী, ২০ শ্রীবর্দ্ধনী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রায়মেল, ২৬ চট্টরাঘবী, ২৭ দেহাটী, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩০ আচম্বিতা, ৩১ ধরাধরী, ৩২ বালী, ৩৩ রাঘবঘোষলী, ৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী, ৩৫ সদানন্দখানী, ৩৬ চন্দ্রবতী।

সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্ঠগঙ্গোর সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোষে দূষিত হয়েন। ইহার নাম ধন্ধদোষ (২৬)। বারুইহাটীগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত। কাঁচনার মুখুটী অর্জ্জুনমিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীপতিবন্দোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন। এই শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দও সেই দোষে দূষিত হয়েন। ইহার নাম বারুইহাটীদোষ। গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য, মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট ও সপ্তশতীভাবাপন্ন হয়েন, পরে শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচট্টোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য এই দুয়ে খড়দহমেল বদ্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্যা, বিবাহ করেন। মধুচট্টোপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করেন। যোগেশ্বর এই মধুচট্টোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। ফুলিয়ামেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ করেন, গঙ্গানন্দভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করেন। খড়দহমেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধুচট্টোপাধ্যায়

(২৬) অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাটিস্থলে গতা।
হাঁসাইখানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।
যবনেন চ সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥ দোষমালা।
নাগাইচাট্টর কন্যা হাঁসাইখানদারে।
সেই কন্যা বিভা বৈল বন্দ্য গঙ্গাবরে॥ ঘটককারিকা

ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন। মুলুকজুরী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী-সম্প্রদায়ের অন্তর্বর্ত্তী, গড়গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গৌণ কুলীন। ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের লোকেরা কুলীন বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, কারণ, বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা বহু কাল তাঁহাদের কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, যবনদোষস্পর্শ বশতঃ, ফুলিয়ামেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, সকল মেলের লোকেরাই কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মেলবন্ধনের পূর্ব্বেই, বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যাদার লোপাপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক বহু কালের বংশজ। যাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কৌলীন্যপ্রথার নিয়ম অনুসারে, তাঁহাদের সহিত ইদানীন্তন কুলাভিমানী বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই (২৭)।

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বহুকাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যমর্য্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কৌলীন্যের নিয়ম অনুসারে কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, তখন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক, এ আপত্তি কোনও মতে ন্যায়োপেত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।

দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেল বদ্ধ করেন, সেই সেই ঘরে

---

(২৭) কি কি দোষে কোন কোন মেল বদ্ধ হয়, দোষমালাগ্রন্থে তাহার সবিস্তর বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে এস্থলে সে সকল উল্লিখিত হইল না। যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে দোষমালাগ্রন্থ দেখা আবশ্যক।

আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পূর্ব্বে, কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ কহিত। তৎকালে আদানপ্রদানের কিছু মাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকেই, যাবজ্জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না। এক্ষণে, অল্প ঘরে মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাল্পনিক কুল রক্ষার জন্য, এক পাত্রে অনেক কন্যার দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এই রূপে, দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহের সূত্রপাত হইল।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক। কাশ্যপ কহিয়াছেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্বৃষলীপতিম্ ॥ (২৮)

যে অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় (২৯), অপাংক্তেয় (৩০) ও বৃষলীপতি।

যম কহিয়াছেন।

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২৩ ॥

---

(২৮) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।
(২৯) যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।
(৩০) যাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে পাপ হয়।

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥২৪॥ (৩১)

কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, (৩২) অপাংক্তেয় ও বৃষলীপতি।

পৈঠীনসি কহিয়াছেন,

যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া। অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মাৎ নগ্নিকা দাতব্যা॥ (৩৩)

স্তনপ্রকাশের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবেক। যদি কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হয়, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব ঋতুদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবেক।

ব্যাস কহিয়াছেন,

যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ॥ (৩৪)

যে ব্যক্তি দানাধিকারী, যদি তাহার দোষে কুমারী ঋতুদর্শন করে, তবে, ঐ কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় যত বার ঋতুমতী হয়, সে তত বার ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তাহার বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হয়।

---

(৩১) যমসংহিতা।
(৩২) যাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতক জন্মে।
(৩৩) জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগধৃত।
(৩৪) ব্যাসসংহিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা। কুলীনেরা, দেবীবরের কপোলকল্পিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, ঘোরতর পাতকগ্রস্ত হইতেছেন। শাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা বহু কাল পতিত ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন (৩৫)।

কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে। বিধাতার সৃষ্টি হইলে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইত। এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা, এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন, করেন। সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে বহু কাল কুলীন মাত্রের কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

---

(৩৫) অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক হইলেও, কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। দোষ বোধ করিলে, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া, নিজে নরকগামী হইতেন না, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন পূর্ব্বপুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতেন না। হয়ত, তাঁহারা,

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৯। ৮৯॥

কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বরং গৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে কদাচ নির্গুণ পাত্রে প্রদান করিবেক না।

এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। মনু নির্গুণ পাত্রে কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাশয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা একবারে বর্জ্জিত হইয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদের অভিমত শাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, এক্ষণকার কুলীন পাত্রে কন্যাদান করাই সর্ব্বতোভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক।

যখন, রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদত্ত কুলমর্য্যাদার উচ্ছেদ হইয়াছে, তখন কুলীনম্মন্য মহাপুরুষদিগের ইদানীন্তন কুলাভিমান নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। অনন্তর, দেবীবর যে অবস্থায় যে রূপে কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। কুলীনেরা সুবোধ হইলে, অহঙ্কার না করিয়া, বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তিন পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাহ্রদে বাস করাইতেছেন। ধন্য রে অভিমান! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়ত্তা নাই। তুই মনুষ্যজাতির অতি বিষম শত্রু। তোর কুহকে পড়িলে, সম্পূর্ণ মতিচ্ছন্ন ঘটে; হিতাহিতবোধ, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচনা একবারে অন্তর্হিত হয়।

কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে (৩৬); এবং কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছে। সুতরাং, পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বল্লালসেন, উহার নিবারণের অভিপ্রায়ে, কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে,

---

(৩৬) ১ শ্রীহর্ষ, ২ শ্রীগর্ভ, ৩ শ্রীনিবাস, ৪ আরব, ৫ ত্রিবিক্রম, ৬ কাক, ৭ সাধু, ৮ জলাশয়, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ মাধব, ১২ কোলাহল। শ্রীহর্ষ প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন।

১ উৎসাহ, ২ আহিত, ৩ উদ্ধব, ৪ শিব, ৫ নৃসিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, ৭ মুরারি, ৮ অনিরুদ্ধ, ৯ লক্ষ্মীধর, ১০ মনোহর। মুখুটীবংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন।

১ গঙ্গানন্দ, ২ রামাচার্য্য, ৩ রাঘবেন্দ্র, ৪ নীলকণ্ঠ, ৫ বিষ্ণু, ৬ রামদেব, ৭ সীতারাম, ৮ সদাশিব, গোরাচাঁদ, ১০ ঈশ্বর। গঙ্গানন্দ ফুলিয়ামেলের প্রকৃতি। ঈশ্বরমুখোপাধ্যায় খড়দহগ্রামবাসী।

কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর উহার নিবারণের আশয়ে মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, অমূলক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা সুবোধ, ধর্ম্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না, কোনও কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। অনর্থকর, অধর্ম্মকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ কুলীনদিগের ধর্ম্মলোপ ও যার পর নাই অনর্থসংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন পক্ষে যত্নবান্ হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্ম্ম অনুযায়ী কর্ম্ম করা হইবেক।

ইদানীন্তন কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা কুলীন বলিয়া অভিমান করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পূজনীয় হইতেছেন। যদি তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মমার্গের অনুযায়ী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও ক্ষতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের আচরণ, যার পর নাই, জঘন্য ও ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের

আচরণ বিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপাখ্যান প্রচলিত আছে; এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা এই, দয়া, ধর্ম্মভয়, লোকলজ্জা প্রভৃতি একবারে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কন্যাসন্তানের সুখ দুঃখ গণনা বা হিত অহিত বিবেচনা তদীয় চিত্তে কদাচ স্থান পায় না। কন্যা যাহাতে করণীয় ঘরে অর্পিতা হয়, কেবল সেই বিষয়ে দৃষ্টি থাকে। অঘরে অর্পিতা হইলে, কন্যা কুলক্ষয়কারিণী হয়, এজন্য, কন্যার কি দশা ঘটিবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে পারিলেই, তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন। অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে, বাটীতে থাকিয়া, ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও ভ্রূণহত্যাপাপে বারংবার লিপ্ত হইলে, কোনও দোষ ও হানি নাই। কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নামমাত্র বিবাহিতা হইয়া, কন্যা বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষোভ, লজ্জা বা ক্ষতিবোধ হয় না। তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঘটনায় কুললক্ষ্মী বিচলিতা হয়েন না। যদি কুললক্ষ্মী বিচলিতা না হইলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সকল দিক রক্ষা হইল। কুললক্ষ্মীরও তাঁহাদের উপর নিরতিশয় স্নেহ ও অপরিসীম দয়া। তিনি, কোনও ক্রমে, সে স্নেহ ও সে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এ স্থলে কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অমুক গ্রামে অমুক নামে একটি প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি তিন চারিটি বিবাহ করেন। অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মে। কন্যারা জন্মাবধি মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কোনও কালে তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে, তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের

বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। প্রথমা কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮,১৯ বৎসব, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫,১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদেব পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি গলদশ্রু লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, ভাই, এত কালের পর আমায় কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন, আর আমার জীবনধারণ বৃথা; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যাপহারীর শরণাগত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিন মাসেব জন্য, কন্যা দুটি দেন, আমি, তিন মাসের মধ্যে, উহাদিগকে আপনকার নিকট পঁহুছাইয়া দিব। কন্যাপহারী যাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা কবেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীনঠাকুরের কাতবতা দর্শনে ও আর্ত্তবাক্য শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য, সেই দুই কন্যাকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন. এবং এক ব্যক্তি, অঘরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচাব কবিয়া দিলেন। কন্যারা না পলাযন কবিতে পাবে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সে সর্ব্বক্ষণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ব্যবস্থা কবিয়া, কুলীনঠাকুর, অর্থেব সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন এবং এক মাস পরে, ভাদ্রমাসের শেষে,

বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, এক ষষ্টিবর্ষীয় বর সমভিব্যাহারে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বর কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রে কোনও অংশে আপত্তি উত্থাপন বা অসম্মতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, উপস্থিত সর্ব্ব জন সমক্ষে, অম্লান মুখে কহিলেন, আমি শুনিলাম এই দুই কন্যা অতি দুশ্চরিত্রা, আমি ইহাদের পাণিগ্রহণ করিব না। কন্যাকর্ত্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই এই অসম্মতি প্রদর্শনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সামান্যরূপ বাদানুবাদ ও উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বার টাকা পাইলে বিবাহ করিতে পারেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কন্যাকর্ত্তা, এক বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি বন্ধক রাখিয়া, বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ করিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্ব্বিবাদে, কন্যা দ্বয়ের সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুলীনঠাকুরের কুলরক্ষা হইল। যাঁহারা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষ্মী বিচলিতা হইলেন না, এই আনন্দে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি, আর কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই; এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। তাঁহারা পিতার কুলরক্ষা করিয়াছেন, অতঃপর তাঁহারা যথেচ্ছচারিণী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধর্ম্ম অনুসারে, আর তাঁহাদের পিতার কুলোচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট পঁহুছাইয়া দিবেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণপ্রায় হয়। সে যাহা হউক, কুলীনঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে

ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে। কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আস্পদ নহেন।

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ কুলীনঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই।

তৃতীয় আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইলে, ভঙ্গকুলীনদের সর্ব্বনাশ। এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক। এই আপত্তির বলাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের কুলক্ষয় হয়, এজন্য কুলীনেরা বংশজকন্যার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকেন। এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান করিয়া বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন। কিন্তু সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন হইবার নহে। যাঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই সেই সৌভাগ্যলাভে অধিকারী। যে কুলীনের অনেক সন্তান থাকে, এবং অর্থলোভ সাতিশয় প্রবল হয়, তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহ দ্বারা কেবল ঐ পুত্রের কুলক্ষয় হয়, তাঁহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্য্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না।

এইরূপে, যে সকল কুলীনসন্তান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া, কুলভ্রষ্ট হয়েন, তাঁহারা স্বকৃতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তির অতঃপর বংশজকন্যা বিবাহে আর আপত্তি থাকে না। কুলভঙ্গ করিয়া কুলীনকে কন্যাদান করা বহুব্যয়সাধ্য, এজন্য সকল বংশজের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরা কিঞ্চিৎ পাইলেই তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিতে

প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। বিবাহিতা স্ত্রীর কোনও ভার লইতে হইবেক না, অথচ আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া স্বকৃতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে চরিতার্থ করিতে বিমুখ হয়েন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভের লোভে, বংশজকন্যা বিবাহ করা স্বকৃতভঙ্গের প্রকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে।

এতদ্ভিন্ন, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ স্বসমান পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করিতে হইবেক, অর্থাৎ স্বকৃতভঙ্গের কন্যা স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে দান করা আবশ্যক। তদনুসারে, যে সকল স্বকৃতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাঁহারাও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির পক্ষেও, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয়; এজন্য, তাঁহারাও, সবিশেষ যত্ন করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন।

স্বকৃতভঙ্গ কুলীন এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক বিবাহ করেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্রেরা এ বিষয়ে স্বকৃতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট নহেন। তৃতীয় পুরুষ অবধি বিবাহের সংখ্যা ন্যূন হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন এককালে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া, হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন; ইদানীং, পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত, কুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন।

যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিতা হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্ত্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্ত্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন, এই মাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্ত্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, ভার বহন করিতে হইবেক না। সুতরাং, কুলীনমহিলারা, নাম মাত্রে বিবাহিতা

হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালযাপন করেন। স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই, এবং তাঁহারাও সে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন, কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ত্রুটি হইলে, এ জন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই এক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তাঁহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ্ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর, কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই, অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না, বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক, পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে

হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোব ভোব চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিযাছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন্, তারা জামাইর সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কিছুতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিযা, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস্ ইত্যাদি। এইরূপে, পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।

এই সকল কুলীনমহিলার পুত্র হইলে, তাহারা দুপুরুবিয়া কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয়। তাহাদের প্রতিপালন ও উপনয়নান্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয়। কুলীন পিতা কখনও তাহাদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও তত্ত্বাবধান করেন না, তবে, অন্নপ্রাশন আদি সংস্কারের সময়, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং কিছু লাভের আশ্বাস থাকিলে, আসিয়া আভ্যুদয়িক করিয়া যান। উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর। তিনি সঙ্গতিপন্ন বংশজদিগের বাটীতে তাহার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন, এবং পণ, গণ প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন। বিবাহের সময়, মাতুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার থাকে না। পুত্র যত দিন অল্পবয়স্ক থাকে, তত দিনই পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলে। তাহার চক্ষু ফুটিলে, তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন সে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা তাহারই লাভ, পিতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহাব নাভীচ্ছেদ অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যাবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। কুলীনকন্যার বিবাহ ব্যয়সাধ্য, এজন্য পিতা এ বিবাহের সময় সে দিক দিয়া চলেন না।

কুলীনভাগিনেয়ী যথাযোগ্য পাত্রে অর্পিতা না হইলে, বংশের গৌরব-হানি হয়; এজন্য, তাঁহারা, ভঙ্গকুলীনের কুলমর্য্যাদার নিয়ম অনুসারে, ভাগিনেয়ীদের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সকল কন্যারা, স্ব স্ব জননীর ন্যায়, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাল-যাপন করেন।

কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাঁহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কুলীনমহিলার নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। পিতার দেহাত্যয়ের পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্ত্তা হইলে, তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন। প্রখরা ও মুখরা ভ্রাতৃভার্য্যারা তাঁহাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার করেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে, সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্য্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ভ্রাতৃভার্য্যারা সর্ব্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাঁহারা আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন ও কৌলীন্যপ্রথার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাইতাম, আর ও বাডীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীনমহিলা ও কুলীনদুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

ফলতঃ, কুলীনমহিলা ও কুলীনদুহিতাদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। যাহারা কখনও তাঁহাদের অবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারাই

বুঝিতে পারেন, ঐ হতভাগা নারীদিগকে কত ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এক পক্ষের অমূলক অকিঞ্চিৎকর গৌরবলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ অর্থলাভলোভ, সমস্ত অনর্থের মূল কারণ; আর, এই উভয় পক্ষ ভিন্ন, দেশস্থ যাবতীয় লোকের এ বিষয়ে ঔদাস্য অবলম্বন উহার সহকারী কারণ। যাঁহাদের দোষে কুলীনকন্যাদের এই দুরবস্থা, যদি তাঁহাদের উপর সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে এই অসহ্য অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, যার পর নাই, মাননীয় ও পূজনীয়। এমন স্থলে, রাজদ্বারে আবেদন ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিগের দুরবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটক-বিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে, এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদ্দেশীয় কুলীনকামিনীদের মত, দুর্দ্দশায় কালযাপন করিতে হয় না। তাহারা স্বামীর গৃহে বাস করিতে পায়, স্বামীর অবস্থানুরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পায়, এবং পর্য্যায় ক্রমে স্বামীর সহবাসও লাভ করিয়া থাকে। স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জ্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার

স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের এক মাত্র উপমাস্থল।—কোনও প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট(১) পাই, সেই খানে যাই।—গত দুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই, বিবাহ করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।—গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য, কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন।—বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোনও ভঙ্গকুলীন, দয়া করিয়া, তাঁহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।—পুত্রবধূর ঋতুদর্শন হইয়াছে। সে যাঁহার কন্যা, তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্যার পুনর্বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করেন। পত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক, তদীয় পত্রের উত্তরে, অধিক টাকার দাওয়া করিলেন। কন্যার পিতা তত টাকা দিতে অনিচ্ছু বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দিলেন না, সুতরাং পুত্রবধূর পুনর্বিবাহসংস্কার এ জন্মের মত স্থগিত রহিল।—বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই, তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও

---

(১) ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে যাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট (Visit) বলে।

সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্ব্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্ব্ব সমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।

ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে এ স্থলে একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইতেছে। কোনও ব্যক্তি মধ্যাহ্ন কালে বাটীর মধ্যে আহার করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়টির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইঁহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চট্টরাজের স্ত্রী, এবং অল্পবয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি তাঁহার কন্যা। ইঁহারা তোমার কাছে আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন।

চট্টরাজ দুপুরুরিয়া ভঙ্গকুলীন, ৫, ৬ টি বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান, এজন্য, তাঁহার যথেষ্ট খাতির রাখেন। তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকে; তাঁহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহার বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট্ট-

রাজের ভার্য্যা, এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি কহিলাম, বাছা বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী, তুমি অন্ন না দিলে আমরা কোথায় যাইব। তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন কোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি, দিব, উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানি না, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে আমায় কন্যা সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাসুত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্ম্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২, ৪ দিন পূর্ব্বে, তাঁহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান চটের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দয়া ধর্ম্মও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী, কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম; বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ

ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যত দিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে আমি আহ্লাদে গদ্গদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল এই বলিয়া, তাঁহারা, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন। সপত্নীপুত্ত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক দিন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু কোনও উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন; মধ্যে মধ্যে, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন, আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই, এবং দুরবস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া, পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্ন বস্ত্র দিতে, পারিব না। অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পারে, এজন্য এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, চট্টরাজের বাটীতে গিয়া, যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি কোন বিবেচনায় তাহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া,

বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন, তুমি বাটীতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি।

অপরাহ্ণ কালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এই রূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব, এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল। আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া, গৃহ প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা দুর্দ্দান্ত দস্যু, তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাত জবাব দিযাছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন। চট্টরাজ কখনও কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে, তিনি, কস্মিন্ কালেও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে, আর তাহা কোনও কারণে রহিত

হইবার নহে; তদনুসারে, চট্টরাজ, ভগিনীর উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও, সত্যস্তববিহীন হইয়া, কোনও স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং জননীর সহিত সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।

এই উপাখ্যানে ভঙ্গকুলীনের আচরণের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও সেরূপ লক্ষিত হয় না। প্রথমতঃ, এক মহাপুরুষ বৃদ্ধ মাতা ও বয়স্থা ভগিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরে, তাঁহারা স্বামী ও পিতার শরণাগত হইলে, সে মহাপুরুষও তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই দুই দুর্ভগার গ্রাসাচ্ছাদনের ভারবহনে অঙ্গীকৃত হইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাটীতে রাখা পরামর্শসিদ্ধ হইল না। স্বামী ও উপযুক্ত পুত্র সত্ত্বে, কোনও ভদ্রগৃহে, বৃদ্ধা স্ত্রীর কদাচ এরূপ দুর্গতি ঘটে না। পিতা ও উপযুক্ত ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে, কোনও ভদ্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না। ঐ কন্যার স্বামীও বিদ্যমান আছেন। কিন্তু, তাঁহাকে এ বিষয়ে অপরাধী করিতে পারা যায় না। তিনি স্বকৃতভঙ্গ কুলীন। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঈদৃশ দোষে দূষিত হইয়াও, চট্টরাজ ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লোকসমাজে হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না।

ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, ঈদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যক কি না। প্রথমতঃ, মেলবন্ধনের পূর্ব্বে, তাঁহাদের পুরাতন কুল এককালে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, তৎপরে, বংশজকন্যাপরিণয় দ্বারা, পুনরায়, তদীয় কপোল-

কল্পিত নূতন কুলের লোপাপত্তি হইয়াছে। এইরূপে, দুই বার যাঁহাদের কুলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া গণ্য করিবার, এবং তদীয় শশবিষাণসদৃশ কুলমর্য্যাদার আদর করিবার, কোনও কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহাদের অবৈধ, নৃশংস, লজ্জাকর আচরণ দ্বারা সংসারে যেরূপ গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। বোধ হয়, এক উদ্যমে তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর কপোলকল্পিত কুলমর্য্যাদার হানি অতি সামান্য কথা। যাহা হউক, তাঁহাদের কুলক্ষয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন, তাঁহারা কুলীন নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদা নাই, তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদা নাই, সুতরাং বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ দ্বারা কৌলীন্যমর্য্যাদার উচ্ছেদ-সম্ভাবনাও নাই।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, এরূপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ। তাঁহারা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হেয় জ্ঞান করেন, নিজে প্রাণান্তেও একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়, সে বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন। উভয়বিধ ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরস্পর এত বিভিন্ন, যে তাঁহাদিগকে এক জাতি বা এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, উক্তরূপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহা হউক, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহ-ব্যবসায় পরিত্যাগ ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।

চতুর্থ আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহু কাল পূর্ব্বে এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ছিল। তখন অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন। এখন, এ দেশে সে অত্যাচারেব প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক। এমন স্থলে, বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে কুলীনদিগেব পূর্ব্ববৎ অত্যাচাব নাই, এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণাবাক্য; অথবা, যাঁহারা সেরূপ নির্দ্দেশ করেন, কুলীনদিগের আচার ও ব্যবহাব বিষযে তাঁহাদের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্ব্বে বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের যেরূপ অত্যাচাব ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের তদ্বিষয়ক অত্যাচাব সর্ব্বতোভাবে তদবস্থই আছে, কোনও অংশে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ বোধ হয না। এ বিষযে বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া, কতকগুলি বর্ত্তমান কুলীনেব নাম, বয়স, বাসস্থান, ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

হুগলী জিলা।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান্ চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালি
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
তিতুরাম গাঙ্গুলি	৫৫	৭০	চিত্রশালি
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুব

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৭	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়িশ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোননগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটী
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছী
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাঙ্গাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছী
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছী
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুণ্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপসীট
পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ
কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটী
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালি
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোযাড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গূলি	১৫	৪৫	পশপুব
সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
বামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	ক্ষীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈঁচী
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোনা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভঞ্জপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাছা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	খসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুড
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	যদুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	কৈঁচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোল্লাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঞ্জপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুব
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুব
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধব বন্দ্যোপাধ্যায	৭	৩৫	ভুবস্থবা
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুব
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালি

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোনা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাখরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পাশপুর
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকরা
হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মান্দু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরাঙ্গপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোনা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	চন্দ্রকোনা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক, বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই, যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই, অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছি; জ্ঞান পূর্ব্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০	৩৫

নাম	বিবাহ	বয়স
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৯
আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি	৭	৫৫
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৫	৩২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫	৬৪
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪	২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	৪৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	২৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৫০
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	২৯
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
কালিদাস গাঙ্গুলি	৩	২৬
দীননাথ গাঙ্গুলি	৩	১৯
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	৪০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩	৪০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	৩	৫০
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৪৩
নীলমণি গাঙ্গুলি	৩	৪৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৫৫
চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি	৩	৫০
শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৪৩
হারানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩	৬০
প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২	৪০

নাম	বিবাহ	বয়স
সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৬০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৫
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৫
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৬২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	২	৫০
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
কালীকুমার গাঙ্গুলি	২	২৫
আশুতোষ গাঙ্গুলি	২	২০
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩১
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩৩
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
ভগবান্‌চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৩২
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	২	৩০
কলীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
হরিহর গাঙ্গুলি	২	৩৫
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮

নাম	বিবাহ	বয়স
প্যারীমোহন গাঙ্গুলি	২	৩৩
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৮
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	২৪
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৮
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩০
যদুনাথ গাঙ্গুলি	২	২৭
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২	২৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৭
চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি	২	২১
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২২
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২০

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের নিবৃত্তি হইয়াছে কি না। এখন যেরূপ অত্যাচার হইতেছে, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং, পূর্ব্ব অপেক্ষা এক্ষণে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। পূর্ব্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভঙ্গে সম্মত ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্বকৃত-ভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু অধুনাতন কুলীনেরা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এক্ষণে অনেক অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে, কোনও গ্রামে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন। পরে তাঁহার পাঁচ

পুত্র হইল। তাহারা সকলে কন্যার বিবাহ বিষয়ে পিতৃদৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুত্রদিগকে, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিতে হইতেছে। সুতরাং, যে স্থানে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন, সেই স্থানে এক্ষণে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে। মূল্যও অল্প, গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এজন্য, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং, স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা এখন অনেক অধিক এবং উত্তরোত্তর অধিক বই ন্যূন হওয়া সম্ভব নহে। স্বকৃতভঙ্গেরা অধিক বিবাহ করিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের যে কন্যার পাল জন্মিতেছে, তাঁহাদিগকে স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে। এমন স্থলে, বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কুলীনদিগের বিবাহ-বিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক।

কলিকাতাবাসী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না, সুতরাং, তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু, তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন। ঐ সকল মহোদয়েরা বলেন, এ দেশে বিদ্যার সবিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহু-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে।

এ কথা যথার্থ বটে, বহু কাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও

কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নিবৃত্তি হইয়াছে; কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না; ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত তদ্রূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না; সুতরাং সেই সেই স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তদবস্থই রহিয়াছে। ফলতঃ, পল্লীগ্রামের অবস্থা কোনও অংশে কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যকারণভাবব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, একপ সংস্কার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না। কলিকাতায় যে কারণে যত কালে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় সেই কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় যত কাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার যেরূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে, পল্লীগ্রামে যাবৎ সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা।

ফলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বহুবিবাহপ্রথা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্ব্বের মত প্রবল নাই, পরপ্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র, বা বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কারবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রস্তাবিত কোনও বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই হউন, যাহা

স্বপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ খণ্ডনেব, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই সচ্ছন্দে নির্দ্দেশ করিবেন, যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও, তাহাকেই সে বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রবর্ত্তিত হইয়া, কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, উক্তবিধ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া, অম্লান মুখে নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আপনারা যে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, অতথ্য নির্দ্দেশ দ্বারা, অন্যের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

পঞ্চম আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কায়স্থজাতির আন্তরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক। এই আপত্তি অতি দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর। আন্তরস না হইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অসুবিধা ঘটে না।

কায়স্থজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক। আর সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, প্রভৃতি যে বাহাত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সাধ্য মৌলিক। সাধ্য মৌলিকেরা মর্য্যাদা বিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সিদ্ধ মৌলিকেরা সম্মৌলিক, সাধ্য মৌলিকেরা বাহাত্তরিয়া, বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

কায়স্থজাতির বিবাহের স্থূল ব্যবস্থা এই;—কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয়; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া, মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন। মৌলিক মাত্রের কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীনকন্যা বিবাহ করা আবশ্যক। মৌলিকে মৌলিকে আদানপ্রদান হইলে, জাতিপাত ও ধর্ম্মলোপ হয় না, কিন্তু, তাদৃশ আদানপ্রদান-

কারীদিগকে কায়স্থসমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। ৬০, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা যাঁহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থ, অনেক যত্ন ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এইরূপে মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আভ্যরস; আর, যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আভ্যরসের ঘর বলে।

মৌলিকেরা, আভ্যরস করিয়া, অনেক যত্নে জামাতাকে গৃহে রাখেন। তাহার কারণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। আভ্যরসপ্রিয় মৌলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের দৌহিত্র সেই মর্য্যাদার ভাজন হইবেক। কিন্তু, যে ব্যক্তির দুই সংসার, তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুত্রবতী হইবেক, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যার অগ্রে পুত্র জন্মিলে, আভ্যরসের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে যাইতে না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায়। এজন্য, জামাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তাদৃশ স্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর মুখ দেখিতে পান না। বস্তুতঃ, তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, পিত্রালয়ে কালযাপন করিতে হয়। কুলীন জামাতাকে বশে রাখা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য, এজন্য, যে সকল আভ্যরসপ্রিয় মৌলিকের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন

না; সুতরাং, আদ্যরসের মুখ্য ফল লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ঈদৃশ স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুলীনকন্যা ও মৌলিক-কন্যা উভয়কে লইয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আদ্যরস না করিলে, মৌলিকের জাতি-পাত বা ধর্ম্মলোপ হয় না, এবং বিবাহ বিষয়েও কিছু মাত্র অসুবিধা ঘটে না। কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুত্রকে কন্যাদান করিলেই মৌলিকের সকল দিক রক্ষা হয়। এজন্য, প্রায় সকল মৌলিকেই তাদৃশ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন। আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানসুখলোভের বশবর্ত্তী হইয়া, কেবল কতিপয় মৌলিকপরিবার আদ্যরস করেন। কিন্তু, তুচ্ছ অভিমানসুখের জন্য, পূর্ব্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্যার সর্ব্বনাশ করিতেছেন, ক্ষণ কালের জন্যেও সে বিবেচনা করেন না। যে দেশে আপন কন্যার হিতাহিত বিবেচনার পদ্ধতি নাই, সে দেশে পরের কন্যার হিতাহিত বিবেচনা সুদূরপরাহত।

যে সকল আদ্যরসপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে, আদ্যরস করিতে সমর্থ নহেন; তাঁহাদের পক্ষে, আদ্যরস, অশেষ প্রকারে, বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আদ্যরসপ্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। রাজশাসন দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ হইলে, তাঁহারা পরিত্রাণ বোধ করেন, কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া পথপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা, আদ্যরসে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের জাতিপাত বা ধর্ম্মলোপ হইবেক না। তবে, আদ্যরস করিল না, অথবা করিতে পারিল না, এই বলিয়া, প্রতিবেশীরা, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা ও উপহাস করিবেন। কেবল এই নিন্দার ও এই উপহাসের ভয়ে, তাঁহারা আদ্যরস হইতে

বিরত হইতে পারিতেছেন না। স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের দেশের লোক বড নির্ব্বোধ, বড কাপুরুষ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, আদ্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, সন্দেহ নাই, কিন্তু, কতিপয় মৌলিকপরিবারের তুচ্ছ অভিমানসুখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির কোনও অংশে কোনও অসুবিধা বা অপকার ঘটিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না। আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য্য ব্যবহার নহে। এই ব্যবহার অশেষ প্রকারে অনিষ্টকর ও অধর্ম্মকর, তাহার সন্দেহ নাই। যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কায়স্থজাতির অহিত, অধর্ম্ম, বা অন্যবিধ অসুবিধা বা অপকার ঘটিতেছে না, তখন উহা বহুবিবাহ নিবারণের আপত্তিস্বরূপে উত্থাপিত বা পরিগৃহীত হওয়া কোনও মতে উচিত বা ন্যায়ানুগত নহে। আর, যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আদ্যরসের এককালে উচ্ছেদ হইতেছে না। কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিবেক, তাঁহারা আদ্যরসের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, এই আদ্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, অতএব বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হওয়া উচিত নহে, ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসাস্পদ করা মাত্র।

ষষ্ঠ আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই, যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে সকলের যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ; সমাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে।

এই আপত্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎ ক্ষণ হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণসুখকর। যদি এ দেশের লোক সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান্ হয়, এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আহ্লাদের, ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই যত্নে ও সেই চেষ্টায় ইষ্টসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ, কেবল আমাদের যত্নে ও চেষ্টায়, সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই, এবং কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, তাহা

স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কখনও সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা, উপস্থিত হইবেক না।

যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা, অর্ব্বাচীনের ন্যায়, সহসা এরূপ অসার কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। ইহা যথার্থ বটে, তাঁহারাও এক কালে অনেক বিষয়ে অনেক আস্ফালন করিতেন, সমাজের দোষসংশোধন ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা সর্ব্ব ক্ষণ তাঁহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পঠদ্দশার ভাব। তাঁহারা, পঠদ্দশা সমাপন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদ্দশার ভাবের তিরোভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং সেই সমস্ত দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। এখন তাঁহারা বহুদর্শী হইয়াছেন, সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, এ সকল কথা, ভ্রান্তি ক্রমেও, আর তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; বরং, ঐ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও ঐ সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইতে দেখিলে, তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের অল্পবয়স্কদিগের এক্ষণে পঠদ্দশার ভাব চলিতেছে। অল্পবয়স্ক দলের মধ্যে, যাঁহারা অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আস্ফালন বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, অনায়াসে লোকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুখমাত্রসার, অন্তরে সম্পূর্ণ অসার, অনায়াসে সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই, উন্নত ও উদ্ধত বাক্যে, কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

কিন্তু, সমাজের দোষসংশোধন কিরূপ কার্য্য, এবং কিরূপ সমাজের লোক, অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সমাজের দোষ সংশোধনে সমর্থ, যাঁহাদের সে বোধ ও সে বিবেচনা আছে, তাঁহারা, এ দেশের অবস্থা দেখিয়া, কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, আমরা কোনও কালে, কেবল আত্মযত্নে ও আত্মচেষ্টায়, সামাজিক দোষের সংশোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এ দিকের চন্দ্র ও দিকে গেলেও, এরূপ লোকের ক্ষমতায়, এরূপ সমাজের দোষসংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে। উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ, তাঁহাদের যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন। কথা বলা যত সহজ, কার্য্য করা তত সহজ নহে।

আমাদের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিষয়ে দুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম, ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয়, দ্বিতীয়, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয়। ব্রাহ্মণজাতির অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও অনেক বংশজ কন্যা বিক্রয় করেন, আর, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও অধিকাংশ বংশজ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন। এই ক্রয়বিক্রয় শাস্ত্র অনুসারে অতি গর্হিত কর্ম্ম, এবং প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি জঘন্য ব্যবহার। অত্রি কহিয়াছেন,

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে॥ (১)

ক্রয় করিয়া যে কন্যাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে; তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নয়।

---

(১) অত্রিসংহিতা।

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ ॥ (২)

ক্রয় করিয়া যে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পত্নী বলে না; সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহকর্ত্তার সহধর্ম্মচারিণী হইতে পারে না; পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন।

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্ (৩)॥

যাহারা লোভ বশতঃ পণ লইয়া কন্যাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাতককারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন,

যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্ ॥
বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ।
স চাণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ (৪)

হে দ্বিজ, যে মূঢ় লোভ বশতঃ কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্রদ নামক ঘোর নরকে যায়। হে দ্বিজ, বিক্রীতা কন্যার যে পুত্র জন্মে, সে চাণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্ম্মে অধিকার নাই।

দেখ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করা শাস্ত্র অনুসারে কত দূষ্য। শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত

(২) দত্তকমীমাংসাধৃত।

(৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত কাশ্যপবচন।

(৪) ক্রিয়াযোগসার। ঊনবিংশ অধ্যায়।

সন্তানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাদের মতে তাদৃশ স্ত্রী দাসী; তাদৃশ পুত্র সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত চাণ্ডাল। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না। পিণ্ডপ্রত্যাশায় লোকে পুত্র প্রার্থনা করে; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ পুত্র পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। আর, যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে চির কালের জন্য নরকগামী হয় এবং পিতা পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় ও কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অতি জঘন্য ও ঘোরতর অধর্ম্মকর ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করেন, এবং যাঁহারা, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন, তাঁহারাও, সময়ে সময়ে, এই ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়কে অতি ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যবহার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ব্যবহার, যাহার পর নাই, অধর্ম্মকর ও অনিষ্টকর, তাহাও সকলের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া আছে। যদি আমাদের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, এই কুৎসিত কাণ্ড এত দিন এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না।

ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থজাতির পুত্র-বিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার। মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থজাতির কন্যা হইলেই সর্ব্বনাশ। কন্যার যত বয়োবৃদ্ধি হয়, পিতার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। যার কন্যা, তার সর্ব্বনাশ, যার পুত্র, তার পৌষ মাস। বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান্ ব্যক্তি, অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে, পুত্রের এত মূল্য প্রার্থনা করেন, যে মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয়। এ বিষয়ে বরপক্ষ এরূপ নির্লজ্জ ও নৃশংস ব্যবহার করেন, যে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে।

কৌতুকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহ দিবার সময় যাঁহারা শশব্যস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন; পুত্রের বিবাহ দিবার সময়, তাঁহাদেরই আর একপ্রকার ভাবভঙ্গী হয়। এইরূপে, কায়স্থেরা কন্যার বিবাহের সময় মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময় মহোৎসব, জ্ঞান করেন। পুত্র-বিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকে না, সে বিবেচনাও থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা নিজে সুশিক্ষিত ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসায়ে তাঁহারাও নিতান্ত অল্প নির্দ্দয় নহেন। যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক, যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক, যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করা অনেকের পক্ষে অনংসাহসিক ব্যাপার। আর, যদি তদুপরি ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বনাশের ব্যাপার। বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন না হইলে, তাদৃশ স্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকার নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের বিষম প্রাদুর্ভাব। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণজাতির কন্যার মূল্য ক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে, কায়স্থজাতির পুত্রের মূল্য উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠিতেছে। যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে, তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থ-পরিবারের অনেক কন্যাকে, ব্রাহ্মণজাতীয় কুলীনকন্যার ন্যায়, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক।

যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থ মাত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ জ্বালাতন হইয়াছেন। ইহা যে অতি লজ্জাকর ও ঘৃণাকর ব্যবহার, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থজাতি,

একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে কেন। যদি এ দেশের লোকের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবহার বহু দিন পূর্ব্বে রহিত হইয়া যাইত।

এ দেশের হিন্দুসমাজ ঈদৃশ দোষপরম্পরায় পরিপূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত নব্য প্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ পর্য্যন্ত, তাঁহারা তন্মধ্যে কোন কোন দোষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কোন কোন দোষের সংশোধন হইয়াছে; এক্ষণেই বা তাঁহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন।

বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত না। এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষান্ত থাকা উচিত। এই জঘন্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলতি থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাঁহাদের অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদের বিবেচনায়, যে উপায়ে হউক, এ প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল। বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর,

যাঁহারা তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে অন্যায় বা অবিবেচনার কর্ম্ম করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না। আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না; কিন্তু, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সর্ব্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে; এবং অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

সপ্তম আপত্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই, হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে, কেবল বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক, ঐ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক অংশ মাত্র। এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, ভারতবর্ষীয় যাবতীয় প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে।

এই আপত্তি কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে, বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্য অন্য অংশে তত নহে, এবং বাঙ্গালাদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহনিবন্ধন যে অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ হয়, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের প্রার্থনা। এ দেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের লোক বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন, তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপত্তি নাই, এবং তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নহে, যে গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে মুসলমানদিগেরও বহুবিবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন, অথবা, গবর্ণমেণ্ট এক উদ্যমে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত

নহে। বহুবিবাহসূত্রে স্বসম্প্রদায়ের যে মহতী দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্দর্শনে তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন, এবং সেই দুরবস্থা বিমোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। স্বসম্প্রদায়ের দুরবস্থা বিমোচন মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যদি গবর্ণমেণ্ট, সদয় হইয়া, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের বিবাহ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে এ প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়, অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়, অসন্তুষ্ট হইবেন কেন। এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের প্রজা। তাঁহাদের সমাজে কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের যত্নে ও ক্ষমতায় সে ক্লেশের নিবারণ হইতে পারে না; অথচ সে ক্লেশের নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রজারা, নিরুপায় হইয়া, রাজার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে। এমন স্থলে, প্রজার প্রার্থনা পরিপূরণ করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য। এক প্রদেশের প্রজাবর্গের প্রার্থনা অনুসারে, তাহাদের হিতার্থে, কেবল সেই প্রদেশের জন্য, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, হয় ত প্রদেশান্তরীয় প্রজারা অসন্তুষ্ট হইবেক, এই আশঙ্কা করিয়া সে বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করা রাজধর্ম্ম নহে।

এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল মহাত্মা লার্ড বেণ্টিক, অতি নৃশংস সহগমনপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, কৃতসঙ্কল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইবেক, এবং অবিলম্বে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিবেক। মহামতি মহাসত্ত্ব গবর্ণর জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি এই প্রথা রহিত করিয়া এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে,

তাহা হইলেও ইঙ্গরেজজাতির নামের যথার্থ গৌরব ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার দুঃখদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই মহাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ইঙ্গরেজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যে ইঙ্গরেজজাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংশভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন; এক্ষণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। হায়!

"তে কেঽপি দিবসা গতাঃ"।

সে এক দিন গিয়াছে।

যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেণ্ট এ প্রদেশের মুসলমান বা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাহারা অসন্তুষ্ট হইবেক, এই ভয়ে অভিভূত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, এ কথা কোনও মতে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ইঙ্গরেজজাতি তত নির্ব্বোধ, তত অপদার্থ ও তত কাপুরুষ নহেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা, রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই, সর্ব্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

এ স্থলে, একটি কুলীনমহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীনমহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বারে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; কুলীনের মেয়ের

নিতান্ত পোড়া কপাল, সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক, কিয়ৎ ক্ষণ ক্রোড়স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন; অনন্তর, সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই, আমরা এখনও যে সুখ ভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব! তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারা আমাদের মত চিরদুঃখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা; কিন্তু আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না; স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রীজাতির এত দুরবস্থা হইবেক কেন। এই কথা বলিবার সময়, তাঁহার ম্লান বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্য এরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে আমি দেখিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

হা বিধাতঃ! তুমি কি কুলীনকন্যাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ-ভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উল্লিখিত আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই।

এই দুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই;—ইঁহারা দুপুকুরিয়া ভঙ্গকুলীনের কন্যা এবং স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের বনিতা। জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০,২১ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬,১৭ বৎসর। জ্যেষ্ঠার স্বামীব বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এ পর্য্যন্ত কেবল ১২ টি বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠাব স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫,২৬ বৎসর, তিনি এ পর্য্যন্ত ২৫ টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই।

উপসংহার।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহ প্রথার নিবারণচেষ্টা বিষয়ে, আমি যে সকল আপত্তি শুনিতে পাইযাছি, উহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত্ন করিলাম। আমার যত্ন কত দূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না। যাঁহারা দয়া করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা তাহার বিবেচনা করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কতিপয় আপত্তি উপস্থিত হইতে পাবে; সে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রথম;—কতকগুলি লোক বিবাহ বিষয়ে যথেচ্ছচারী; ইচ্ছা হইলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সকল নিজে সংসারের কর্ত্তা; সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে অন্যদীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহেন। ইহারা স্বেচ্ছা অনুসারে ২, ৩, ৪, ৫ বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্য মাত্রের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও স্বেচ্ছা অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে; প্রতিবেশিবর্গের সে বিষয়ে কথা কহিবার বা প্রতিবন্ধক হইবার অধিকার নাই। যাঁহাদের একাধিক বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা এক বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন; আমরা তাঁহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না। আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব; সে বিষয়ে তাঁহারা দোষদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন।

দ্বিতীয়,—পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহের পর, কন্যাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া, মধ্যে মধ্যে জামাতার

তত্ত্ব করিতে হয়। তত্ত্বের সামগ্রী ইচ্ছানুরূপ না হইলে, জামাতৃপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থলে, এই অসন্তোষ এত প্রবল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে যে ঐ উপলক্ষে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়।

তৃতীয়,—কখনও কখনও, বৈবাহিকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ অসদ্ভাব ঘটিয়া উঠে। তথাবিধ স্থলেও, পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন।

চতুর্থ;—কোনও কোনও স্থলে, অকারণে বা অতি সামান্য কারণে, পুত্রবধূর উপর শাশুড়ীর উৎকট বিদ্বেষ জন্মে। তিনি, সেই বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া, স্বামীকে সম্মত করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেন।

পঞ্চম;—অধিক অলঙ্কার দানসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, এই লোভে আক্রান্ত হইয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা কদাকারা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সেই স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ না জন্মিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয়।

ষষ্ঠ,—অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিতার বড় সুখ হইবেক, এ অনুরোধেও, পিতা মাতা, পুত্রের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়া থাকেন। সে স্থলেও, অবশেষে, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে।

যদি রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে, পুত্রের বিবাহ বিষয়ে পিতা মাতার যে স্বেচ্ছাচার আছে, তাহার উচ্ছেদ হইবেক। সুতরাং, তাঁহাদেরও, এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে, আপত্তি করিবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত, কোনও পক্ষ হইতে, তাদৃশ আপত্তি, স্পষ্ট বাক্যে, উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং, ঐ সকল আপত্তির নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ জন্য, আবেদনপত্র প্রদান বিষয়ে, যাঁহারা

প্রধান উদ্যোগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা, কেবল নাম কিনিবার জন্য, দেশের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে এত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ নহেন, যে এককালে সদসদ্বিবেচনাশূন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্রয়বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন। নিম্নে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে,—

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর
নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়া)
শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (ভূকৈলাস)
শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)
শ্রীযুত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী (বারিপুর)
শ্রীযুত রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় (সাওড়াপুলী)
শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)
শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া)
শ্রীযুত রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী (টাকী)
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)
শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ
শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল
শ্রীযুত বাবু শ্যামচরণ মল্লিক
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক
শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত
শ্রীযুত বাবু নৃসিংহ দত্ত
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন
শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন
শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেন
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র

শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক	শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র	শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ সরকার
শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র	শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণদাস পাল

এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে তত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ জ্ঞান করা সঙ্গত কি না। বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্যক, এরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ না হইলে, ইঁহারা অন্যের অনুরোধে, বা অন্যবিধ কারণ বশতঃ, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার লোক নহেন। আর, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, এ কথার অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না। বহুবিবাহপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, চক্ষু কর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই নিরতিশয় অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুরুষদের মত সূক্ষ্মদর্শী না হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা দুরূহ। যাহা হউক, ইহা নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যাঁহারা বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির দুরবস্থাবিমোচন ও সমাজের দোষসংশোধন ভিন্ন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই।

পরিশিষ্ট

পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীনদিগের বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। তাদৃশ ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক বাসস্থান নাই; কতকগুলি পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি নিজের মাতুলালয়ে, কতকগুলি পুত্রের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; আর কতকগুলি কখন কোন আলয়ে অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং, তাঁহাদের যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে, তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহাদের বয়ঃক্রম বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং, এক্ষণে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর অধিক বয়স হইয়াছে, এবং হয় ত কেহ কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কেহ কেহ বলিতে পারেন, অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সংখ্যা যেরূপ অধিক, অল্প-বয়স্কদিগের সেরূপ অধিক দৃষ্ট হইতেছে না; ইহাতে বোধ হইতেছে, এক্ষণে বিবাহব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, এক দিনে বা এক বৎসরে, তাঁহারা তত বিবাহ করেন নাই; তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং

অদ্যাপি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভঙ্গকুলীনেরা জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন। এই পাঁচ বৎসরে, অল্পবয়স্ক দলের মধ্যে, অনেকের বিবাহসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অধিক বয়সে এক্ষণকার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহ-সংখ্যাগত বর্ত্তমান বৈলক্ষণ্য দর্শনে, ভঙ্গকুলীনদিগের বিবাহ-ব্যবসায় আর পূর্ব্বের মত প্রবল নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকরা কোনও মতে ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না।

প্রথম ক্রোড়পত্র

অতি অল্প দিন হইল, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত নারায়ণ বেদরত্ন প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার নামে এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তক প্রচারিত হইবার পরে, ঐ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, তাহা রহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করাই এই বিচারপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য। স্বাক্ষরকারী মহাশয়েরা, স্বপক্ষ সমর্থনের অভিপ্রায়ে, স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই ;—

১। একামূঢ়া তু কামার্থমন্যাং বোঢুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ॥

মদনপারিজাতধৃতস্মৃতিঃ।

যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হইলে, পূর্ব্বপরিণীতাকে অর্থ দ্বারা তুষ্টা করিয়া, অপর স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

২। একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনা।
প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্যানেকা অপি দ্বিজ॥

স্বতন্ত্রগার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী ব্যক্তিদিগের এক ভার্য্যা স্বীকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু উপযাচিত হইয়া কেহ কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে, অথবা

রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভার্য্যাও গ্রহণ করিবেন (১)।

এই দুই প্রমাণ দর্শনে, অনেকের অন্তঃকরণে, বহুবিবাহ শাস্ত্রানুগত ব্যাবহার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, এজন্য এ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, (২) শাস্ত্রকারেরা বিবাহ বিষয়ে চারি বিধি দিয়াছেন, সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়। তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ। এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয় সম্পন্ন হয় না; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনকালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায়

---

(১) স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়েরা যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই পরিগৃহীত হইল; আমার বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্দ্ধে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সুতরাং ব্যাখ্যারও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এই,—

একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনী।

ধর্ম্মকর্ম্মের উপযোগিনী এক ভার্য্যা বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

(২) ৫ পৃষ্ঠ হইতে ১০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সবর্ণা পরিণয়ের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে অসবর্ণাবিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই বিধি দ্বারা, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণে যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ, কারণ, প্রথম প্রমাণে, "যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া রতিকামনায় অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন", এবং দ্বিতীয় প্রমাণে, "রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভার্য্যাও গ্রহণ করিবেন", এইরূপে কাম্য বিবাহের স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রতিকামনা ও রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত নামান্তর দ্বারা উল্লিখিত হইতে পারে না। মনু কাম্য বিবাহের স্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং সেই বিধি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, সবর্ণা বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, নতুবা

যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাত-ধৃত স্মৃতিবাক্যে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছে, তাদৃশবিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণা-বিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কোনও অংশে কিছু মাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। অতএব, ঐ দুই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ কাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম ও দশম প্রমাণ অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বচন। অসবর্ণাবিবাহ ব্যবহার বহু কাল রহিত হইয়াছে; সুতরাং, এ স্থলে, সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের অবলম্বিত অবশিষ্ট প্রমাণে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল প্রমাণ সর্ব্বাংশে পরস্পর এত অনুরূপ যে একটি প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক; এজন্য, এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে;—

৭। সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ॥ মনুঃ

সজাতীয়া বহু স্ত্রীর মধ্যে যদি একটি স্ত্রী পুত্রবতী হয়; তবে সেই পুত্র দ্বারা সকল স্ত্রীকেই মনু পুত্রবতী কহিয়াছেন।

এই মনুবচনে, অথবা এতদনুরূপ অন্যান্য মুনিবচনে, এরূপ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই যে তদ্দ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, লোকের ইচ্ছাধীন বহুভার্য্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। উল্লিখিত বচনসমূহে যে বহুভার্য্যাবিবাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, তাহার সন্দেহ নাই (৩)। ফলকথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা, কাম্য বিবাহের স্থলে, কেবল অসর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যবহার নহে। আর, তাদৃশ বহুবিবাহকাণ্ড ন্যায়ানুগত ব্যবহার কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। বহুবিবাহ যে অতিজঘন্য অতিনৃশংস ব্যবহার, কোনও মতে ন্যায়ানুগত নহে, তাহা, যাঁহাদের সামান্যরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, তাঁহারাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ফলতঃ, যে মহাপুরুষেরা স্বয়ং বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও ব্যক্তি বহুবিবাহ ব্যবহারের রক্ষা বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন, অথবা অন্য কেহ বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের উদ্যোগ করিলে, দুঃখিত হইতে পারেন, কিংবা তাহা নিবারিত হইলে, লোকের ধর্ম্মলোপ বা দেশের সর্ব্বনাশ হইল মনে ভাবিতে পারেন, এত দিন আমার সেরূপ বোধ ছিল না। বলিতে কি, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অধ্যবসায় দর্শনে, আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা

---

(৩) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠ অবধি ১৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

সাতিশয় দুঃখিত ও বিলক্ষণ কুপিত হইয়াছেন, এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, কুটিলমতি, অপরিণামদর্শী প্রভৃতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। আমার বোধে, এ ভাবে এ বিচারপত্র প্রচার করা স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে সুবোধের কার্য্য হয় নাই।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়, সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে তিনিই আবার, বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কাশীপুর।

২৪এ শ্রাবণ।

দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই, এ দেশে যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুমত ব্যবহার নহে। তদনুসারে, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার-পুস্তকে তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতাস্থ সংস্কৃতকালেজে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে তাদৃশ বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রানুমত কার্য্য। ইঁহারা এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় উভয়েই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ঈদৃশ পণ্ডিতদ্বয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকের অন্তঃকরণে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যাবহার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, এজন্য, এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে —

"সম্প্রতি কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহবিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে লিখিত আছে "অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে

না।,, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে পরমুখে শ্রবণ মাত্রেই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচার করা বিদ্যাসাগরসদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত? যাহা হউক বিদ্যাসাগরের হঠকারিতা দর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী লোক দ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণীসভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটী কারণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহার প্রামাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণ-বিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্যায়, তাহাতেই যদি বিদ্যাসাগরের নিকটে কেহ সহায়তা করা কহিয়া থাকে বলিতে পারি না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে এবং বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বহুবিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানু-মোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহু-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এই জন্য ৫। ৬ বৎসর গত হইল "তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও" নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর

করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই। সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্ত্তিত হয়।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি। (১)"

এস্থলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বহুবিবাহ শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত আছে, এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই। গত ১৬ই শ্রাবণ, তিনি ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রের তৎসংক্রান্ত অংশ এই,—

"একামূঢ়্বা তু কামার্থমন্যাং বোঢুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢামপরাং বহেৎ॥

এই মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া কামার্থে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তি সমর্থ হইলে অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতাকে তুষ্টা করিয়া অপরা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। এইমত শাস্ত্র থাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণ ধর্ম্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ এককালে বিবাহ করা, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ এবং দশরথ যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ এমত আচার করিয়াছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ আছে ঐ মত অবিগীত শিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত তাহা অবধৃত হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় কুলীন বা অন্য মহাত্মাগণ এবং অন্যান্য বহুদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে তাহা নিবারণার্থে একটী ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কাম্য

(১) সোমপ্রকাশ, ১৩ই ভাদ্র, ১২৭৮।

বিবাহ। মনু কাম্য বিবাহ স্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, ঐ বিধি দ্বারা তথাবিধ স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে; নতুবা, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছে, তাদৃশ বিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে শাস্ত্র রূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, অবিগীত শিষ্টাচার রূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার পোষকতা করিবার জন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। ১। ১০৯।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম্ম।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম্ম, লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে। ঈদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল; অর্থাৎ পূর্ব্ব কালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে, পূর্ব্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিমিত্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আচার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, তাহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নয়। তাঁহাদের যে আচার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা অনুসরণীয় নহে। তাহার অনুসরণ করিলে, সাধারণ লোকের অধঃপাত অবধারিত।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্ব্বেষাম্। ৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ১০। (১)

পূর্ব্বকালীন লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

---

(১) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্ন, ষষ্ঠ পটল।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নহে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার। অতএব, যদিও ধর্ম্মপ্রভৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি মুনিগণ, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি রাজগণ যদৃচ্ছা ক্রমে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকের সে বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত নহে। এমন স্থলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়। বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্য শিষ্টাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ স মা ন বা।
ইতরাচারবন্মাত্বমমাত্বং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥
স্মৃতিমূলো হি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্ততোঽত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥১৮॥ (২)

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অন্যান্য শিষ্টাচারের ন্যায়, ঐ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব, কিন্তু স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচার মাত্রই স্মৃতিমূলক; এজন্য এস্থলে শিষ্টাচার দ্বারা স্মৃতির অনুমান করিতে হইবেক; কিন্তু অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

ভদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে।

(২) জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, পঞ্চম অধিকরণ।

শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির ন্যায়, ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক। আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় ঐ শিষ্টাচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কাল ক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুমানসিদ্ধ স্মৃতির বাধক অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। কোনও কোনও দক্ষিণদেশে ভদ্রসমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে, সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই সেই দেশের শিষ্টাচার। কিন্তু, স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুলকন্যাপরিণয় সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব, মাতুলকন্যাপরিণয়রূপ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেইরূপ, এতদ্দেশীয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার শিষ্টাচার বটে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধ, সুতরাং উহা অবিগীতশিষ্টাচারশব্দবাচ্য অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। দেবগণের ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের আচার মাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া

পরিগণিত ও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরুপত্নীহরণ, মাতুলকন্যাপরিণয়, পাঁচ জনের একস্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক।

অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও উল্লিখিত শিষ্টাচার দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। যদি ইহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইতেছে না। ফলকথা এই, "বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে," এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ক্ষান্ত হওয়া ভাল হয় নাই; প্রবল প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিয়াছেন,

"বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বহুবিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত।"

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণেও কহিতেছেন, এতদ্ভিন্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুবিবাহ যে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, নিঃসংশয়, সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন, অনেক কষ্টে, অনেক অনুসন্ধানের পর, অপ্রচলিত সামান্য সংগ্রহগ্রন্থ হইতে এক মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইতেন না। ফলকথা এই, মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, পরাশর, বেদব্যাস প্রভৃতির প্রণীত ধর্ম্মসংহিতাগ্রন্থে স্বমতের প্রতিপোষক প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে অগত্যা মদনপারিজাতের শরণাগত হইতে হইয়াছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন,

"তিনি (বিদ্যাসাগর) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।"

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে বিবাহ সংক্রান্ত ছয়টি মাত্র মনুবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, কোন বচনের অর্থ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। যে সকল শব্দে ঐ সকল বচন রচিত হইয়াছে, সে সকল শব্দ দ্বারা অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন, আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার মতে, কিরূপ অর্থ ও কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এরূপ শিষ্টাচার আছে, যাঁহারা অন্যকৃত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করিতেছেন, তখন, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমত, লোকে তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেন। নতুবা, কেবল তাঁহার মুখের কথায়, সকলে আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়াছেন,

"বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, এবং কতকপরিমাণে

এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে।"

ধর্ম্মরক্ষিণীসভায় লিখিয়াছেন,

"এতদ্দেশীয় কুলীন বা অন্য মহাত্মাগণ এবং অন্যান্যদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে।"

এক স্থলে, কুলীনদিগের বহুবিবাহব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অপর স্থলে, কুলীনেরা মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বহুবিবাহব্যবহার শিষ্টাচাররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মরক্ষিণীসভায়, যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বহুবিবাহকারী কুলীনমাত্রই মহাত্মা ও পূজনীয়, এই বোধ হয়; ভঙ্গকুলীনদিগের উপর তাঁহার ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, কোনও ক্রমে সেরূপ প্রতীতি জন্মে না। যথা—

"৫, ৬ বৎসর গত হইল তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিকবিষয় হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবেক অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই।"

"প্রায় একমাস গত হইল সনাতনধর্ম্মরক্ষিণীসভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটি কারণমধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয় ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।"

এস্থলে বক্তব্য এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে কারণে, যে অভি-

প্রায়ে, যে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভাও, নিঃসংশয়, সেই কারণে, সেই অভিপ্রায়ে, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছেন, কুলীনদিগের বিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচার অল্প কাল মধ্যে একবারে অন্তর্হিত হইবেক, অতএব আইনের আর আবশ্যকতা নাই; ধর্ম্মরক্ষিণীসভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষদিগের অদ্যাপি সে বোধ জন্মে নাই। আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, বহুবিবাহব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর ব্যাপার ছিল; এক্ষণে, সময়গুণে, উহা "সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত" "অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত" ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয় নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর বিষয়ের নিবারণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত ব্যবহারের উচ্ছেদে উদ্যত হইয়াছেন। ঈদৃশ অন্যায্য অনুষ্ঠান দর্শনে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অবশ্য বিরাগ জন্মিতে পারে। সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্যোগ ও নামস্বাক্ষর প্রভাবে, যখন পাঁচ বৎসরে বহুবিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচারের অনেক পরিমাণে নিবৃত্তি হইয়াছে, তখন, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আর আড়াই বৎসর, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎসরে, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এমন স্থলে, এই আড়াই বৎসর অথবা পাঁচ বৎসর কাল অপেক্ষা করা ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ছিল, তাহা হইলে, অকারণে তাঁহাদিগকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোপে পতিত হইতে হইত না।

এক্ষণে, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ;—

"বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচররূপ থাকিত না। যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে। এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল স্বৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্যাদি ইহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। যথা—

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি, তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত। বেদ।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিতি দোষাল্পত্বখ্যাপনার্থং নতু দোষাভাব এব। তদাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ। ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেয়স্যঃ সর্ব্বেষাং স্যুরিতি পূর্ব্বঃ কল্পঃ, ততোঽনুকল্পঃ চতস্রো ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ, তিস্রো রাজন্যস্য, দ্বে বৈশ্যস্য, একা শূদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদিসংখ্যা সম্বধ্যতে। ইতি দায়ভাগঃ।

জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ ষড় বা সজাতীয়া ন বিরুদ্ধা ইত্যাশয়ঃ। অচ্যুতানন্দকৃতটীকা।

রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে। অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি। ভাগবত।

বেত্রবতি! বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন তত্রভবতা (ধনমিত্রেণ বণিজা) ভবিতব্যং। বিচার্য্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বা স্যাৎ তস্য ভার্য্যাসু। শকুন্তলা।

শাশুড়ী রাগিণী ননদী বাঘিনী, সতিনী নাগিনী বিষের ভরা।
ভারতচন্দ্র।" (১)

অদ্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, "বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না"। তদীয় ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া, কল্য অন্য এক মহাশয় কহিবেন, কন্যা বিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। তৎপরদিন দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, ভ্রূণহত্যা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে, উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। তৎপরদিন তৃতীয় এক মহাশয় কহিবেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। তৎপরদিন চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত করা যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। তৎপর দিন পঞ্চম এক মহাশয় কহিবেন, বিষয়কর্ম্মস্থলে উৎকোচগ্রহণ বা অন্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রূপ থাকিত না। এইরূপে, যে সকল দুষ্ক্রিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবেক। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা অনেকের নিকট নিরতিশয় আদরভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

(১) সোমপ্রকাশ, ১৩ই ভাদ্র, ১২৭৮।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত, উদ্ধত ও অবিমৃশ্যকারী নহেন। তিনি, তাঁহার ন্যায়, স্বীয় সিদ্ধান্তকে নিরবলম্বন রাখেন নাই; অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা উহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত যুক্তি এই,—

এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল স্বৈরব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে;”

বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া, উচিত অনুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; এবং তদর্থে এই অদ্ভুত যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর, যথেচ্ছচারী ও ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ছিলেন; স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার অব্যাহত না থাকিলে, ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি চরিতার্থ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা, বিবাহ বিষয়ে যথেচ্ছাচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুরুষজাতির প্রধান ভোগসুখের পথ রুদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; অতএব, বিবাহবিষয়ক যথেচ্ছাচার শাস্ত্রকারদিগের অনভিমত কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে যেরূপ নৃশংস অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

মনু কহিযাছেন,

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ৩। ৫৫॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩। ৫৬॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৩। ৫৭॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৩। ৫৮॥

আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেক ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেক॥ ৫৫॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতারা সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দান আদি সকল ক্রিয়া বিফল হয়॥ ৫৬॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায়, সে পরিবার ত্বরায় উৎসন্ন হয়; আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায়, সে পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়॥ ৫৭॥ স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়া যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারগ্রস্তের ন্যায়, সর্ব্ব প্রকারে উৎসন্ন হয়॥ ৫৮॥

পরাশর কহিয়াছেন,

ভোজ্যালঙ্কারবাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বদা স্ত্রিয়ঃ।
যথা কিঞ্চিন্ন শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃভিঃ॥ ৪১॥
আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা।

নশ্যন্তি তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥ ৪ । ৪২ ॥
স্ত্রিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সর্ব্বদা ভূষণাদিভিঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি ॥ ৪ । ৪৩ ॥
স্ত্রিয়স্তুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাদ্রুষ্টাশ্চেদ্দুষ্টদেবতাঃ।
বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টা নাশয়ন্ত্যবমানিতাঃ ॥ ৪ । ৪৪ ॥
নাবমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ।
পিত্রা মাত্রা চ ভ্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥ ৪ । ৪৫ ॥ (১)

আহার, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বদা সমাদর করিবেক। যাহাতে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র মনোদুঃখ না পায়, পুরুষদিগের সর্ব্বদা সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত ॥৪১॥ স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে, পুরুষদিগের অবিচ্ছেদে আয়ু, ধন, যশ, পুত্র লাভ হয়; তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদয় নিঃসংশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৪২॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা ভূষণাদি দ্বারা সর্ব্বদা সমাদৃত হয়, দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥ ৪৩ ॥ স্ত্রীলোক তুষ্ট থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, রুষ্ট হইলে দুষ্টদেবতা স্বরূপ; তুষ্ট থাকিলে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়; অবমানিত হইলে, কুলের ধ্বংস হয় ॥ ৪৪ ॥ সচ্চরিত্র স্বামী, শ্বশুর, দেবর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ কদাচ স্ত্রীলোকদিগের অবমাননা করিবেক না ॥ ৪৫ ॥

যদি এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, তাহাতে শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না।

শাস্ত্রে বিবাহবিষয়ে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে—

১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৩।৪॥ (২)

(১) বৃহৎপরাশরসংহিতা।

(২) মনুসংহিতা।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন (৩) করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২। ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥৫।১৬৮॥ (৪)
পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।

৩। মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥৯।৮০॥ (৪)
যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাব ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

৪। বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯ । ৮১ ॥ (৪)
স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।

৫। ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ১২। (৫)
যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

৬। সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥৩।১২॥ (৬)
দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা

---

(৩) ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ।
(৪) মনুসংহিতা।
(৫) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্ন, পঞ্চম পটল।
(৬) মনুসংহিতা।

রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।

৭। একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ॥ (৭)

যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনায় পুনর্বায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

দেখ, প্রথম বচন দ্বারা, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ কালে প্রথম বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় বচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনর্বায় বিবাহের বিধি দর্শিত হইয়াছে; তৃতীয় ও চতুর্থ বচন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় বিবাহান্তর বিহিত হইয়াছে, পঞ্চম বচন দ্বারা, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ষষ্ঠ বচন দ্বারা, যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে অসজাতীয়া বিবাহের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সপ্তম বচন দ্বারা, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসজাতীয়া বিবাহ করিবেক, এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বিবাহ বিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, লোকে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিবাহ বিষয়ে যে যথেচ্ছাচার করিতেছে, তদ্দর্শনে, শাস্ত্রকারেরা, স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অম্লান মুখে এ উল্লেখ করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও নিরতিশয় প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় সিদ্ধান্তের

(৭) স্মৃতিচন্দ্রিকাধৃত দেবলবচন।

অধিকতর সমর্থনার্থ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃতকাব্য ও বাঙ্গালাকাব্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত বেদবাক্যের অর্থ এই, যেমন যজ্ঞকালে এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবশ্যক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, কতদূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না। দায়ভাগধৃত শঙ্খলিখিতবচন সর্ব্বাংশে অসবর্ণা-বিবাহপ্রতিপাদক মনুবচনের তুল্য; সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীয়াপরিণয়নিষেধবোধক। অতএব, উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকার-দিগের স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, সপ্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে। দায়ভাগের টীকাকার অচ্যুতানন্দ কহিয়াছেন, "জাত্যবচ্ছেদেন" এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। শঙ্খলিখিতবচনে লিখিত আছে, অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক ভার্য্যা হইতে পারে। দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই বচনে যে চারি, তিন, দুই, এক শব্দ আছে, তদ্দ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি এই বোধ হইতেছে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে। অচ্যুতানন্দ দায়ভাগের এই লিখনের ভাবব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দূষ্য নয়। মনুর বিবাহ বিষয়ক চতুর্থবিধি দ্বারা যদৃচ্ছাস্থলে সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অচ্যুতানন্দ

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাখ্যা করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকল্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুরবস্থা প্রদর্শন মাত্র। ভাগবতপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দালয়ে আছেন, তাঁহার অন্য ভার্য্যারা কংসভয়ে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহরণ করিতেছেন। বসুদেবের বহুবিবাহ যদৃচ্ছানিবন্ধন হইতে পারে। বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে শাস্ত্রকারদিগের মতে, পূর্ব্বকালীন লোকের ঈদৃশ যথেচ্ছ ব্যবহার অবৈধ ও সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে। পাছে কেহ তদীয় তাদৃশ অবৈধ আচরণের অনুসরণ করে, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, ইহা দ্বারাও যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর ও যথেচ্ছচারী বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারেন না। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; আর, বিদ্যাসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন স্ত্রীলোকের সতিন থাকে। যদি এরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও কোনও কারণে, পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বিবাহ করেন নাই, তাহা হইলে, শকুন্তলা ও বিদ্যাসুন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ফলোদয় হইতে পারিত। লোকে শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে

না। এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু, যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে, উহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। তবে, এ দেশের লোক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, সুতরাং বিবাহ বিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।

উপসংহার

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই,

> সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
>
> কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥

> দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরিসংখ্যা বিধি। এই পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা, পূর্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিধি পরিসংখ্যা বিধি নহে, যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হইতেছে; তাবৎ বহুবিবাহ "সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত" অথবা "শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়," ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, শকুন্তলা, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করুন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। বৃথা বিবাদে ও বাদানুবাদে, নিজের ও কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণের সময়নাশ ব্যতিরিক্ত আর কোনও ফল নাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কাশীপুর।

১লা আশ্বিন। সংবৎ ১৯২৮।

বহুবিবাহ

দ্বিতীয় পুস্তক

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যে শাস্ত্রবহির্ভূত ও সাধুবিগর্হিত ব্যবহার, ইহা, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে, আলোচিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহব্যবহার সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে তাদৃশ যত্নবান্ হয়েন নাই, জিগীষার, বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বাসনার, বশবর্ত্তী হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কোনও বিষয় প্রস্তাবিত হইলে, যে কোনও প্রকারে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, অনেকেই আদ্যোপান্ত এই বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিবর্গের তাদৃশ বিচার দ্বারা কীদৃশ ফললাভ হওয়া সম্ভব, তাহা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। আমার দৃঢ় সংস্কার এই, যে সকল মহাশয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় বা অনুশীলন করিয়াছেন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা কদাচ তাঁহাদের মুখ বা লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয়ে পাঁচ ব্যক্তি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুস্তকপ্রচারের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। প্রথম মুর্শিদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন। কবিরত্ন মহাশয় ব্যাকরণে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় তাঁহার জাতিধর্ম্ম নহে, এবং তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কবিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে এক প্রকার অনধিকারচর্চ্চা হইয়াছে, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ করি, নিতান্ত অসঙ্গত বলা হয় না। দ্বিতীয় বরিসালনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন। শুনিয়াছি, ন্যায়রত্ন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ, তদ্ভিন্ন, অন্য অন্য শাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি, এক মাত্র জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা-পক্ষ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তৃতীয় শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মত উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন। তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বা গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্থ শ্রীযুত সত্যব্রতসামশ্রমী। সামশ্রমী মহাশয় অল্পবয়স্ক ব্যক্তি, অল্প কাল হইল, বারাণসী হইতে এ দেশে আসিয়াছেন। নব্য ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সমুদয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেন, এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তক পাঠে কোনও ক্রমে তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না। তাঁহার বয়সে যত

দূর শোভা পায়, তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। সর্ব্বশেষ শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে কখনও রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই, বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী শক্তি নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তদীয় বহুবিবাহবাদ পুস্তক এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক, বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন সংক্রান্ত তদীয় আচরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়, তৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয় নিবারণপক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সাতিশয় আগ্রহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। সেই আবেদনপত্রের স্থূল মর্ম্ম এই, "নয় বৎসর অতীত হইল, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপক সমাজে ৩২ খানি আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ব্যবহার হইতে যে অশেষবিধ অনর্থসংঘটন হইতেছে, সে সমুদয় ঐ সকল আবেদনপত্রে সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে, এজন্য আমরা আর সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না। আমাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকল আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং ঐ সকল আবেদনপত্রে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমরা

সকলে অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি”। নাম স্বাক্ষর করিবার সময়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, এই আপত্তি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বতন আবেদনপত্রে কি কি কথা লিখিত আছে, তাহা অবগত না হইলে, আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না; পরে ঐ আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, নাম স্বাক্ষর করেন। “এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, পুরুষ একমাত্র বিবাহে অধিকারী, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ঘটিলে, একাধিক বিবাহ করিতে পারেন, এই শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে”। ঐ সকল আবেদনপত্রে এই সকল কথা লিখিত আছে, এবং এই সকল কথা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। এই সময়েই আমি, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এই বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং বহুবিবাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তদীয় এতাদৃশ চরিতবৈচিত্র্যের মূল এই। আমার পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্নপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এক ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন। ঐ সময়ে অনেকে কহিয়াছিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায় ঐ ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু, আমি তাঁহাকে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের বিষম বিদ্বেষী বলিয়া জানিতাম, এজন্য, তিনি বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথায় আমার বিশ্বাস

জন্মে নাই ; বরং, তাদৃশ নির্দ্দেশ দ্বারা অকারণে তাঁহার উপর উৎকট দোষারোপ হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়াছিলাম। ঐ আরোপিত দোষের পরিহার বাসনায়, উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা করিয়া, উপসংহার কালে লিখিয়াছিলাম,—

"অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনভিজ্ঞ নহেন, যে এরূপ অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বহুবিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়, সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে, তিনিই আবার বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না।

আমার আলোচনাপত্রের এই অংশ পাঠ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইলাম, কিন্তু, তুষ্ট না হইয়া, রুষ্ট হইলেন কেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কলিকাতাস্থ ধর্ম্মরক্ষিণী সভা উহার নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট ও সে বিষয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং রাজশাসন ব্যতিরেকে এই জঘন্য ব্যবহার রহিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, ইহা স্থির করিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিবার অভিপ্রায় করেন। তর্কবাচস্পতি

মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভা অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আর তাঁহাদের সংস্রবে থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে সভার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আলোচনাপত্র প্রচারিত হইলে, ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা জানিতে পারিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্বে, বহুবিবাহের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন এবং বহুবিবাহের নিবারণ প্রার্থনায় আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি নিজে যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাহাই করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু এই অপরাধে অধার্ম্মিকবোধে তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় জ্ঞান করিয়া, তাঁহারা উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার লিখন দ্বারা পূর্ব্ব কথা ব্যক্ত না হইলে, ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্বতন আচরণ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেন না, এবং এ পর্য্যন্ত তাহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিবারও পথ পাইতেন না। সুতরাং, আমিই তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়াছি, এবং আমার দোষেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছে, এই অপরাধ ধরিয়া, যার পর নাই কুপিত হইয়াছেন, এবং আমার প্রচারিত বহুবিবাহবিষয়িণী ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়া, আমায় অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে, লোক যেরূপ আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েন, রোষ বশে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ বিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইলে, লোককে তদনুরূপ অনাদরণীয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহবাদ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত

হইয়াছে, এজন্য সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তদীয় গ্রন্থ পাঠে অধিকারী হইতে পারেন নাই। যদি বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইত, তাহা হইলে, তিনি এই গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে যে বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, দেশস্থ সমস্ত লোকে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারিতেন। আমার পুস্তকে বহুবিবাহবাদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইবেক, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া, তাঁহারা তদীয় বিদ্যাপ্রকাশের আংশিক পরিচয় পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম, সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে, বহুবিবাহবাদ অবিলম্বে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবেক। দুর্ভাগ্য ক্রমে, এ পর্য্যন্ত তাহা না হওয়াতে, বোধ হইতেছে, তাঁহারা তদীয় বহুবিবাহবিচারবিষয়ক বিদ্যাপ্রকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানলাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন"(১)। কিন্তু তদীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াতে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। এ দেশের অধিকাংশ লোক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী হইলেও, তদীয় গ্রন্থ দ্বারা কোনও উপকার লাভ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, তিনি উপসংহারকালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম" (২)। অতএব, তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, যাঁহারা আমা দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের নিমিত্ত,

(১) ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎসূনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ।

(২) তদ্বাক্যে বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিচয়শূন্যানাং তদুদ্ভাবিতপদব্যা বহুলদোষগ্রস্ততাবোধনায়ৈব প্রযত্নঃ কৃতঃ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক ছিল। তাহা না করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে পারা যায় না। এক উদ্যোগে মীমাংসাশক্তি ও সংস্কৃতরচনাশক্তি এ উভয়ের পরিচয় প্রদান ব্যতীত, গ্রন্থকর্ত্তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, অনুমানবলে তাহার নিরূপণ করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অশেষ প্রকারে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশ বিষয়ে অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহার সমকক্ষ নহেন। পুস্তক প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে সর্ব্বশেষে পরিগণিত হইলেও, পাণ্ডিত্য প্রকাশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য। এরূপ সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে সম্মান হওয়া উচিত ও আবশ্যক; এজন্য তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সকল সর্ব্বাগ্রে সমালোচিত হইতেছে।

তর্কবাচস্পতিপ্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুবচন অনুসারে, রতিকামনাস্থলে সবর্ণা বিবাহের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমি, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থের গোপন, ও অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন, পূর্ব্বক, লোককে প্রতারণা করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,

> "অহো বৈদগ্ধী প্রজ্ঞাবতো বিদ্যাসাগরস্য যদকিঞ্চিৎকরাভিনবার্থপ্রকাশনেন বহবো লোকা ব্যামোহিতা ইতি (১)।"
>
> প্রজ্ঞাবান্ বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছি, উহাই ঐ বচনের প্রকৃত ও চিরপ্রচলিত অর্থ; লোক বিমোহনের নিমিত্ত, আমি বুদ্ধিবলে অভিনব অর্থের উদ্ভাবন করি নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া, ছল বা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, লোকসমাজে কপোলকল্পিত অপ্রকৃত অর্থ প্রচার করা নিতান্ত মূঢ়মতি, নিতান্ত নীচপ্রকৃতির কর্ম্ম। আমি

(১) বহুবিবাহবাদ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

জ্ঞান পূর্ব্বক কখনও সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হই নাই; এবং যত দিন জীবিত থাকিব, জ্ঞান পূর্ব্বক কখনও সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হইব না। সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আরোপিত অপবাদ বিমোচনের নিমিত্ত, বিবাদাস্পদীভূত মনুবচন সবিস্তর অর্থ সমেত প্রদর্শিত হইতেছে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩। ১২।

দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্ অগ্রে প্রথমে ধর্ম্মার্থে ইতি যাবৎ দারকর্ম্মণি পরিণয়বিধৌ সবর্ণা সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা বিহিতা. তু কিন্তু কামতঃ কামবশাৎ প্রবৃত্তানাং দারান্তরপরিগ্রহে উদ্যুক্তানাং দ্বিজাতীনাম্ ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ অনন্তরবচনোক্তা ইতি যাবৎ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাঃ ক্রমেণ আনুলোম্যেন স্যুঃ ভার্য্যাঃ ভবেয়ুঃ।

দ্বিজাতিদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা, কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অর্থাৎ পরবচনোক্ত হীনবর্ণা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

প্রথম পুস্তকে এই বচনের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সংক্ষেপ নিবন্ধন ফলের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, ঐ অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

"দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।"

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মনুবচনের অর্থ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি শাস্ত্রের অর্থ গোপন অথবা

শাস্ত্রের অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছি কি না। আমার স্থির সংস্কার এই, যে সকল শব্দে ঐ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রদর্শিত ব্যাখ্যায় তন্মধ্যে কোনও শব্দের অর্থ গোপিত বা অযথা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ফলতঃ, এই ব্যাখ্যা যে এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী কোনও ব্যক্তি তাহার অপলাপ বা তদ্বিষয়ে বিতণ্ডা করিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

এক্ষণে, আমার অবলম্বিত অর্থ প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত অর্থ, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ, এ বিষয়ে সংশয় নিরসনের নিমিত্ত, বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের লিখিত অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"অগ্রে স্নাতকস্য প্রথমবিবাহে দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্ম্মে সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্যস্যাঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্য বৈশ্যা প্রশস্তা। ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়া পশ্চাৎ বিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ (২)।"

অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাতীয় কন্যা প্রশস্তা, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যের বৈশ্যা। দ্বিজাতিরা, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি বিরংসু হয় অর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ করিতে চায়, তবে অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

দেখ মাধবাচার্য্য মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, আমার লিখিত অর্থ তাহার ছায়াস্বরূপ, সুতরাং, আমার লিখিত অর্থ লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ বলিয়া উল্লিখিত

(২) পরাশরভাষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়।

হইতে পারে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন," এই নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতেছে কি না। পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য মনুবচনের এবংবিধ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, ইহা অবগত থাকিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অম্লানমুখে, আমার উপর ঈদৃশ অসঙ্গত দোষারোপ করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি, প্রকৃত অর্থের গোপন ও অপ্রকৃত অভিনব অর্থের উদ্ভাবন পূর্ব্বক, লোককে প্রতারণা করিয়াছি, তিনি এই যে বিষম অপবাদ দিয়াছেন, এক্ষণে, বোধ করি, সেই অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অস্মদীয় মীমাংসায় দোষারোপ করিয়া, যথার্থ শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু, ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, তত্ত্বনির্ণয় নিমিত্ত, যেরূপ যত্ন ও যেরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা করেন নাই, সুতরাং অভিপ্রেত সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি, মনুবচন অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছি; এজন্য, আমার লিখিত অর্থ যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, মনুসংহিতা দেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে, তদনুসারে, তিনি মনুসংহিতা বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং পুস্তক উদ্ঘাটিত করিয়া, আপাততঃ, মূলে যেরূপ পাঠ ও টীকায় যেরূপ অর্থ দেখিয়াছেন, অসন্দিহান চিত্তে, তাহাকেই প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ স্থির করিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করিয়াছেন, এই বচন অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না, এবং যদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। প্রথমতঃ, তাঁহার অবলম্বিত মূলের পাঠ সমালোচিত হইতেছে।

মূল

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধি চালনা করিলেই, অনায়াসে প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে, অকারণে আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া, বৃথা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি যে, রোষে ও অবিবেক দোষে, সামান্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত, পদবিশ্লেষ সহকারে মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
সবর্ণা অগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥
কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ॥

"ক্রমশঃ অবরাঃ" এই দুই পদে সন্ধি হওয়াতে, পদের অন্তস্থিত ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপ হইয়া, "ক্রমশো বরাঃ" ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এরূপ সন্ধি স্থলে, পাঠকদিগের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত, লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখিবার ব্যবহার আছে। কিন্তু সকল স্থলে সকলকে সে ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। যদি এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখা যায়, তাহা হইলে "ক্রমশো ঽবরাঃ" এইরূপ আকৃতি হয়। লুপ্ত অকারের চিহ্ন পরিত্যক্ত হইলে, "ক্রমশো বরাঃ" এইরূপ আকৃতি হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, মনুসংহিতার মুদ্রিত পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় "অবরাঃ" এই স্থলে "বরাঃ" এই পাঠ স্থির করিয়া, তদনুসারে মনুবচনের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং,

তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের প্রকৃত অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত, এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, "অবরাঃ" এই পাঠ আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব পাঠ নহে। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য, এ স্থলে তদীয় ব্যাখ্যার ঐ অংশ পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে,—

"ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ "অবরাঃ" হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ।"

মিত্রমিশ্রও "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া মনুর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,

"অতএব মনুনা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা ইতি॥

কামতঃ ইতি "অবরাঃ" ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নমেব মুখ্যমিত্যুক্তম্ (৩)।"

বিশ্বেশ্বরভট্টও এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,

"অথ দারানুকল্পাঃ তত্র মনুঃ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥

"অবরাঃ" জঘন্যাঃ (৪)।"

জীমূতবাহন স্বপ্রণীত দায়ভাগগ্রন্থে "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়াছেন। যথা,

(৩) বীরমিত্রোদয়, ব্যবহারপ্রকাশ, দায়ভাগপ্রকরণ।
(৪) মদনপারিজাত, বিবাহপ্রকরণ।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো 'ঽবরাঃ" ॥

ফলতঃ, "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "অবরাঃ" এই পাঠই যে প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে কোনও অংশে সংশয় করা যাইতে পারে না। যাঁহারা "ক্রমশঃ বরাঃ" এই পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া বিতণ্ডা করিতে উদ্যত হইবেন, পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই, ইহাই তাঁহাদের এক মাত্র প্রমাণ। কিন্তু লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সুতরাং, উহা প্রবল প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না (৫)। এ দিকে, জীমূতবাহনের প্রণীত দায়ভাগে "অবরাঃ" এই পাঠ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে (৬), আর মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র ও বিশ্বেশ্বরভট্ট স্পষ্টাক্ষরে "অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন স্থলে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "বরাঃ" "অবরাঃ" এ উভয়ের মধ্যে কোন পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত পাঠ মনুবচনের প্রকৃত পাঠ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার আশ্রয়ভূত টীকার বলাবল পরীক্ষিত হইতেছে।

---

(৫) সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পরাশরভাষ্য, বীরমিত্রোদয়, ও মদনপারিজাতের যে পুস্তক আছে, তাহাতে "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই; অথচ গ্রন্থকর্ত্তারা 'অবরাঃ" এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৬) দায়ভাগ এ পর্য্যন্ত চারি বার মুদ্রিত হইয়াছে; সর্ব্বপ্রথম, ১৭৩৫ শাকে বাবুরামপণ্ডিত, দ্বিতীয়, ১৭৫০ শাকে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার; তৃতীয়, ১৭৭২ শাকে শ্রীযুত ভরতচন্দ্রশিরোমণি; চতুর্থ, ১৭৮৫ শাকে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মুদ্রিত করেন। এই চারি মুদ্রিত পুস্তকেই "অবরাঃ" এই পাঠ আছে। আর যত গুলি হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়াছি, সে সমুদয়েই "অবরাঃ" এই পাঠ দৃষ্ট হইতেছে।

টীকা

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্ত্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানাম্ এতাঃ বক্ষ্যমাণাঃ আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক।

মূলে লুপ্ত অকারের অসদ্ভাব বশতঃ, "অবরাঃ" এই স্থলে "বরাঃ" এই পাঠ'ক প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের যে ভ্রম জন্মিয়াছিল, কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা দর্শনে তাঁহার সেই ভ্রম সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হয়। যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে, আমার বিবেচনায়, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ, কুল্লূকভট্টের টীকায় পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, নতুবা, তিনি এরূপ অসংলগ্ন ব্যাখ্যা লিখিবেন সম্ভব বোধ হয় না। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা," এ স্থলে প্রশস্তাশব্দের শ্রেষ্ঠা এই অর্থ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রশস্তশব্দ শ্রেষ্ঠ এই অর্থের বাচক নহে। শ্রেষ্ঠশব্দ তারতম্য বোধক শব্দ, প্রশস্ত শব্দ তারতম্য বোধক শব্দ নহে। শ্রেষ্ঠ শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই অর্থ বুঝায়, প্রশস্ত শব্দে উৎকৃষ্ট, উচিত, বিহিত, প্রসিদ্ধ, অভিমত ইত্যাদি অর্থ বুঝায়, সুতরাং, শ্রেষ্ঠশব্দ ও প্রশস্তশব্দ এক পর্য্যায়ের শব্দ নহে। অতএব, প্রশস্ত শব্দের অর্থ স্থলে শ্রেষ্ঠশব্দ প্রয়োগ অপপ্রয়োগ। আর, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা", এ লিখনের অর্থও কোনও মতে সংলগ্ন হয় না। বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা ও অসবর্ণা (৭)। প্রথম

(৭) উদ্বহনীয়া কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা চাসবর্ণা চ।

বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা ও অসবর্ণা। পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এ কথা বলিলে, অসবর্ণাও প্রথম বিবাহে পরিগৃহীতা হইতে পারে। কিন্তু, অগ্রে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া, অসবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। যথা,

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু (৮)॥

দ্বিজাতিরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবেক না, তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহ করিবেক; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে ব্রাহ্মণী বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক।

তবে সবর্ণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এরূপ বিধি আছে। যথা,

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ, বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে (৯)।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক। কেহ কেহ শূদ্রকন্যা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন।

এ অনুসারে, প্রথম বিবাহে কথঞ্চিৎ অসবর্ণার প্রাপ্তি কল্পনা করিলেও, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা সংলগ্ন হইতে পারে না। প্রশস্য শব্দের উত্তর ইষ্ঠপ্রত্যয় হইয়া শ্রেষ্ঠশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন স্থলেই, ইষ্ঠ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা এই দুই মাত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, বহু পক্ষের প্রাপ্তি ঘটিতেছে না; সুতরাং, প্রথম বিবাহে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা বলিলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা এ দুয়ের মধ্যে সবর্ণার উৎকর্ষাতিশয়ের

(৮) বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।
(৯) পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয় ধৃত পৈঠীনসিবচন।

প্রতীতি জন্মে, বহুব মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন সম্ভবে না। কিন্তু বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধনস্থল ভিন্ন শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, যদিই কথঞ্চিৎ ঐ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের গতি লাগে, কিন্তু "রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্তদিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক," এ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রযোগ নিতান্ত অপপ্রয়োগ, কারণ, এখানে বহুর বা দুয়েব মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধনেব কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। পর বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চাবি বর্ণেব কন্যার উল্লেখ আছে; সুতরাং, পূর্ব্ব বচনে সামান্যাকারে "বক্ষ্যমাণ কন্যারা" এরূপ নির্দ্দেশ কবিলে, কামার্থ বিবাহে সবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যাই অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক। কামার্থ বিবাহে বক্ষ্যমাণ কন্যা অর্থাৎ সবর্ণা ও অসবর্ণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ বলিলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা ভিন্ন কামার্থ বিবাহেব অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থল অনেক আছে, ইহা অবশ্য বোধ হইবেক। কিন্তু, সবর্ণা ও অসবর্ণা ভিন্ন অন্যবিধ বিবাহযোগ্য কন্যাব অসম্ভাব বশতঃ, কামার্থ বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্থল ঘটিতে পাবে না; এবং তাদৃশ স্থল না ঘটিলেও, কামার্থ বিবাহে সবর্ণা ও অসবর্ণা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ নির্দ্দেশ হইতে পাবে না। সুতবাং, বক্ষ্যমাণ কন্যারা অর্থাৎ পব বচনে উল্লিখিত সবর্ণা ও অসবর্ণা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এই ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রামাদিক হইয়া উঠে। "ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "ববাঃ" এই পাঠ অবলম্বন কবিলে, বক্ষ্যমাণ সবর্ণা ও অসবর্ণা কন্যাবা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক, এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যা সম্ভবে না। কিন্তু যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে তাদৃশী ব্যাখ্যা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে না। আর "অববাঃ" এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ হীনবর্ণা কন্যাবা অর্থাৎ পব বচনে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অনুলোম

ক্রমে ভার্য্যা হইবেক, এই ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হয়; এবং এই ব্যাখ্যা যে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

কুল্লূকভট্টের উল্লিখিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে;—

"অগ্রে স্বোক্তধর্ম্মবতিপুত্ত্রকপবিবাহফলত্রয়মধ্যে শ্রেষ্ঠে ধর্ম্মে ইত্যর্থঃ নিমিত্তার্থে সপ্তমী তথাচ ধর্ম্মনিমিত্তে দারকর্ম্মণি দারত্ব-সম্পাদকে সংস্কারবরূপে ক্রিয়াকলাপে দ্বিজাতীনাং সবর্ণা প্রশস্তা মুনিভির্বিহিতা তু পুনঃ কামতঃ রতিকামতঃ বহুপুত্ত্রকামতশ্চ প্রবৃত্তানাং তদুপায়সাধনার্থং যত্নবতাং দারকর্ম্মণীত্যনুষজ্যতে ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ সবর্ণাদয়ঃ ক্রমশঃ বর্ণক্রমেণ বরাঃ বিহিতত্বেন শ্রেষ্ঠাঃ (১০)।"

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা, কিন্তু যাহারা রতিকামনা ও বহুপুত্ত্রকামনা বশতঃ বিবাহে যত্নবান্ হয়, তাহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ সবর্ণাপ্রভৃতি কন্যা বর্ণ ক্রমে শ্রেষ্ঠা।

দৈব বশাৎ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের লেখনী হইতে বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্গত হইয়াছে, যথা, "দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা"। কিন্তু অবশিষ্ট ব্যাখ্যা কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যার ছায়াস্বরূপ, সুতরাং, কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যার ঐ অংশে যে দোষ দর্শিত হইয়াছে, তদীয় ব্যাখ্যাতে সেই দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তিতেছে। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ হইয়া, শ্রেষ্ঠশব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি বলিতে পারেন, আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনই লিখিয়াছি, কিন্তু, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া, "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্," এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলা তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ পাণ্ডিতের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, "ক্রমশো বরাঃ"

(১০ বহুবিবাহবাদ। ৩৭ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে "অবরাঃ" এই পাঠ প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। "অবরাঃ" এই পাঠ সত্ত্বে, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যা বিবাহ করিবেক, এ অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অবরশব্দের অর্থ হীন, নিকৃষ্ট; বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক, এরূপ বলিলে, আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতীয়মান হয়। পর বচনে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার নির্দ্দেশ আছে, যথার্থ বটে। কিন্তু পূর্ব্ব বচনে, বক্ষ্যমাণ কন্যা বিবাহ করিবেক, যদি এরূপ সামান্যাকারে নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, যখন বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, তখন আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অতএব, রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তিনি পাঠে ভুল করিয়াছেন, সুতরাং, অর্থে ভুল অপরিহার্য্য।

কিঞ্চ,

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥৩।১৩। (১১)

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক; বৈশ্যের শূদ্রা ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী।

স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, আলোচনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে

(১১) মনুসংহিতা।

পারিতেন, এই মনুবচন পূর্ব্ব বচনে উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক হইতে পাবে না। পূর্ব্ব বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতির প্রথম বিবাহের উপযোগিনী কন্যার বিষয়ে ব্যবস্থা আছে; উত্তরার্দ্ধে রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত ঐ ত্রিবিধ দ্বিজাতির তাদৃশ বিবাহেব উপযোগিনী কন্যাব বিষয়ে বিধি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং, সম্পূর্ণ বচন কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতির বিবাহবিষয়ক হইতেছে। পূর্ব্ব বচনেব উত্তরার্দ্ধে যে বিবাহের বিধি আছে, যদি পব বচনকে ঐ বিবাহেব উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক বল, তাহা হইলে পর বচনে "শূদ্রের এক মাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক," এরূপ নির্দ্দেশ থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, কারণ, যে বচনে কেবল দ্বিজাতিব বিবাহের উপযোগিনী কন্যার নির্বচন হইতেছে. তাহাতে শূদ্রের বিবাহেব উল্লেখ কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। অতএব, পব বচন পূর্ব্ব বচনে উল্লিখিত কামার্থ বিবাহেব উপযোগিনী কন্যাব পরিচাযক নহে।

চারি বর্ণের বিবাহসমষ্টির নিরূপণ এই বচনের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, ক্ষত্রিয ক্ষত্রিযা, বৈশ্যা, শূদ্রা, বৈশ্য বৈশ্যা, শূদ্রা, শূদ্র এক মাত্র শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে; ইহাই এই বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য কোন অবস্থায় যথাক্রমে চারি, তিন, দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে, তাহা পূর্ব্ব বচনে ব্যবস্থাপিত হইযাছে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিবেক, পরে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিযাদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক। ক্ষত্রিয, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিবেক, পরে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যাদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক। বৈশ্য, ধর্ম্মকার্য্য

সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা অর্থাৎ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক, পরে রতিকামনায় পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা অর্থাৎ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক। অতএব, ধর্ম্মার্থে সবর্ণা বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, তাহার কোনও সংশয় নাই।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, কিংবা আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত, এই সংশয়ের নিরসনবাসনায়, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের মীমাংসা উদ্ধৃত হইতেছে,—

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

"লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেদিত্যুক্তং তত্রোদ্বহনীয়া কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা চাসবর্ণা চ তয়োরাদ্যা প্রশস্তা তদাহ মনুঃ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ।

অগ্রে স্নাতকস্য প্রথমবিবাহে দারকর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্ম্মে সবর্ণা বরেণ সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্যস্যাঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্য বৈশ্যা প্রশস্তা ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়া পশ্চাৎ রিরংসুশ্চেৎ তদা তেষাম্ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ" (১২)।

সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা ও অসবর্ণা, তাহার মধ্যে সবর্ণা প্রশস্তা, যথা মনু কহিয়াছেন, "অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা। দ্বিজাতিরা, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি রিরংসু হয়, অর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ

(১২) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

করিতে চাহে, তবে অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক।

মিত্রমিশ্র কহিয়াছেন,

"অতএব মনুনা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা ইতি॥

কামতঃ ইতি অবরাঃ ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নমেব মুখ্যমিত্যুক্তম্ (১৩)।"

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা; কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক। এ স্থলে মনু "কামতঃ" ও "অবরাঃ" এই দুই কথা বলাতে, অর্থাৎ কামনিবন্ধন বিবাহ স্থলে অসবর্ণা বিবাহের বিধি দেওয়াতে, সবর্ণাপরিণয় মুখ্য বিবাহ, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরভট্ট কহিয়াছেন,

"অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরং ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিণয়ো বিহিতঃ তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্ত্বনুকল্পঃ (১৪)।"

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাপাণিগ্রহণের পর অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়াদিকন্যা পরিণয় বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সবর্ণাবিবাহ মুখ্যকল্প, অসবর্ণাবিবাহ অনুকল্প।

এইরূপে, সবর্ণাপরিণয় বিবাহের মুখ্য কল্প, অসবর্ণাপরিণয় বিবাহের অনুকল্প, এই ব্যবস্থা করিয়া, অনুকল্পের স্থল দেখাইতেছেন,

"অথ দারানুকল্পঃ তত্র মনুঃ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥

---

(১৩) বীরমিত্রোদয়। (১৪) মদনপারিজাত।

অবরাঃ জঘন্যাঃ (১৫)।”

অতঃপর বিবাহের অনুকল্পপক্ষ কথিত হইতেছে। সে বিষয়ে মনু কহিয়াছেন, দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা; কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক। অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা ক্ষত্রিয়াদিকন্যা।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র ও বিশ্বেশ্বরভট্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না। অধুনা বোধ করি, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও অঙ্গীকার করিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে।

ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ বিহিত, আর কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ অনুমোদিত, শাস্ত্রান্তরেও তাহার সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা (১৬)॥

যাহার যে সবর্ণা ভার্য্যা, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে; আর, যাহার যে অসবর্ণা ভার্য্যা, তাহাকে কামপত্নী বলে।

এই শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী; আর কামোপশমনের নিমিত্ত বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রী কামপত্নী। অতঃপর, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের সম্পূর্ণ অভিমত, এ বিষয়ে আর সংশয় থাকা উচিত নহে।

---

(১৫) মদনপারিজাত।

(১৬) মৎস্যসূক্ত, একত্রিংশ পটল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসবর্ণাবিবাহবিধায়ক মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ আলোচিত হইল, এক্ষণে, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব সম্ভব ও সঙ্গত কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। প্রথম পুস্তকে বিধিত্রয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"বিধি ত্রিবিধ অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূর্ব্ববিধি কহে ; যেমন, "স্বর্গকামো যজেত," স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক। এই বিধি না থাকিলে, লোকে স্বর্গলাভবাসনায় কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না ; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত নহে। যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে ; যেমন, "সমে যজেত," সম দেশে যাগ করিবেক। লোকের পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে ; সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া করিতে হইবেক, লোকে, ইচ্ছানুসারে, সমান অসমান উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত, কিন্তু, "সমে যজেত," এই বিধি দ্বারা সমান স্থানে যাগ করিবেক, ইহা নিয়ম বদ্ধ হইল। যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে ; যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। লোকে যদৃচ্ছাক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত, কিন্তু "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," এই

বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুক্কুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণ করিতে পারিবেক না; শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক না। সেইরূপ, যদৃচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উদ্যত পুরুষ সবর্ণা অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। অসবর্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় করিবেক না, কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য। এই বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলা যাইতে পারে না, কারণ, ঈদৃশ বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূর্ব্ববিধি বলে। এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না, কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত্যা, পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (১৭)।"

যে কারণে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিতে

(১৭) বিনিয়োগবিধিরপ্যপূর্ব্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যাবিধিভেদাৎ ত্রিবিধঃ বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে অসাবপূর্ব্ববিধিঃ নিয়তপ্রবৃত্তিফলকো বিধির্নিয়মবিধিঃ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ তদুক্তং বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥ বিধিস্বরূপ।

হয়, তাহা উপরি উদ্ধৃত অংশে বিশদ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এজন্য, এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

তাঁহার প্রথম আপত্তি এই,—

"মানববচনস্য যৎ পরিসংখ্যাপরত্বং কল্প্যতে তৎ কস্য হেতোঃ? ন তাবৎ তস্য পরিসংখ্যাকল্পকং কিঞ্চিৎ বচনান্তরমস্তি, নাপি যুক্তিঃ, নবা প্রাচীনসন্দর্ভসম্মতিঃ। তথাচ অসতি পরিসংখ্যাকল্পকযুক্ত্যাদৌ দোষত্রয়গ্রস্তাং পরিসংখ্যাং স্বীকৃত্য মানববচনস্য যৎ দোষত্রয়কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষেপণং কৃতং তৎ কেবলং স্বাভীষ্টসিদ্ধিমনীষয়ৈব। পরিসংখ্যায়াং হি

শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ।
প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ইতি॥

শ্রুতার্থত্যাগাশ্রুতার্থকল্পনপ্রাপ্তবাধরূপং মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধং দোষত্রয়ং স্বীকার্য্যং তস্য চ সতি গত্যন্তরে নৈবাঙ্গীকার্য্যতা (১৮)।"

মনুবচনে যে বিবাহবিধি আছে, উহার যে পরিসংখ্যাত্ব কল্পিত হইতেছে, তাহার হেতু কি। ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব কল্পনার প্রমাণস্বরূপ বচনান্তর নাই, যুক্তিও নাই, এবং প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতিও নাই। এইরূপ প্রমাণবিরহে ত্রিদোষগ্রস্তা পরিসংখ্যা স্বীকার করিয়া, মনুবচনকে যে দোষত্রয়রূপ কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কেবল স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধিচেষ্টাই তাহার মূল। পরিসংখ্যাতে শ্রুত অর্থের ত্যাগ, অশ্রুত অর্থের কল্পনা ও প্রাপ্ত বিষয়ের বাধ, মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ এই দোষত্রয় স্বীকার করিতে হয়, এজন্য গত্যন্তর সত্ত্বে পরিসংখ্যা কোনও মতে স্বীকার করা যায় না।

মীমাংসকেরা পরিসংখ্যাবিধির যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যে

(১৮) বহুবিবাহবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠা।

বিধি সেই লক্ষণে আক্রান্ত হয়, তাহা পরিসংখ্যা বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম পুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, মনুর অসবর্ণাবিবাহবিধি পরিসংখ্যাবিধির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত। কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ রাগপ্রাপ্ত বিবাহ। রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধনের নিমিত্ত, ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহ বিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব অপরিহার্য্য ও অবশ্যস্বীকার্য হইতেছে, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য, অন্যবিধ প্রমাণের অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বাক্যে পঞ্চনখ ভক্ষণ শ্রুত হইতেছে, কিন্তু পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান এই বাক্যের অভিপ্রেত না হওয়াতে, শ্রুত অর্থের পরিত্যাগ ঘটিতেছে। এই বাক্য দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ নিষেধ প্রতিপাদিত হওয়াতে, অশ্রুত অর্থের কল্পনা হইতেছে। আর, রাগপ্রাপ্ত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণের বাধ জন্মিতেছে। অর্থাৎ, পঞ্চনখভক্ষণরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে; শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণের নিষেধরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা কল্পিত হইতেছে; আর ইচ্ছা বশতঃ, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ন্যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণরূপ যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বাধ ঘটিতেছে। এই রূপে পরিসংখ্যাবিধিতে দোষত্রয়স্পর্শ অপরিহার্য্য, এজন্য, গত্যন্তর সম্ভবিলে, পরিসংখ্যা স্বীকার করা যায় না। প্রথম পুস্তকে প্রতিপাদিত হইয়াছে, গত্যন্তর না থাকাতেই, অর্থাৎ অপূর্ব্ববিধি ও নিয়মবিধির স্থল না হওয়াতেই, অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ফলতঃ, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, আমি এই বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিয়াছি, স্বীয়

অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, কষ্টকল্পনা বা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক পরিসংখ্যাত্ব কল্পনা করিয়া, মনুবচনকে অকারণে দোষত্রয়রূপ কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করি নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

"কিঞ্চ, বিবাহস্য রাগপ্রাপ্তত্বাঙ্গীকারে প্রথমবিবাহস্যাপি রাগপ্রাপ্ততয়া সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেদিত্যাদিমনুবচনস্যাপি পরিসংখ্যাপরত্বাপত্তির্দুর্ব্বারৈব। স্বীকৃতঞ্চ বিদ্যাসাগরেণাপ্যস্য বাক্যস্যোৎপত্তিবিধিত্বম্ অতঃ স্বোক্তবিরুদ্ধতয়া প্রত্যবস্থানে তস্য বিমৃশ্যকারিতা কথঙ্কারং তিষ্ঠেৎ। যথাচ বিবাহস্য অলৌকিকসংস্কারাপাদকত্বেন ন রাগপ্রাপ্তত্বং তথা প্রতিপাদিতং পূর্ব্বস্তাৎ (১৯)।"

কিঞ্চ, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব অঙ্গীকার করিলে, প্রথম বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটে, এবং তাহা হইলে, সবর্ণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক, ইত্যাদি মনুবচনেরও পরিসংখ্যাপরত্বঘটনা দুর্নিবার হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগরও, এই মনুবাক্য অপূর্ব্ববিধির স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে স্বোক্তবিরুদ্ধ নির্দ্দেশ করিলে, কিরূপে তাঁহার বিমৃশ্যকারিতা থাকিতে পারে। বিবাহ অলৌকিকসংস্কারসম্পাদক, এজন্য উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করিলে,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩। ৪।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই মনুবচনে প্রথম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহারও পরিসংখ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; এমন স্থলে,

---

(১৯) বহুবিবাহবাদ, ৫২ পৃষ্ঠা।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥৩।১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা, কিন্তু যাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহার পরিসংখ্যাত্ব-পরিহার সুদূরপরাহত। অতএব বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। তাদৃশ স্বীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আর কোনও মতে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব নিবারণ করিতে পারিবেন না, এই ভয়ে, পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অপলাপ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহার পথ রাখেন নাই। তিনি কহিতেছেন "বিবাহ অলৌকিক সংস্কারসম্পাদক, এজন্য উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে"। পূর্ব্বে কিরূপে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় পূর্ব্ব লিখন উদ্ধৃত হইতেছে,—

"কিঞ্চ. অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ। ইতি মিতাক্ষরাধৃতবাক্যাৎ ব্রহ্মচর্য্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রস্যৈব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থাশ্রমস্যাপি রাগপ্রযুক্ততযা তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহস্যাপি রাগপ্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বস্যোবাচিতত্বাৎ (২০)।"

কিঞ্চ, যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, মিতাক্ষরাধৃত এই বচন অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রমমাত্রই রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমও রাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততাবশতঃ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক

(২০) বহুবিবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।

ইচ্ছাময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই বলেন। তদীয় পূর্ব্ব লিখন দ্বারা "বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব" প্রতিপাদিত হইতেছে, অথবা "বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না," তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, আমি তদীয় যথেচ্ছাচার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি। তিনি পূর্ব্বে দৃঢ় বাক্যে, "বিবাহ রাগপ্রাপ্ত," ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে অনায়াসে তুল্যরূপ দৃঢ় বাক্যে, "বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে," ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিতণ্ডাপিশাচী স্কন্ধে আরোহণ করিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত, প্রয়াস পাইয়াছেন, কারণ, তখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন, কারণ, এখন বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অস্বীকার না করিলে, কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে, সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ লিখন কেহ কখনও এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছেন কি না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন" (২১)। অধুনা, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষীরা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্ব লিখনে

(২১) ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎসূনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ।

আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, " বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত, " এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন ; অথবা, তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, "বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত নয়," এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টা তর্কবাচস্পতি মহাশয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে এই উত্তর দিব, উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন,

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ। ২। ১৪।

যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে, তথায় উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত।

উভয়ই বেদবাক্য, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ স্থলে, বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, বেদের মানরক্ষা হয় না। সেইরূপ, এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকল্পব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, উভয় ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মানরক্ষা হয় না।

তিনি কহিয়াছেন,

"বিদ্যাসাগরও, এই মনুবাক্য অপূর্ব্ববিধির স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে স্বোক্তবিরুদ্ধ নির্দ্দেশ করিলে, কিরূপে তাঁহার বিমৃশ্যকারিতা থাকিতে পারে। "

এস্থলে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত মনুবচনে ধর্ম্মার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্ব্বে আমি ঐ বিধিকে অপূর্ব্ববিধি ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া

প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই, এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। আর, মনুর বচনান্তরে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্ব্বে ঐ বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও করিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই, এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। সুতরাং, এ উপলক্ষে আমার বিমৃশ্যকারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশঙ্কা বা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ঈদৃশী আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের অথবা কৌতুকের বিষয় এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় অন্যের বিমৃশ্যকারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু নিজের বিমৃশ্যকারিতা রক্ষা পক্ষে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয় পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং, কামার্থ বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। পরে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করিলে, বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য, সুতরাং, পূর্ব্বস্বীকৃত রাগপ্রাপ্ত কামার্থ বিবাহবিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের স্বীকার অনুসারে, কামার্থ বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ও কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;—

"কিঞ্চ, মনুনা ইমাশ্চেতি ইদমা পুরোবর্ত্তিনীনামেব দারকর্ম্মণি বর্ণক্রমেণ বরত্বমুক্তং পুরোবর্ত্তিন্যশ্চ ব্রাহ্মণস্য সবর্ণা ক্ষত্রিয়া-

দযস্তিস্রশ্চ, ক্ষত্রিয়স্য সবর্ণা বৈশ্যা শূদ্রা চ, বৈশ্যস্য সবর্ণা শূদ্রা চ, শূদ্রস্য শূদ্রৈবেতি। তস্য চ পরিসংখ্যাত্বকল্পনে শ্রুতাভ্য এব সবর্ণাসবর্ণাভ্যঃ অতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং বাচ্যং ততশ্চ কথঙ্কারম্ অসবর্ণাতিরিক্তমাত্রং নিষিধ্যেত (২২)।

কিন্তু, মনু, "ইমাঃ" অর্থাৎ এই সকল কন্যা এই কথা বলিয়া, বিবাহ বিষয়ে অনুলোম ক্রমে পুরোবর্ত্তিনী অর্থাৎ পরবচনোক্ত কন্যাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরোবর্ত্তিনী কন্যাসকল এই, ব্রাহ্মণের সবর্ণা ও ক্ষত্রিয়াপ্রভৃতি তিন; ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা; বৈশ্যের সবর্ণা ও শূদ্রা, শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা। এই বচনের পরিসংখ্যাত্ব কল্পনা করিলে, পরবচনে যে সবর্ণা ও অসবর্ণা কন্যার নির্দ্দেশ আছে, তদতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ অভিপ্রেত বলিতে হইবেক; অতএব কেবল অসবর্ণাব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে পাঠ ও যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, ঐ পাঠ ও ঐ অর্থ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নহে। ঐ বচন দ্বারা সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়ের বিবাহ বিহিত হয় নাই, কেবল অসবর্ণার বিবাহই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং, ঐ বচনে উল্লিখিত বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহ নিষেধ প্রতিপন্ন হইবার কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত, এই অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত থাকিলে, কদাচ ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,—

"কিঞ্চ পরিসংখ্যায়ামিতরনিবৃত্তিরেব বিহিতা বিধিপ্রত্যয়ার্থাশ্রয়ত্বস্যৈব বিহিতত্বাৎ "অশ্বাভিধানীমাদত্তে" ইত্যাদৌ

(২২) বহুবিবাহবাদ, ৪৩ পৃষ্ঠা।

চ অশ্বাতিরিক্তবশনাগ্রহণাভাব ইষ্টসাধনং তাদৃশগ্রহণাভাবেন ইষ্টং ভাবয়েদিতি বা, "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" ইত্যাদৌ চ শশাদিপঞ্চকভিন্নপঞ্চনখভোজনং ন ইষ্টসাধনম্ ইতি তত্র তত্র বিধ্যর্থঃ ফলিতঃ তত্র চ অশ্ববশনাগ্রহণে শশাদিভোজনে চ তত্তদ্বিধেরৌদাসীন্যমেবেত্যেবং পরিসংখ্যাসরণৌ স্থিতায়াং মানববচনেঽপি সবর্ণায়া অসবর্ণায়া বা বিবাহে বিধেরৌদাসীন্যমেব বাচ্যং, কেবলং তদতিরিক্তবিবাহাভাব এব বিহিতঃ স্যাৎ তথাচ ক্ষত্রিয়াদীনামসবর্ণানাং কথং বিবাহসিদ্ধির্ভবেৎ। ততশ্চ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহস্যাবিহিতত্বেন তদ্গর্ব্ভজাতসন্তানস্যানৌরসত্বাপত্তিঃ(২৩)।

কিন্তু, পরিসংখ্যাস্থলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত বর্জনই বিহিত, কারণ বিধিপ্রত্যয়ের অর্থের আশ্রয়ত্বই বিহিত হইয়া থাকে, অশ্ববশনা গ্রহণ করিবেক, ইত্যাদি স্থলে অশ্ব ব্যতিরিক্ত বশনাগ্রহণের অভাব ইষ্টসাধন অথবা তাদৃশগ্রহণের অভাব দ্বারা ইষ্টচিন্তা করিবেক, এইরূপ, এবং, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ইত্যাদি স্থলে শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভোজন ইষ্টসাধন নহে, এইরূপ তত্তৎ স্থলে বিধির অর্থ প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে অশ্ববশনাগ্রহণে ও শশ প্রভৃতি ভোজনে তত্তৎ বিধির ঔদাসীন্যই থাকে, এইরূপ পরিসংখ্যাপদ্ধতি থাকাতে, মনুবচনেও সবর্ণার বা অসবর্ণার বিবাহ বিষয়ে বিধির ঔদাসীন্য বলিতে হইবেক কেবল তদ্ব্যতিরিক্ত বিবাহের অভাবই বিহিত হইতেছে, সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি অসবর্ণার বিবাহ সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে, এবং সেই হেতু বশতঃ ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ অবিহিত হওয়াতে, তদ্গর্ভজাত সন্তানের ঔরসত্ব ব্যাঘাত ঘটে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধবোধনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের কর্ত্তব্যত্ববোধন ঐ বিধির লক্ষ্য নহে, যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল, তাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না, যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে উহা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

---

(২৩) বহুবিবাহবাদ, ৪২ পৃষ্ঠা।

"পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ," পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয, এই বিধিবাক্যে যে পঞ্চ পঞ্চনখের উল্লেখ আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান ঐ বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ বিহিত হইতেছে না। সেইরূপ, মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসবর্ণার বিবাহবিধান ঐ বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেক না; যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইল না; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে অসর্ণার গর্ব্ভজাত সন্তান অবৈধ স্ত্রীর সংসর্গে সম্ভূত হইল, সুতরাং, ঔরস অর্থাৎ বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। লোকের ইচ্ছা দ্বারা যাহার প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে রাগপ্রাপ্ত বলে, তাদৃশ বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত বিধির আবশ্যকতা নাই। যদি বিধি থাকে, তাহা হইলে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যদিও তাদৃশ সমস্ত বিষয় ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু কতিপয় স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, কেবল ঐ কয় স্থলে ইচ্ছা অনুসারে চলিবার অধিকার থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধিত হয়। পঞ্চনখ ভক্ষণ রাগপ্রাপ্ত, কারণ, লোকে ইচ্ছা করিলেই তাহা ভক্ষণ করিতে পারে; সুতরাং, তাহার প্রাপ্তির জন্য বিধির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের নির্দেশ করিয়া ভক্ষণের বিধি দেওয়াতে, ঐ পাঁচ স্থলে ইচ্ছা অনুসারে ভক্ষণের অধিকার থাকিতেছে, তদতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে, উহাদের ভক্ষণে আর অধিকার রহিতেছে না। সুতরাং, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" এই বিধি দ্বারা শশ

প্রভৃতি পঞ্চ মাত্র পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় পঞ্চনখ অভক্ষ্য পক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ নহে, কারণ, লোকের ইচ্ছা বশতঃ তাহাদের ভক্ষণের যে প্রাপ্তি ছিল, শাস্ত্রের বিধি দ্বারা তাহা নিবারিত হইতেছে না; শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ হইতেছে; কারণ, যাবতীয় পঞ্চনখ ভক্ষণ ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইলেও, শশ প্রভৃতি পাঁচটি ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ, কামার্থ বিবাহ স্থলে, লোকের ইচ্ছা বশতঃ সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়েরই প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি দেওয়াতে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে; অসবর্ণা বিবাহ পূর্ব্ববৎ ইচ্ছাপ্রাপ্ত থাকিতেছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারিবেক; কারণ, পূর্ব্বেও ইচ্ছা দ্বারা অসবর্ণার প্রাপ্তি ছিল, এবং বিধি দ্বারাও অসবর্ণার প্রাপ্তি নিবারিত হইতেছে না। পরিসংখ্যাবিধির এইরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যাই সচরাচর পরিগৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অনুসারে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ, ও অসবর্ণা বিবাহ, উভয়ই অবিহিত, সুতরাং উভয়ই দোষাবহ, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক, এবং অসবর্ণা বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভজাত সন্তান অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবেক। তিনি এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বে সর্ব্বসম্মত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। তথায় স্বীকার করিয়াছেন, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং সেই নিষেধ দ্বারা বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার অধিকার অব্যাহত থাকে। যথা,

"রতিসুখস্য রাগপ্রাপ্তৌ তদুপায়স্য স্ত্রীগমনস্যাপি রাগপ্রাপ্তৌ সত্যাং স্বদারনিরতঃ সদেতি মানববচনস্য পরদারান্ ন গচ্ছেদিতি পরিসংখ্যাপরতয়াঃ সর্ব্বৈঃ স্বীকারেণ পরদারগমননিষেধাৎ তদুদাসেন অনিষিদ্ধস্ত্রীগমনং শাস্ত্রবিহিতস্ত্রীসংস্কারং বিনানুপপন্নমিত্যনিষিদ্ধতাপ্রযোজকঃ সংস্কার আক্ষিপ্যতে" (২৪)।

রতিসুখ ও তাহার উপায়ভূত স্ত্রীগমন রাগপ্রাপ্ত হওয়াতে, "সদা স্বদারপরায়ণ হইবেক," এই মনুবচন, পরদারগমন করিবেক না, এরূপ পরিসংখ্যার স্থল বলিয়া, সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন; তদনুসারে পরদারগমন নিষেধ বশতঃ পরদারবর্জন পূর্ব্বক অনিষিদ্ধ স্ত্রীগমন শাস্ত্রবিহিত সংস্কার ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না; এই হেতুতে অনিষিদ্ধতার প্রযোজক সংস্কার আক্ষিপ্ত হয়।

রতিকামনায় স্ত্রীসম্ভোগ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন, রতিসুখলাভের ইচ্ছা হইলে, পুরুষ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারে, স্বস্ত্রী ও পরস্ত্রী উভয় সম্ভোগেই রতিসুখলাভ সম্ভব, সুতরাং পুরুষ ইচ্ছা অনুসারে উভয়বিধ স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারিত, কিন্তু মনু, "সদা স্বদারপরায়ণ হইবেক," এই বিধি দিয়াছেন। এই বিধি সর্ব্বসম্মত পরিসংখ্যাবিধি। এই বিধি দ্বারা পরদার বর্জন পূর্ব্বক স্বদার গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে, পরিসংখ্যাবিধি বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উপলব্ধ হইতেছে। তদীয় প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদন দ্বারা বিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হয়, সুতরাং বিধিবাক্যোক্ত বিষয় অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়জনক নহে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের বিহিতত্বপ্রতিপাদন কোনও

---

(২৪) বহুবিবাহবাদ, ৭ পৃষ্ঠা।

মতে উদ্দেশ্য নহে ; সুতরাং, তাহা অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়-জনক। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রমাণপদবীতে অধিরোহিত হইলে, মনুর স্বদারগমনবিষয়ক সর্ব্বসম্মত পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা পরদারগমন মাত্র নিষিদ্ধ হয়, স্বদারগমনের বিহিতত্ব প্রতিপন্ন হয় না, সুতরাং, স্বদারগমন অবিহিত, ও স্বদারগর্ভসম্ভূত ঔরস সন্তান অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত, হইয়া উঠে। যাহা হউক, এক বিষয়ে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলকথা এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন, তাহাই বলেন, যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ শাস্ত্রার্থ কি না, অথবা পূর্ব্বে যাহা বলিযাছি এবং এক্ষণে যাহা বলিতেছি, এ উভয়ের পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না। যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার তদ্রূপ অনুধাবন করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে, এরূপ বোধ হয় না। বস্তুতঃ, কি শাস্ত্রীয় বিচার, কি লৌকিক ব্যবহার, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ যথেচ্ছচারী।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, এইরূপ আরও দুই একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন ; অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক বিবেচনায়, এ স্থলে আর সে সকলের উল্লেখ ও আলোচনা করা গেল না। যদৃচ্ছা স্থলে যত ইচ্ছা সবর্ণাবিবাহ প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই, তিনি অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। তিনি ভাবিযাছেন, ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডিত ও অপূর্ব্ববিধিত্ব সংস্থাপিত হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণাবিবাহ নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু সে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, সে বোধ না থাকাতেই, তাঁহার মনে তাদৃশ বিষম কুসংস্কার জন্মিয়া আছে। তিনি মানবীয় বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধিই বলুন, নিয়মবিধিই বলুন,

আর পরিসংখ্যাবিধিই বলুন, উহা দ্বারা কাম স্থলে অসবর্ণা বিবাহই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারিবেক না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনে করুন, তিনি এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে ও অপূর্ব্ববিধিত্ব সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাতে তাঁহার কোনও ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না। পূর্ব্বে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ ॥ ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা, কিন্তু যাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচন দ্বারা যদৃচ্ছা স্থলে কেবল অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইয়াছে। যদি এই বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবেক, এইরূপ অসবর্ণাবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইবেক; পরিসংখ্যার ন্যায়, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিবেক না, এরূপ নিষেধ বোধিত হইবেক না। যদি কাম স্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ইষ্টসিদ্ধি ঘটিতে পারিত, অর্থাৎ, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইত, এবং তাহা হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইত। কিন্তু পূর্ব্বে নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অসবর্ণাবিবাহ বিধানই মনুবচনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং, অপূর্ব্ববিধি কল্পনা করিয়া, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ সিদ্ধ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া আছে।

অতএব, অপূর্ব্ববিধি স্বীকার করিলেও, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোনও উপকার দর্শিতেছে না, এবং যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, আমার অবলম্বিত এই চিরন্তন মীমাংসারও কোনও অংশে হানি ঘটিতেছে না। আর, যদি এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যায়, তাহাতেও আমার পক্ষে কোনও হানি, এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পক্ষে কোনও ইষ্টাপত্তি, দৃষ্ট হইতেছে না। নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হইলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছা স্থলে অসবর্ণা বিবাহ নিয়মবদ্ধ হইল, অর্থাৎ, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক, সুতরাং, যদৃচ্ছা স্থলে, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহের আর পথ থাকিতেছে না। অতএব, পরিসংখ্যা স্বীকার না করিলেও, যদৃচ্ছা স্থলে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে, এ ব্যবস্থার কোনও অংশে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিব্যয় করিলে ও কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে ক্ষণকাল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমার পক্ষে অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি, পরিসংখ্যাবিধি, এ তিন বিধিই সমান, তবে, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়াই পরিসংখ্যা পক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল, নতুবা, কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকারের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পুস্তকে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা আমার কপোলকল্পিত, শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, যুক্তিমূলকও নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যা এই চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম নিত্য, অপর তিন আশ্রম কাম্য, নিত্য নহে, গৃহস্থাশ্রম কাম্য, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও কাম্য। তিনি লিখিয়াছেন,

"অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেদিতি মিতাক্ষরাধৃত-বাক্যাৎ ব্রহ্মচর্য্যাতিরিক্তাশ্রমমাত্রস্যৈব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থাশ্রমস্যাপি রাগপ্রযুক্ততয়া তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহস্যাপি রাগপ্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বস্যৈবোচিতত্বাৎ (১)।"

যথাবিধান ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, মিতাক্ষরাধৃত এই বচন অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রম মাত্রই রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমও রাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ত বশতঃ, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী নহে। মিতাক্ষরাধৃত এক মাত্র বচনের যথাশ্রুত অর্থ অবলম্বন করিয়া, এরূপ অপ-

(১) বহুবিবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

সিদ্ধান্ত প্রচার করা তাদৃশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে সদ্বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সে বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল এক মাত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, মীমাংসা করায়, স্বীয় অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন ব্যতীত আর কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আশ্রম সকল নিত্য কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, নিত্য কাহাকে বলে, অগ্রে তাহার নিরূপণ করা আবশ্যক। যে সকল হেতুতে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রামাণিক সংগ্রহকার সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
ইত্যুক্ত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ।
ফলাশ্রুতেবীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥

যে বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ, সদাশব্দ, বা যাবদায়ুঃশব্দ থাকে, অথবা কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না এরূপ নির্দেশ থাকে, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিবেক না এরূপ নির্দ্দেশ থাকে, ফলশ্রুতি না থাকে, অথবা বীপ্সা অর্থাৎ এক শব্দের দুই বার প্রয়োগ থাকে, তাহাকে নিত্য বলে।

উদাহরণ—

নিত্যশব্দ।

১। নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্। ২।১৬৭। (২)

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, ও পিতৃতর্পণ করিবেক।

---

(২) মনুসংহিতা।

সদাশব্দ।

২। অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা (৩)।

অপুত্র ব্যক্তি সদা পুত্রপ্রতিনিধি করিবেক।

যাবদায়ুঃশব্দ।

৩। উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ স্ববৃত্তিভিঃ (৪)।

হে রাজন্, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যাবদায়ুঃ অর্থাৎ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস করিবেক।

কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না।

৪। একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ (৫)।

একাদশীতে উপবাস করিবেক, কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না।

লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি।

৫। শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ (৬)॥

যে নর শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত না করে, সে ক্রূর রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

ত্যাগ করিবেক না।

৬। পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেদ্দ্বাদশীব্রতম্ (৭)॥

উৎকট আপদই ঘটুক, বা আহ্লাদের বিষয়ই উপস্থিত হউক, বা জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচই ঘটুক, দ্বাদশীব্রত ত্যাগ করিবেক না।

---

(৩) অত্রিসংহিতা।

(৪) কালমাধবধৃত অগ্নিপুরাণ।

(৫) কালমাধবধৃত কণ্বৰচন।

(৬) কালমাধবধৃত সনৎকুমারসংহিতা।

(৭) কালমাধবধৃত বিষ্ণুরহস্য।

ফলশ্রুতি না থাকা।

৭। অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্যায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ (৮)।

অমাবাস্যাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবেক।

বীপ্সা।

৮। অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে (৯)।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন শ্রাদ্ধ করিবেক।

যে সকল হেতু বশতঃ বিধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, সে সমুদয় দর্শিত হইল। এক্ষণে, আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতিপাদক হেতু আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, ঐ সমস্ত বিধিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

১। বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥ ৩। ২। (১০)

যথাক্রমে এক বেদ, দুই বেদ, অথবা সকল বেদ, অধ্যয়ন ও যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেক।

২। চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ৪।১। (১০)

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে বাস করিয়া, দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক।

৩। এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬। ১। (১০)

স্নাতক দ্বিজ, এইরূপে বিধি পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক।

---

(৮) শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিলস্মৃতি।
(৯) মলমাসতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ। (১০) মনুসংহিতা।

৪। গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৬।২।(১০)

গৃহস্থ যখন আপন শরীরে বলী ও পলিত এবং অপত্যের অপত্য দর্শন করিবেক, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেক।

৫। বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥৬।৩৩।(১০)

এইরূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

৬। অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥৬।৩৬।(১০)

বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন, এবং যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক।

এই সকল আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি নাই। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং, এ সমুদয়ই নিত্য বিধি হইতেছে, এবং তদনুসারে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রজ্যা চারি আশ্রমই নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

কিন্তু,

১। জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচর্য্যবান্ (১১)।

ব্রাহ্মণ, জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে বদ্ধ হয়; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষি-

(১০) মনুসংহিতা।

(১১) পরাশরভাষ্যধৃত শ্রুতি।

গণের নিকট, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট, যে ব্যক্তি পুত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করে, সে ঐ ত্রিবিধ ঋণে মুক্ত হয়।

২। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ৬।৩৫। (১২)

তিন ঋণের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক; ঋণপরিশোধ না করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

৩। ঋণত্রয়াপাকরণমবিধায়াজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাগদ্বেষাবনির্জ্জিত্য মোক্ষমিচ্ছন্ পতত্যধঃ (১৩)॥

ঋণত্রয়ের পরিশোধ, ইন্দ্রিয়বশীকরণ, ও রাগদ্বেষ জয় না করিয়া, মোক্ষ ইচ্ছা করিলে অধঃপাতে যায়।

৪। অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥৬।৩৭।(১৪)

বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষকামনা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

৫। অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৄংস্তথা।
ভূতাদীংশ্চ কথং মৌঢ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি (১৫)॥

পুত্রোৎপাদন, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, ও ভূতবলি প্রদান না করিয়া, মূঢতা বশতঃ কি প্রকারে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ।

---

(১২) মনুসংহিতা।
(১৩) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
(১৪) মনুসংহিতা।
(১৫) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

৬। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সদারো বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
অনুৎপাদ্য সুতং নৈব ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ (১৬)॥

ব্রাহ্মণ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, সমাবর্ত্তন ও দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন না করিয়া, কদাচ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিবেক না।

এই সকল শাস্ত্রে ঋণত্রয়ের অপরিশোধনে দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে। ত্রিবিধ ঋণের মধ্যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণের ও গৃহস্থাশ্রম দ্বারা দেবঋণ ও পিতৃঋণের পরিশোধ হয়। সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমও নিত্য হইতেছে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যতা অপলাপ করিতে পারা যায় কি না। পূর্ব্বে যে আটটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যত্বপ্রতিপাদক, তন্মধ্যে আশ্রমব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিবাক্যে দুই হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে, প্রথম ফলশ্রুতিবিরহ, দ্বিতীয় লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি। সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতেছে না।

এরূপ কতকগুলি শাস্ত্র আছে যে উহারা আপাততঃ গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ঐ সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত ও তদীয় প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে।

১। চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ
তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বা বেদান্ বা অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তমাবসেৎ (১৭)।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্যা এই চারি আশ্রম, তন্মধ্যে এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

---

(১৬) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত কালিকাপুরাণ।
(১৭) বশিষ্ঠসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়।

২। আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আ বিমোক্ষাচ্ছরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি (১৮)॥

দ্বিজ, আচার্য্যের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, যাবজ্জীবন যথাবিধি চারি আশ্রমের এক আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

৩। গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্।
বৈখানসো বাথ ভবেৎ পরিব্রাড়থবেচ্ছয়া (১৯)॥

হে রাজন্! গৃহস্থাশ্রমের ইচ্ছা হইলে দারপরিগ্রহ করিবেক, অথবা সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কালক্ষেপণ করিবেক, অথবা ইচ্ছা অনুসারে বানপ্রস্থ আশ্রম কিংবা পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা আপাততঃ গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যাঘাত প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মচর্য্য সমাধান করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, এরূপ বলাতে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি আশ্রমত্রয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতেছে; ইচ্ছাধীন কর্ম্ম রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং, তাহার নিত্যত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা কাম্য বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। এক্ষণে, আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ শাস্ত্র উপলব্ধ হইতেছে, কতকগুলি গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদক, কতকগুলি গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক, সুতরাং, উভয়বিধ শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, আপাততঃ প্রতীতি জন্মিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্রকারেরা অধিকারিভেদে তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ অধিকারিবিশেষের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন, আর অধিকারিবিশেষের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বনিরাকরণ, করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, অধিকারিভেদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই,

(১৮) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত উশনার বচন।
(১৯) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত বামনপুরাণ।

আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান উল্লিখিত উভয়বিধ শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বতোভাবে অবিরোধ সম্পাদন হয়। যথা,

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
ক্রমেণৈবাশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কারণাদন্যথা ভবেৎ (২০)॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম বিহিত হইয়াছে, কারণ বশতঃ অন্যথা হইতে পারে।

এই শাস্ত্রে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রম বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে গার্হস্থ্য, তৎপরে বানপ্রস্থ, তৎপরে পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, কিন্তু পরে, বিশিষ্ট কারণ ঘটিলে, এই ব্যবস্থার অন্যথাভাব ঘটিতে পারিবেক, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, বিশিষ্ট কারণ ঘটনা ব্যতিরেকে, পূর্ব্ব ব্যবস্থার অন্যথাভাব ঘটিতে পারিবেক না, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে, সেই বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যথা,

সর্ব্বেষামেব বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সন্ন্যাসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
পুনর্দারক্রিয়াভাবে মৃতভার্য্যঃ পরিব্রজেৎ।
বনাদ্বা ধূতপাপো বা পরং পন্থানমাশ্রয়েৎ॥
প্রথমাদাশ্রমাদ্বাপি বিরক্তো ভবসাগরাৎ।
ব্রাহ্মণো মোক্ষমন্বিচ্ছন্ ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ(২১)॥

যখন সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবেক, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সময়েই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক, অন্যথা, অর্থাৎ তাদৃশ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, পতিত হইবেক। গৃহস্থাশ্রমকালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় দারপরিগ্রহ না ঘটে, তাহা হইলে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম

(২০) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত কূর্ম্মপুরাণ।
(২১) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি পরিশেষখণ্ডধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

অবলম্বন পূর্ব্বক পাপক্ষয় করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক। সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রথম আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং শিরঃ।
সন্ন্যসেদকৃতোদ্বাহো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যবান্ (১২)॥

যাহার জিহ্বা, উপস্থ, উদর, ও মস্তক সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষয়বাসনায় বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাধানান্তে, বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজেদকৃতোদ্বাহঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥
প্রব্রজেদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রব্রজেচ্চ গৃহাদপি।
বনাদ্বা প্রব্রজেদ্বিদ্বানাতুরো বাথ দুঃখিতঃ (১৩)॥

সংসারকে নিঃসার দেখিয়া, সারদর্শন বাসনায়, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক। বিদ্বান্, রোগার্ত্ত, অথবা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে, অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

এই সকল শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও, সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারে, তাদৃশ কারণ ব্যতিরেকে, গৃহস্থাশ্রমে বিমুখ হইয়া, সন্ন্যাসে আশ্রয় করিলে পতিত হয়। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হইবেক, সে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়াই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিবেক, আর, যে ব্যক্তি বিরক্ত না হইবেক, সে তাহা করিতে পারিবেক না, করিলে পতিত হইবেক। সংসারবিরক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাসে অধিকারী, আর সংসারে অবিরক্ত ব্যক্তি তাহাতে অধিকারী নহে। বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে

(১২) পরাশরভাষ্যধৃত নৃসিংহপুরাণ।
(১৩) পরাশরভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণ।

গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা নাই, অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বব্যবস্থা অবিরক্তের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের অনিত্যত্বব্যবস্থা বিরক্তের পক্ষে। জাবালশ্রুতিতে এ বিষয়ের সার মীমাংসা আছে। যথা,

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ (২৪)।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক। যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, কিংবা গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক। যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক।

এই বেদবাক্যে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রমের বিধি, তৎপরে বৈরাগ্য জন্মিলে, যে আশ্রমে থাকুক, সন্ন্যাস অবলম্বনের বিধি, এবং বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র সংসার পরিত্যাগ করিবার বিধি, প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশ্রম বিষয়ে বিরক্ত ও অবিরক্ত এই দ্বিবিধ অধিকারিভেদে ব্যবস্থা করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ও অনুমোদিত কি না, এবং এরূপ অধিকারিভেদব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান আশ্রমবিষয়ক দ্বিবিধ শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য হইতেছে কি না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সন্তোষার্থে, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই অধিকারিভেদব্যবস্থা আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"যদা জন্মান্তরানুষ্ঠিতসুকৃতপরিপাকবশাৎ বাল্য এব বৈরাগ্য-

(২৪) মিতাক্ষরা চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি ধৃত।

মুপজায়তে তদানীমকৃতোদ্বাহো ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ তথাচ জাবালশ্রুতিঃ ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বেতি পূর্ব্বমবিরক্তং বালং প্রতি আশ্রমচতুষ্টয়মায়ুর্ব্বিভাগেনোপন্যস্য বিরক্তমুদ্দিশ্য যদিবেতি পক্ষান্তরোপন্যাসঃ ইতরথেতি বৈরাগ্যে ইত্যর্থঃ।

ননু ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজ্যাঙ্গীকারে মনুবচনানি বিরুধ্যেরন্

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য গুরোর্বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধ ইতি॥

ঋণত্রয়ং শ্রুত্যা দর্শিতং জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচর্য্যবানিতি। মৈবম্ অবিরক্তবিষয়ত্বাদেতেষাং বচনানাম্ অতএব বিরক্তস্য প্রব্রজ্যায়াং কালবিলম্বং নিষেধতি জাবালশ্রুতিঃ যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদিতি" (২৫)।

যদি জন্মান্তরে অর্জিত সুকৃতবলে বাল্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই পরিব্রজ্যা করিবেক। জাবালশ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া পরিব্রাজক হইবেক; যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, কিংবা গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক"। প্রথমে অবিরক্ত অজ্ঞের পক্ষে কালভেদে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়া, বিরক্তের পক্ষে যে কোনও আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাবলম্বনরূপ পক্ষান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২৫) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

যদি বল, ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যা অবলম্বন অঙ্গীকার করিলে মনুবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যথা "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক, ঋণ পরিশোধ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক। বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষকামনা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়"। বেদে ঋণত্রয় দর্শিত হইয়াছে, যথা, "ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট ঋণে বদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি পুত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ করে, সে ঐ ত্রিবিধ ঋণে মুক্ত হয়"। এ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, উল্লিখিত মনুবচনসকল অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে, সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই, এজন্য, জাবালশ্রুতিতে বিরক্ত ব্যক্তির পরিব্রজ্যা অবলম্বন বিষয়ে কালবিলম্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা, "যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক"।

যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, সে সমুদয়ের আলোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মিতাক্ষরাধৃত এক মাত্র বচনের যথাশ্রুত অর্থ আশ্রয় করিয়া, শ্রীমান্ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয় গৃহস্থাশ্রম কাম্য, নিত্য নহে, এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে কি না।

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইল, সুতরাং "গৃহস্থাশ্রমের রাগপ্রাপ্ততা বশতঃ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং উহা কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত," সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত এই ব্যবস্থা সম্যক্ আদরণীয় হইতে পারে না।

এক্ষণে, বিবাহের নিত্যত্ব সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা করিবার নিমিত্ত, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্য সকল উদ্ধৃত হইতেছে।

১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৩।৪।(২৬)

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ ॥ ১।৫২। (২৭)

যথাবিধান ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহ করিয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৩। বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্ (২৮)।

যথাবিধি অসমানগোত্রা, অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৪। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্ (২৯)।

গৃহস্থ সজাতীয়া, বয়ঃকনিষ্ঠা, অনন্যপূর্ব্বা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৫। গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত (৩০)।

গৃহস্থ, ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক, অসমানপ্রবরা, অক্ষতযোনি, বয়ঃকনিষ্ঠা, সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৬। অথ দ্বিজোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্ ॥
ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন শীলরূপগুণান্বিতাম্ ॥ ৩৫ ॥ (৩১)

---

(২৬) মনুসংহিতা।
(২৭) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।
(২৮) শঙ্খসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।
(২৯) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।
(৩০) বশিষ্ঠসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়।
(৩১) সংবর্ত্তসংহিতা।

দ্বিজ, বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, ব্রাহ্ম বিধানে সুশীলা, সুলক্ষণা, রূপবতী, গুণবতী, মহাকুলপ্রসূতা সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৭। গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অসমানার্ষগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাম্।
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ (৩২)॥

মনুষ্য, যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও অধীত শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ করিয়া, অসগোত্রা, অসমানপ্রবরা, ভ্রাতৃমতী, শুভলক্ষণা, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণা, সচ্চরিত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৮। সজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।৪।৩২।(৩৩)

সজাতীয়া, সুরূপা, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

৯। বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত।১।৫৩ (৩৪)।

বুদ্ধিমতী, সুরূপা, সুশীলা, সুলক্ষণা, অরোগিণী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১০। লক্ষণ্যো বরো লক্ষণবতীং কন্যাং যবীয়সীমসপিণ্ডামসগোত্রজামবিরুদ্ধসম্বন্ধামুপযচ্ছেৎ।১।২২।(৩৫)

লক্ষণযুক্ত বর লক্ষণবতী, বয়ঃকনিষ্ঠা, অসপিণ্ডা, অসগোত্রা, অবিরুদ্ধসম্বন্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১১। কুলজাং সুমুখীং স্বঙ্গীং সুকেশাঞ্চ মনোহরাম্।
সুনেত্রাং সুভগাং কন্যাং নিরীক্ষ্য বরয়েদ্বুধঃ (৩৬)॥

পণ্ডিত ব্যক্তি সৎকুলজাতা, সুমুখী, শোভনাঙ্গী, সুকেশা, মনোহরা, সুনেত্রা, সুভগা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১২। সবর্ণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ (৩৭)।

সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

---

(৩২) হারীতসংহিতা।
(৩৩) বৃহৎপরাশরসংহিতা।
(৩৪) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্র।
(৩৫) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিষ্ট।
(৩৬) আশ্বলায়নস্মৃতি, বিবাহপ্রকরণ।
(৩৭) বুধস্মৃতি।

১৩। বেদানধীত্য বিধিনা সমারুহ্যোঽপ্লুতব্রতঃ।
সমানামুদ্বহেৎ পত্নীং যশঃশীলবয়োগুণৈঃ (৩৮)॥

যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যসমাধান পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া, যশ, শীল, বয়স্‌ ও গুণে স্বসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৪। লব্ধাভ্যনুজ্ঞো গুরুতো দ্বিজো লক্ষণসংযুতাম্।
বুদ্ধিশীলগুণোপেতাং কন্যকামন্যগোত্রজাম্।
আত্মনোঽবরবর্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ (৩৯)॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, বিধি পূর্ব্বক, সুলক্ষণা, বুদ্ধিমতী, সুশীলা, গুণবতী, অসগোত্রা, বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৫। গুরুং বা সমনুজ্ঞাপ্য প্রদায় গুরুদক্ষিণাম্।
সদৃশানাহরেদ্দারান্ মাতাপিতৃমতে স্থিতঃ (৪০)॥

গুরুর অনুজ্ঞা লাভ ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া, পিতা মাতার মতানুবর্ত্তী হইয়া, সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৬। বেদং বেদৌ চ বেদান্ বা ততোঽধীত্য যথাবিধি।
অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো দারান্ কুর্ব্বীত ধর্ম্মতঃ (৪০)॥

যথাবিধি এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম অনুসারে, দারপরিগ্রহ করিবেক।

১৭। সমাবর্ত্য সবর্ণাস্তু লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪১)।

সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

---

(৩৮) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত বৃহস্পতিবচন।
(৩৯) বিধানপারিজাতধৃত শৌনকবচন।
(৪০) চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষখণ্ডধৃত।
(৪১) চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যাধৃত।

১৮। অপাকৃত্য ঋণঞ্চার্ষং লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪২)॥

ঋষিঋণের পরিশোধ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

১৯। বেদানধীত্য যত্নেন পাঠতো জ্ঞানতস্তথা।
সমাবর্ত্তনপূর্ব্বন্তু লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৩)॥

যত্ন পূর্ব্বক বেদের পাঠ ও অর্থগ্রহ করিয়া, সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক॥

২০। অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্ (৪৪)।

অতঃপর, সমাবর্ত্তন করিয়া, দারপরিগ্রহ করিবেক।

২১। সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ (৪৫)॥

দ্বিজ, পিতৃপক্ষে সপ্তমী ও মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ত্যাগ করিয়া, ন্যায়ানুসারে, যথাবিধি, দারপরিগ্রহ করিবেক।

২২। অসমানার্ষেয়ীং কন্যাং বরয়েৎ (৪৬)।

অসমানপ্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২৩। স্নাত্বা সমুদ্বহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ (৪৭)।

সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

২৪। দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ (৪৮)॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না,

(৪২) বিধানপারিজাতধৃত মৎস্যপুরাণ।
(৪৩) বিধানপারিজাতধৃত।
(৪৪) উদ্বাহতত্ত্বধৃত সংবর্ত্তবচন।
(৪৫) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণ।
(৪৬) উদ্বাহতত্ত্বধৃত পৈঠীনসিবচন।
(৪৭) বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যাসবচন।
(৪৮) মদনপারিজাতধৃত কাশ্যপবচন।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতির। অতএব, সর্ব্ব প্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বিবাহবিষয়ক যে সকল বিধিবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার একটিতেও ফলশ্রুতি নাই, সুতরাং, বিবাহবিষয়ক বিধি নিত্য বিধি হইতেছে, এবং সেই নিত্য বিধি অনুযায়ী বিবাহের নিত্যত্বও সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাম্ (৪৯)।

পত্নী পুরুষদিগের গৃহস্থাশ্রমের মূল।

ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্ ॥৪।৭০॥(৫০)

কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় না, ভার্য্যার সহিত গৃহে বাস করিলে গৃহস্থ হয়। যেখানে ভার্য্যা, সেইখানে গৃহ; ভার্য্যাহীন গৃহ বন।

এই দুই শাস্ত্র অনুসারে, স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমের মূল, স্ত্রী ব্যতিরেকে গৃহস্থাশ্রম হয় না, এবং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং, অকৃতদার বা মৃতদার ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ (৫১)॥

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্রে, গৃহস্থ ব্যক্তির, প্রথম অবস্থায়, অথবা মৃতদার অবস্থায়, বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে।

---

(৪৯) দক্ষসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়। (৫০) বৃহৎপরাশরসংহিতা।
(৫১) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশদব্দং বয়ো যাবন্ন পূর্য্যতে।
পুত্ত্রভার্য্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা (৫২)॥

যাবৎ আটচল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হয়, পুত্রহীন ও ভার্য্যাহীন ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই।

এই শাস্ত্রেও, আটচল্লিশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত, স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তির পক্ষে বিলক্ষণ দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে।

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী নচাশ্রমী (৫৩)॥

মেখলা, অজিন, দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের লক্ষণ; নখ, লোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ; ত্রিদণ্ড যতির লক্ষণ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ; যাহার এই লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তী ও আশ্রমভ্রষ্ট।

এই শাস্ত্রেও, বিবাহের অকরণে, স্পষ্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে। দেবযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণ; কিন্তু, স্ত্রীর সহযোগ ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না; সুতরাং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট ও প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল বচনে বিবাহ-বিধির লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে কি না। লঙ্ঘনে দোষ-শ্রুতিও বিধির নিত্যত্বপ্রতিপাদক; সুতরাং, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি দ্বারা বিবাহবিধির, ও তদনুযায়ী বিবাহের, নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

অপরঞ্চ, শাস্ত্রান্তরেও বিবাহবিধির লঙ্ঘনে সুস্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

(৫২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণ।
(৫৩) দক্ষসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বস্বেনাপি দেবেশি কর্ত্তব্যো দারসংগ্রহঃ (৫৪)॥

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই; তাহার সকল ক্রিয়া নিষ্ফল, ভার্য্যাহীনের দেবপূজায় ও মহাযজ্ঞে অধিকার নাই, একচক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষীর ন্যায়, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্য্যে অযোগ্য; ভার্য্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই; ভার্য্যাহীনের সুখ নাই; ভার্য্যাহীনের গৃহ নাই; অতএব ভার্য্যা আশ্রয় করিবেক। হে দেবেশি! সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও, দারপরিগ্রহ করিবেক।

---

(৫৪) মৎস্যসূক্ত, একত্রিংশ পটল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সমস্ত শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, বিবাহের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইতেছে। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন,

"অথ বিবাহস্য ত্রৈবিধ্যাবান্তরভেদেষু নিত্যত্বং যদুররীকৃতং তৎ কস্মাৎ হেতোঃ কিং তদ্বিনা বিবাহস্বরূপাসিদ্ধেঃ উত বিবাহফলাসিদ্ধেঃ উত শাস্ত্রপ্রমাণানুসারিত্বাৎ। নাদ্যদ্বিতীয়ৌ নিত্যত্বং বিনাপি বিবাহস্বরূপফলানাং সিদ্ধেঃ ন হি নিত্যত্বং বিবাহস্বরূপনির্ব্বাহকং কেনাপ্যুররীক্রিয়তে ফলাসিদ্ধিপ্রয়োজকত্বং তু সুদূরপরাহতং নিত্যকর্ম্মণঃ ফলনৈয়ত্যাভাবাৎ। তৃতীয়ঃ পক্ষঃ পরিশিষ্যতে তত্রাপীদমুচ্যতে প্রতিজ্ঞামাত্রেণ সাধ্যসিদ্ধেরনভ্যুপগমাৎ হেতুভূতপ্রমাণস্য তত্রানির্দ্দেশাৎ ন তস্য সাধ্যসাধকত্বম্। অথ অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বমেব নিত্যত্বে হেতুরুচ্যতে অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বনির্ণয়স্যাপি বলবদাগমসাধ্যত্বাৎ আগমস্য চ তত্রানির্দ্দেশাৎ কথঙ্কারং তাদৃশহেতুনা সাধ্যসিদ্ধিঃ নিশ্চিতহেতোরেব সাধ্যসিদ্ধেঃ প্রযোজকত্বাৎ প্রত্যুত

যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ
ব্রহ্মচর্য্যাদ্বা বনাদ্বা গৃহাদ্বা

ইতি শ্রুত্যা বৈরাগ্যমাত্রতঃ প্রব্রজ্যায়া উক্ত্যা গৃহস্থাশ্রমস্য নিত্যত্ববাধনাৎ।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ

ইতি প্রাগুক্তবচনেন গৃহস্থাশ্রমাদেঃ ইচ্ছাধীনত্বোক্তেঃ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণশ্চ গৃহস্থাশ্রমাভাবস্য সর্ব্বসম্মতত্বাচ্চ। এবং তন্নিত্যত্বাভাবে তদধীনপ্রবৃত্তিকস্য বিবাহস্য কথং নিত্যত্বং স্যাৎ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

ইতি দক্ষবচনে তু দ্বিজানামাশ্রমমাত্রস্যৈব অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিত্বকথনেঽপি গৃহস্থাশ্রমমাত্রস্য নিত্যত্বাপ্রাপ্তেঃ। অত্র চ দ্বিজপদস্যোপলক্ষণপরত্বং যদভিহিতং তদপি প্রমাণসাপেক্ষত্বাৎ প্রমাণস্য চানুপন্যাসাদুপেক্ষ্যমেব (৫৫)।"

বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সে কি হেতুতে, কি তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতু সম্ভবে না, কারণ বিবাহের নিত্যত্ব ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ ও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, নিত্যত্ব বিবাহের স্বরূপনির্ব্বাহক, ইহা কেহই স্বীকার করেন না; নিত্যত্ব ব্যতিরেকে বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এ কথা সুদূরপরাহত, নিত্য কার্য্যের ফলের নৈয়ত্য নাই। তৃতীয় পক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেছে, সে বিষয়েও বক্তব্য এই, কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধ হয়, ইহা কেহই স্বীকার করেন না; সাধ্যসিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই, সুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না। যদি বল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কিন্তু তথায় শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাই, অতএব কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রযোজক; প্রত্যুত, "যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিবেক"। এই বেদবাক্যে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র প্রব্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইতেছে। 'যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহ করিয়া যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সে আশ্রম অবলম্বন করিবেক"। এই পূর্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি ইচ্ছাধীন, এ কথা বলা হইয়াছে, এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই, ইহা সর্ব্বসম্মত। এইরূপে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইবাতে,

(৫৫) বহুবিবাহবাদ, ১৫ পৃষ্ঠা।

গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহের নিত্যত্ব কি রূপে হইতে পারে। "দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়"। এই দক্ষবচনে দ্বিজাতিদিগের আশ্রমমাত্রের অকরণে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাশ্রমমাত্রের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আর, এ স্থলে দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই, অতএব সে কথা অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই লিখনের অন্তর্গত আপত্তি সকল পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি ,—

"বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবান্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা কি হেতুতে ; কি তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে।"

এই আপত্তির, অথবা প্রশ্নের, উত্তর এই , আমি, শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় আপত্তি ;—

"কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, ইহা কেহই স্বীকার করেন না . সাধ্যসিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই ; সুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না।"

অর্থাৎ, বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দ্দেশ করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না , তাহা সিদ্ধ করা আবশ্যক হইলে, প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। তাঁহার মতে, আমি, বিবাহ নিত্য, এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি, কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই ; সুতরাং, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সবিস্তর বিচার ও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই, তাহার

কারণ এই যে, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং, প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক, এই সংস্কার বশতঃ তাহা করি নাই। বস্তুতঃ, আমি সিদ্ধ বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছি; সাধ্য নির্দ্দেশ করি নাই। সিদ্ধ বিষয়ের নির্দ্দেশ যেরূপে করিতে হয়, তাহাই করিয়াছি। যথা,

"যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ, এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ; তাহা না করিলে আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৫৬)।"

"পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এই উভয়ই সম্পন্ন হয় না; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৬)।"

ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ বিষয় বলিয়া, প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই বটে, কিন্তু যাহা নির্দ্দেশ করিযাছি, তাহাতে তদ্বিষয়ক সমস্ত প্রমাণের সার সংগৃহীত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন, প্রমাণ নির্দ্দেশ নাই,

(৫৬) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৭ পৃষ্ঠা।

অতএব তাহা অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য, অনায়াসে এরূপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ধর্ম্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে(৫৭) যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ করি তাঁহার সংশয় দূর হইতে পারে।

তৃতীয় আপত্তি ,—

"যদি বল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না; কিন্তু তথায় শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাই; অতএব কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক।"

অর্থাৎ, যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে অর্থাৎ যাহার লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি আছে, তাহাকে নিত্য বলে। কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতা বিবাহের নিত্যত্বসাধক প্রমাণ বলিয়া উপন্যস্ত হইতে পারে না; কারণ, বিবাহের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, বিশিষ্ট শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার নির্ণয় হইতে পারে না; কিন্তু তাদৃশ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নাই। অতএব, অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, এই হেতু দর্শাইয়া বিবাহের নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এস্থলেও তর্কবাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্রব্যবসায়ীর মত কথা বলেন নাই। বিবাহের অকরণে গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যবায় জন্মে, ইহাও সর্ব্বসম্মত সিদ্ধ বিষয়, এজন্য, অনাবশ্যক বিবেচনায়, প্রথম পুস্তকে তাহার প্রমাণভূত শাস্ত্রের সবিশেষ নির্দ্দেশ করি নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রবোধনের নিমিত্ত, পূর্ব্বে তাদৃশ শাস্ত্রও সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, বোধ করি, তাঁহার সন্তোষ জন্মিতে পারে।

---

(৫৭) এই পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

চতুর্থ আপত্তি,—

"যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিবেক।

এই বেদবাক্যে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র পরিব্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব নিরস্ত হইতেছে"।

এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বেদবাক্যের শেষ অংশ আপনঅভিপ্রায়ের অনুকূল দেখিয়া, ঐ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বেদবাক্য সমগ্র গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি, পাঠকগণের সুবিধার জন্য পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিবেক, যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই পরিব্রজ্যা আশ্রয় করিবেক।

প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে, তৎপরে বৈরাগ্য জন্মিলে সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত না হইয়া, নিত্যত্বের সংস্থাপনই হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, (৫৮) এজন্য এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না।

---

(৫৮) এই পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

পঞ্চম আপত্তি ;—

"যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া. যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক এই পূর্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি ইচ্ছাধীন একথা বলা হইয়াছে।"

এ বচন দ্বারা যে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, তাহা পূর্ব্বে সম্যক্ সংস্থাপিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ আপত্তি ,—

"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই ইহা সর্ব্বসম্মত।"

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, ইহাতেও গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পারে না। সামান্য বিধি অনুসারে, উপনয়নের পর কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গৃহস্থাশ্রম, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পরিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু বিশেষ বিধি অনুসারে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যেমন যথাক্রমে চারি আশ্রম ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে, বৈরাগ্যস্থলে, এক কালে ব্রহ্মচর্য্যের পর পরিব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ, কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পরে ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট আশ্রমত্রয়ের অবলম্বন ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বিশেষ বিধি এই,

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষণাৎ ॥২।২৪৩॥(৫৯)

---

(৫৯) মনুসংহিতা।

যদি গুরুকুলে যাবজ্জীবন বাস করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে অবহিত হইয়া, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেক।

কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবিবার সামান্য বিধি থাকিলেও, ইচ্ছা হইলে, এই বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। স্থলবিশেষে বিশেষ বিধি অনুসারে নিত্য কর্ম্মের বাধ হয়, এবং সেই বাধ দ্বারা তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা অদৃষ্টচব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নহে।

যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ (৬০)।

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক।

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্। ২। ১৭৬। (৬১)

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ কবিবেক।

ইত্যাদি শাস্ত্রে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি কর্ম্মের নিত্য বিধি আছে। কিন্তু,

সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ ॥৬।৯৫। (৬১)

সর্ব্ব কর্ম্ম পবিত্যাগ, কর্ম্মজনিত পাপক্ষয়, ও বেদশাস্ত্রব অনুশীলন পূর্ব্বক, পুত্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা জীবনধারণ কবিয়া, সংযত মনে সচ্ছন্দে কালযাপন কবিবেক।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥১২।৯২। (৬১)

ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকল পবিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানে, চিত্তস্থৈর্য্যে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেক।

---

(৬০) একাদশীতত্ত্বধৃত শ্রুতি। (৬১) মনুসংহিতা।

ইত্যাদি শাস্ত্রে পরিব্রাজকের পক্ষে বেদোক্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগের বিধি আছে ; তদনুসারে, ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম। পরিব্রজ্যা অবস্থায় ঐ সকল নিত্য কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ঐ পরিত্যাগ জন্য তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না। সেইরূপ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, এই হেতুতে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না।

সপ্তম আপত্তি ,—

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

"দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।" এই দক্ষবচনে দ্বিজাতি-দিগের আশ্রমমাত্রের অবলম্বনে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।"

এই আপত্তি সর্ব্বাংশে তৃতীয় আপত্তির তুল্য। সুতরাং, ইহার আর স্বতন্ত্র সমালোচন অনাবশ্যক।

এই সঙ্গে তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রাসঙ্গিক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন , সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক।

"আর, এ স্থলে দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দ্দেশ নাই। অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক।"

নিতান্ত অনবধান বশতই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এরূপ কথা বলিয়াছেন। দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও এক প্রকার সিদ্ধ বিষয়, প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার তাদৃশী আবশ্যকতা নাই। সে যাহা হউক, সে বিষয়ে "প্রমাণের নির্দেশ নাই," এ কথা প্রণিধান পূর্ব্বক বলা হয় নাই। প্রথম পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে,

কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রমাণ দেখিতে পাইতেন। যথা,

"দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন, বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্যমাত্র এক আশ্রম, সে হৃষ্ট চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক (৬২)।"

বামনপুরাণ অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায়, শূদ্রও আশ্রমে অধিকারী, তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ

(৬২) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৪ পৃষ্ঠা।

করিবার বিধি আছে। অতএব, শূদ্রের যখন গৃহস্থাশ্রমে অধিকার ও তাহা অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিহিত আশ্রম অবলম্বন না করা তাহার পক্ষে দোষাবহ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দক্ষবচনে দোষকীর্ত্তন স্থলে দ্বিজশব্দের প্রয়োগ আছে, দ্বিজশব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বোধ হয়; এজন্য, "দ্বিজপদ উপলক্ষণমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা," ইহা লিখিত হইয়াছিল; অর্থাৎ, যদিও বচনে দ্বিজশব্দ আছে, কিন্তু যখন চারি বর্ণের পক্ষেই আশ্রম ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আশ্রম লঙ্ঘনে যে দোষশ্রুতি আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই সমভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এবং সেই জন্যই বচনস্থিত দ্বিজশব্দ দ্বিজমাত্রের বোধক না হইয়া, আশ্রমাধিকারী চারি বর্ণের বোধক হওয়া আবশ্যক। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রীত্যর্থে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নহে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, বহু কাল পূর্ব্বে, এই মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যথা,

"দক্ষঃ

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ত্বসৌ॥
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে বা রতঃ সদা।
নাসৌ ফলং সমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমচ্যুতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণঞ্চ

ব্রতেষু লোপকো যশ্চ আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ।
সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি॥

অত্র আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ য ইতি সামান্যেন দোষাভিধানাৎ শূদ্র-

স্যাপি তথাত্বমিতি পূর্ব্ববচনে দ্বিজ ইত্যুপলক্ষণম্। শূদ্রস্যাপ্যা-শ্রমমাহ পরাশরভাষ্যে বামনপুরাণম্

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ (৬৩)॥"

দক্ষ কহিয়াছেন, "দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়। আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে ফলভাগী হয় না।" বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, "যে ব্যক্তি ব্রতলোপ করে, এবং যে ব্যক্তি আশ্রমচ্যুত হয়, ইহারা উভয়েই সন্দংশযাতনানামক নরকে পতিত হয়।" এ স্থলে কোনও বর্ণের উল্লেখ না করিয়া, আশ্রমচ্যুত ব্যক্তির দোষ-কীর্ত্তন করাতে, আশ্রমচ্যুত হইলে শূদ্রও দোষভাগী হইবেক ইহা অভিপ্রেত হওয়াতে, পূর্ব্ববচনে দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র। পরাশর-ভাষ্যধৃত বামনপুরাণবচনে শূদ্রেরও আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, "ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন, বৈশ্যের প্রথম দুই, শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম; সে হৃষ্ট চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, দ্বিজপদের উপ-লক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বচন দেখিয়া তাহার অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়া, মীমাংসা করা সকলের পক্ষে সহজ নহে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত উদ্বাহতত্ত্বে দৃষ্টি থাকিলে, উল্লিখিত দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না।

---

(৬৩) উদ্বাহতত্ত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার আলোচিত হইল। এক্ষণে, তিনি যেরূপে বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আলোচিত হইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন,

"কিমিদং নৈমিত্তিকত্বং কিং নিমিত্তাধীনত্বং নিমিত্তনিশ্চয়োত্তরাব্যবহিতোত্তরকর্ত্তব্যত্বং বা ন তাবদাদ্যঃ কার্য্যমাত্রস্য কারণসাধ্যতয়া সর্ব্বস্যৈব নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ এবঞ্চ তদভিমতনিত্যানিত্যস্যাপি দানাদিপ্রযোজ্যতয়া নিমিত্তাধীনত্বেন নৈমিত্তিকত্বাপত্তিঃ। ন দ্বিতীয়ঃ পত্নীমরণনিশ্চয়াধীনস্য তন্মতে নিত্যস্য দ্বিতীয়বিধ্যনুসারিবিবাহস্যাপি নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ তস্য অশৌচাদেরিব মরণনিমিত্তনিশ্চয়াধীনত্বাৎ। কিঞ্চ তন্মতে তৃতীয়বিধ্যনুসারিবিবাহস্য নৈমিত্তিকস্যাপি নৈমিত্তিকত্বানুপপত্তিঃ তস্য শুদ্ধকালপ্রতীক্ষাধীনতয়া বক্ষ্যমাণাষ্টবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাসম্ভাবেন চ নিমিত্তনিশ্চয়াব্যবহিতোত্তরং ক্রিয়মাণত্বাভাবাৎ। অন্যচ্চ

নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥

ইত্যুক্তেঃ লুপ্তসংবৎসরমলমাসশুক্রাস্তাদ্যশুদ্ধকালেঽপি তৃতীয়বিধ্যনুসারিণো নৈমিত্তিকস্য কর্ত্তব্যতাপত্তিঃ নৈমিত্তিক জাতেষ্ট্যাদৌ অশৌচাদেঃ শুদ্ধকালস্য চ প্রতীক্ষাভাবস্য সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তৎপ্রতীক্ষণাভাবাপত্তেশ্চ দুর্ব্বারত্বাৎ। মন্বাদিভিশ্চ

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তব্যা দশমে স্ত্রী মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী।

ইত্যাদিনা অষ্টবর্ষাদিকালপ্রতীক্ষাং বদদ্ভিঃ প্রদর্শিতনৈমিত্তিকত্বং তস্য প্রত্যাখ্যাতম্ (৬৪)।”

নৈমিত্তিক কাহাকে বল, কি নিমিত্তাধীন কর্ম্মকে নৈমিত্তিক বলিবে, অথবা নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলিবে। প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ, কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, এবং তাঁহার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, সুতরাং নিমিত্তাধীন হইতেছে, এজন্য উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে। দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে; তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ, এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব্বপত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন। কিন্তু, তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ; এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না; বিবাহে শুদ্ধ কাল এবং বক্ষ্যমাণ অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষার আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না। অপরঞ্চ, “নৈমিত্তিক কাম্য যখনই ঘটিবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই।” এই শাস্ত্র অনুসারে লুপ্ত সংবৎসর মলমাস, শুক্রাস্ত প্রভৃতি অশুদ্ধ কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহের কর্ত্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত, তদনুসারে তদভিমত নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। আর “স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে।” ইত্যাদি দ্বারা মনুপ্রভৃতি, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, “নিমিত্তাধীন কর্ম্ম নৈমিত্তিক,” এই যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় উহাই নৈমিত্তিকের প্রকৃত লক্ষণ। তত্তৎ কর্ম্মে অধিকারবিধায়ক আগন্তুক হেতু বিশেষকে নিমিত্ত বলে; নিমিত্তের অধীন যে কর্ম্ম, অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে যে কর্ম্মে

(৬৪) বহুবিবাহবাদ, ১৮ পৃষ্ঠা।

অধিকার জন্মে না, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে, যেমন জাতকর্ম্ম, নান্দীশ্রাদ্ধ, গ্রহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি। জাতকর্ম্ম নৈমিত্তিক, কারণ, পুত্র-জন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে জাতকর্ম্মে অধিকার জন্মে না, নান্দী-শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, পুত্রের সংস্কারাদিরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে নান্দীশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না, গ্রহণশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে গ্রহণশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না। সেইরূপ, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ, স্ত্রীর ব্যভিচাররূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না, স্ত্রী চিররোগিণী হইলে যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ, স্ত্রীর চিররোগরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না। এইরূপে, শাস্ত্রকারেরা, নিমিত্তবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যে সকল বিধি দিয়াছেন, সেই সমস্ত বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ, কারণ, তত্তৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে না।

উল্লিখিত নৈমিত্তিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে আপত্তি দর্শাইয়াছেন, তাহা কার্য্যকারক নহে। যথা,

> "প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে। এবং তাঁহার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, সুতরাং নিমিত্তাধীন হইতেছে, এজন্য উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, এজন্য ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপাপন

করিয়াছেন। সামান্যতঃ, নিমিত্তশব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিকশব্দ কার্য্যবাচী বটে। যথা,

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং বিধি-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ (৬৫)॥

প্রথম পুষ্প উৎপন্ন হয়, তৎপরে ফল জন্মে; প্রথম মেঘের উদয় হয়, তৎপরে বৃষ্টি হয়, নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের এই ব্যবস্থা, কিন্তু তোমার প্রসাদের অগ্রেই ফললাভ হয়।

এস্থলে নিমিত্ত শব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্য্যবাচী। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ পারিভাষিক, কারণার্থবাচক ও কার্য্যার্থবাচক সামান্য নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ নহে। পুত্রাদির সংস্কারকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, পুরুষব্যাপার ও শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি দ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়; এজন্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পুরুষব্যাপার প্রভৃতি কারণসাধ্য হইতেছে। কিন্তু পুরুষব্যাপার প্রভৃতি, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের নিষ্পাদক কারণ হইলেও, উহার নিমিত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না, পুত্রাদির সংস্কার উহার নিমিত্ত, , অর্থাৎ পুত্রাদির সংস্কার উপস্থিত না হইলে, তাহাতে অধিকার জন্মে না, সুতরাং, পুত্রাদির সংস্কার আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধরূপ কার্য্যে অধিকারবিধায়ক হেতুবিশেষ ও নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতেছে, এবং এই পুত্রাদির সংস্কাররূপ নিমিত্তের অধীন বলিয়া, অর্থাৎ তাদৃশ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাহাতে অধিকার জন্মে না এজন্য, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক কার্য্য। অতএব "কার্য্যমাত্রই কারণসাধ্য, সুতরাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে," এ কথা প্রণিধান পূর্ব্বক বলা হয় নাই। আর, আমার অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য,

(৬৫) অভিজ্ঞানশকুন্তল সপ্তম অঙ্ক।

সুতরাং উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া উঠে, এ কথাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দানাদি বিবাহের নিষ্পাদক কারণ বটে, কিন্তু বিবাহের নিমিত্ত হইতে পারে না, কারণ, দানাদি বিবাহে অধিকারবিধায়ক হেতু নহে; সুতরাং, উহারা নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না। যদি উহারা নিমিত্তশব্দবাচ্য না হইল, তবে আমার অভিমত নিত্য বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব ঘটনার সম্ভাবনা কি।

কিন্তু, "নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে," তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই যে দ্বিতীয় লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিকের সাধারণ লক্ষণ হইতে পারে না। নৈমিত্তিক দ্বিবিধ নিরবকাশ ও সাবকাশ। যাহাতে অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ কালবিলম্ব চলে না, নিমিত্ত ঘটিলেই যাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নিরবকাশ নৈমিত্তিক বলে; যেমন গ্রহণশ্রাদ্ধ। নিমিত্তযুক্ত কালে নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সুতরাং যত ক্ষণ গ্রহণ থাকে, সেই সময়েই গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, গ্রহণ অতীত হইয়া গেলে, আর নিমিত্তযুক্ত কাল পাওয়া যায় না, এজন্য আর সে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না, গ্রহণ অধিক ক্ষণ স্থায়ী নহে; এজন্য, গ্রহণ উপস্থিত হইবা মাত্র শ্রাদ্ধের আরম্ভ করিতে হয়, সুতরাং গ্রহণশ্রাদ্ধে অবকাশ থাকে না, এজন্য, গ্রহণশ্রাদ্ধ নিরবকাশ নৈমিত্তিক। আর, যাহাতে অবকাশ থাকে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কালবিলম্ব চলে, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, যাহার অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই, তাহাকে সাবকাশ নৈমিত্তিক বলে, যেমন, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিবাহ। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বরূপ নিমিত্তযুক্ত কালে এই বিবাহ করিতে হয়, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, গ্রহণরূপ নিমিত্তের ন্যায়, সহসা অতীত হইয়া যাইবেক, সে আশঙ্কা নাই, এজন্য, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ বিলম্ব হইলেও, এ বিষয়ে নিমিত্তযুক্ত কালের অসদ্ভাব ঘটে না, সুতরাং ইহাতে

অবকাশ থাকে, এজন্য, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। অতএব, "নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাহা করিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে," ইহা নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ; কারণ, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালবিলম্ব চলে না। যথা,

কালেঽনন্যগতিং নিত্যাং কুর্য্যান্নৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্(৬৬)।

যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনন্যগতি, অর্থাৎ কালান্তরে যাহাদের অনুষ্ঠান চলে না, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত উত্তরকালেই তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

কুর্য্যাৎ প্রাত্যহিকং কর্ম্ম প্রযত্নেন মলিম্লুচে।
নৈমিত্তিকঞ্চ কুর্ব্বীত সাবকাশং ন যদ্ভবেৎ (৬৭)॥

প্রত্যহ যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, এবং যে সকল নৈমিত্তিক সাবকাশ নহে, মলমাসেও যত্ন পূর্ব্বক তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

নৈমিত্তিক সাবকাশ ও নিরবকাশ ভেদে দ্বিবিধ, বোধ হয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সে বোধ নাই, এজন্য, নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণকে নৈমিত্তিকমাত্রের লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

উল্লিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন,

"তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব্বপত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন"।

ইহার তাৎপর্য্য এই, পত্নীর মরণনিশ্চয় ব্যতিরেকে, পুরুষ দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহে অধিকারী হয় না; এজন্য, এই বিবাহে পত্নীমরণের নিমিত্ততা আছে, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইলেই, আমার অভিমত নিত্যত্বের ব্যাঘাত হইল। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে

---

(৬৬) মলমাসতত্ত্বধৃত কাঠকগৃহ্য। (৬৭) মলমাসতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন।

"দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয়" (৬৮)।

এইরূপে প্রথমতঃ এই বিবাহের নিত্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। যথা,

"স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্বও আছে" (৬৮)।

ফলকথা এই, স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন বিবাহ কেবল নিত্য অথবা কেবল নৈমিত্তিক নহে, উহা নিত্যনৈমিত্তিক। লঙ্ঘনে দোষশ্রুতিরূপ হেতু বশতঃ, এই বিবাহের নিত্যত্ব আছে, আর, স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়, এজন্য নৈমিত্তিকত্বও আছে। এইরূপ উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়াতে, এই বিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। আমি, প্রথমে এই বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, টীকায় উহার নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু, যখন উহার নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে, তখন উহাকে কেবল নিত্য বলিয়া পরিগণিত না করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত করাই আবশ্যক। এতদনুসারে, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে চতুর্ব্বিধ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত ও আবশ্যক। সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, উপেক্ষা বশতঃ, অথবা অনবধান বশতঃ, আমার লিখনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

"কিঞ্চ তন্মতে তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ, এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পারে না ; কারণ

(৬৮) বহুবিবাহ, প্রথম পুস্তক, ৭ পৃষ্ঠা।

বিবাহে শুদ্ধ কালের এবং অষ্টবর্ষাদি কালেব প্রতীক্ষার আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে তাহার অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না।

পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, নৈমিত্তিক দ্বিবিধ সাবকাশ ও নিরবকাশ। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে, নিরবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে না, তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক; উহাতে কালপ্রতীক্ষা চলিতে পারে। এজন্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিশ্চযের অব্যবহিত উত্তরকালে অনুষ্ঠান না ঘটিলেও, উহার নৈমিত্তিকত্বের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ ঘটাইবাব চেষ্টা করিয়া, নৈমিত্তিক বিবাহেব নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,—

"অপবঞ্চ, 'নৈমিত্তিক কর্ম্ম যখনই ঘটিবেক, তখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই।' এই শাস্ত্র অনুসারে, লুপ্তসংবৎসর মলমাস শুক্রাস্ত প্রভৃতি কালেও তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহেব কর্ত্তব্যতা ঘটিয়া উঠে। জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্মে অশৌচাদিব ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা কবিতে হয না, ইহা সর্ব্বসম্মত; তদনুসারে তদভিমত নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালেব প্রতীক্ষা কবিবাব আবশ্যকতা থাকিতে পারে না।"

তর্কবাচস্পতি মহাশযেব এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর, কারণ উক্ত বচন নিবরকাশ নৈমিত্তিকবিষয়ক, নিববকাশ নৈমিত্তিকেই কালাকাল বিবেচনা নাই। তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালাকাল বিবেচনার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়িণী ব্যবস্থা ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়া, অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শনমাত্র করিয়াছেন।

অপরঞ্চ,

"জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্মে অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা সর্ব্বাংশে সঙ্গত নহে। জাতেষ্টি মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সুতরাং, তাহাতে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, তদীয় ব্যবস্থার এ অংশ সর্ব্বসম্মত বটে। কিন্তু জাতেষ্টিতে অশৌচান্তের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, অর্থাৎ অশৌচকালেও উহার অনুষ্ঠান হইতে পারে, এ ব্যবস্থা তিনি কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। পুত্র জন্মিলে জাতেষ্টি ও জাতকর্ম্ম করিবার এবং জাতকর্ম্মের পর বালককে স্তন্য পান করাইবার বিধি আছে। কিন্তু জাতেষ্টি করিতে যত সময় লাগে, তত ক্ষণ স্তন্য পান করিতে না দিলে, বালকের প্রাণবিয়োগ অবধারিত, এজন্য, অগ্রে স্বল্পকালসাধ্য জাতকর্ম্ম মাত্র করিয়া, বালককে স্তন্য পান করায়, পরে, অশৌচান্তে জাতেষ্টি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাই সর্ব্বসম্মত বলিয়া অঙ্গীকৃত। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বুদ্ধিবলে, অশ্রুতপূর্ব্ব সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা বহিষ্কৃত করিয়াছেন। অশৌচকালেও জাতেষ্টি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, তথাপি, তাঁহার প্রীত্যর্থে জাতেষ্টি সংক্রান্ত অধিকরণদ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে,—

"অষ্টাদশম্

জন্মানন্তরমেবেষ্টির্জাতকর্ম্মণি বা কৃতে।
নিমিত্তানন্তরং কার্য্যং নৈমিত্তিকমতোঽগ্রিমঃ ॥ ১ ॥
জাতকর্ম্মণি নিবৃত্তে স্তনপ্রাশনদর্শনাৎ।
প্রাগেবেষ্টৌ কুমারস্য বিপত্তেরূর্দ্ধমস্তু সা ॥ ২ ॥

পুত্রজন্মনো বৈশ্বানরেষ্টিনিমিত্তত্বাৎ নৈমিত্তিকস্য কালবিলম্বা-যোগাৎ জন্মানন্তরমেবেষ্টিরিতি চেৎ মৈবং স্তনপ্রাশনং তাবৎ জাতকর্ম্মানন্তরং বিহিতং যদি জাতকর্ম্মণঃ প্রাগেব বৈশ্বানরেষ্টি-র্ক্রিয়েত তদা স্তনপ্রাশনস্যাত্যন্তবিলম্বনাৎ পুত্রো বিপদ্যেত তথা সতি পূতত্বাদিকমিষ্টিফলং কস্য স্যাৎ তস্মান্ন জন্মানন্তরং কিন্তু জাতকর্ম্মণ ঊর্দ্ধং সেষ্টিঃ" (৬৯)।

অষ্টাদশ অধিকরণ

পুত্রজন্মরূপ নিমিত্ত বশতঃ, বৈশ্বানর যাগ অর্থাৎ জাতেষ্টি করিতে হয়, নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠানে কালবিলম্ব চলে না, অতএব জন্মের পর ক্ষণেই জাতেষ্টি করা উচিত, একপ বলিও না, কারণ, জাত-কর্ম্মের পর স্তন্য পান করাইবার বিধি আছে, যদি জাতকর্ম্মের পূর্ব্বে জাতেষ্টির ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে স্তন্য পানের বিলম্বনিবন্ধন, বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটে, বালকের প্রাণবিয়োগ ঘটিলে, যাগের ফলভাগী কে হইবেক। অতএব, জন্মের পর ক্ষণেই না করিয়া, জাতকর্ম্মের পর জাতেষ্টি করা আবশ্যক।

"একোনবিংশম্

জাতকর্ম্মানন্তরং স্যাদাশৌচাপগমেঽথবা।
নিমিত্তসন্নিধেরাদ্যঃ কর্ত্তুঃ শুদ্ধ্যর্থমুত্তরঃ॥ ১॥

যদ্যপি জাতকর্ম্মানন্তরমেব তদনুষ্ঠানে নিমিত্তভূতং জন্ম সন্নি-হিতং ভবতি তথাপ্যশুচিনা পিত্রা অনুষ্ঠীয়মানমঙ্গং বিকলং ভবেৎ জাতকর্ম্মণি তু বিপত্তিপরিহারায় তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ শাস্ত্রেণৈব দর্শিতা মুখ্যসন্নিধেরবশ্যং বাধিতত্বাৎ শুদ্ধিলক্ষণাঙ্গবৈকল্যং বার-য়িতুমাশৌচাদূর্দ্ধমিষ্টিং কুর্য্যাৎ" (৬৯)।

ঊনবিংশ অধিকরণ

যদিও, জাতকর্ম্মের পর ক্ষণেই, জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিলে পুত্রজন্মরূপ নিমিত্ত সন্নিহিত হয়, কিন্তু পিতা অশুচি অবস্থায় যাগের

(৬৯) জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ।

অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফললাভ হইতে পারে না। বালকের প্রাণ-বিয়োগরূপ অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা জাতকর্ম্ম স্থলে পিতার তাৎকালিক শুদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিমিত্তসন্নিহিত কালে অনুষ্ঠান কোনও মতে চলিতে পারে না; অতএব জাতকর্ম্মের পর না করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির নিদানভূত শুদ্ধির অনুরোধে, অশৌচান্তে জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেক।

শবরস্বামীও, এইরূপ বিচার করিয়া, অশৌচান্তে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেক, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা,

তস্মাদতীতে দশাহে পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যায়াং বা কুর্য্যাৎ (৭০)।

অতএব দশাহ অতীত হইলে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে করিবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই;—

"আর, "স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্ত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে।" ইত্যাদি দ্বারা মনু প্রভৃতি, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।"

এই অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত নিতান্ত কৌতুককর। যে বচনে মনু নৈমিত্তিক বিবাহের বিধি দিয়াছেন, ঐ বচনে মনু বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বলা অল্প পাণ্ডিত্যের কর্ম্ম নহে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত পরেই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নৈমিত্তিক। কিন্তু মনু বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, সুতরাং, ঐ বিবাহ নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইতেছে না; এজন্য, উহার নৈমিত্তিকত্ব

(৭০) মীমাংসাভাষ্য, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, অষ্টাদশ অধিকরণ।

ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে যদিই মনু, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর, বিবাহ বিষয়ে অষ্টবর্ষাদি কালপ্রতীক্ষার বিধি দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিবন্ধন বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরস্ত হইবেক কেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঈদৃশ বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, সাবকাশ নৈমিত্তিকে কাল প্রতীক্ষা চলে, সুতরাং, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পরেই, উহার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, নৈমিত্তিক কর্ম্ম মাত্রে কোনও মতে কাল প্রতীক্ষা চলে না, নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তর কালেই তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম্ম কদাচ নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না, তাহা হইলেই, ঐ বচন দ্বারা উক্ত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরাকৃত হইতে পারিত।

কিন্তু, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ; সমর্থ হইলে, মনু বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, এরূপ অসার ও অসঙ্গত কথা তদীয় লেখনী হইতে নির্গত হইত না। শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্ত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে, পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক। সুতরাং, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত না হইলে, পুরুষ এই বিধি অনুসারে বিবাহে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের সহজ উপায় নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল স্ত্রীলোকের সন্তান না হইয়া, অধিক বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে, উপর্য্যুপরি স্ত্রীলোকের কতকগুলি সন্তান মরিয়া, পরে সন্তান জন্মিয়া রক্ষা পাইয়াছে, ক্রমাগত, স্ত্রীলোকের কতকগুলি কন্যাসন্তান জন্মিয়া, পরে পুত্ত্রসন্তান জন্মিয়াছে। এ অবস্থায়, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্ত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। রজো-

নিবৃত্তি না হইলে, স্ত্রীলোকের সন্তানসম্ভাবনা নিবৃত্ত হয় না। অতএব, যাবৎ রজোনিবৃত্তি না হয়, তাবৎ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে, পুরুষের বয়স অতীত হইয়া যায়; সে বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকা সন্দেহস্থল। এরূপ নিরুপায় স্থলে, মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথম ঋতুদর্শন দিবস হইতে আট বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান না জন্মিবেক, তাহাকে বন্ধ্যা, দশ বৎসর যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া মরিয়া যাইবেক, তাহাকে মৃতপুত্রা, আর এগার বৎসর যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্যাসন্তান জন্মিবেক, তাহাকে কন্যামাত্রপ্রসবিনী বোধ করিতে হইবেক, এবং তখন পুরুষের পুত্রকামনায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার জন্মিবেক। নতুবা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারণের পর আট বৎসর, দশ বৎসর, এগার বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবেক, মনুবচনের এরূপ অর্থ নহে। আর, যদি মনুবচনের ঐরূপ অর্থই তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন সময়ে ও কি উপায়ে বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত হইবেক, এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল, কারণ, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি অবধারিত হইলেই, অবধারণের দিবস হইতে অষ্টবর্ষাদি কালের গণনা আরম্ভ হইতে পারে, তদ্ব্যতিরেকে তাদৃশ কালগণনা কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। লোকে ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে পারে, এরূপ পথ না করিয়া, ব্যবস্থা দেওয়া ব্যবস্থাপকের কর্ত্তব্য নহে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্থলান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"বিদ্যাসাগরেণ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদেন বিবাহত্রৈবিধ্যং যদভিহিতং তৎ কিং মন্বাদিশাস্ত্রোপলব্ধম্ উত স্বপ্নোপলব্ধম্ অথ স্বশেমুষীপ্রতিভাসলব্ধং বা। তত্র

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে

ইতি স্নানস্য যথা ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদকশাস্ত্রমুপলভ্যতে এবং শাস্ত্রোপলম্ভাভাবান্নাস্যঃ ন চ তথা শাস্ত্রং দৃশ্যতে ন বা তেনাপ্যুপলব্ধম্। গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুসৃত্য সংস্কৃতপাঠশালাতো গৃহীতশকটভারপুস্তকেনাপি তেন যদি কিঞ্চিৎ প্রমাণমদ্রক্ষ্যত্ তদা নিরদেক্ষ্যত ন চ নিরদেশি। নাপি তত্র কস্যচিৎ সন্দর্ভস্য সম্মতিবস্তি। অতঃ প্রমাণোপন্যাসমন্তরেণ তদ্বচনমাত্রে বিশ্বাসভাজঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞজনান্ প্রত্যেব তচ্ছোভতে নতু প্রমাণপরতন্ত্রান্ তান্ত্রিকান্ প্রতি (৭১)।”

বিদ্যাসাগর নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ভেদে বিবাহের যে ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিয়া করিয়াছেন, না স্বপ্নে পাইয়াছেন, অথবা আপন বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে, “স্নান ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য” স্নানের যেমন ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেরূপ শাস্ত্র নাই, সুতরাং ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে; সেরূপ শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে না, এবং তিনিও পান নাই। “গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ” যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপদবাচ্য, এই উক্তির অনুসরণ করিয়া, তিনি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া গিয়াছেন; তাহাতেও যদি কিছু প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাহা নির্দেশ করিতেন, কিন্তু নির্দ্দেশ করেন নাই। এ বিষয়ে কোন গ্রন্থেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীয় বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিকদিগের নিকটে নহে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি, ঐ ব্যবস্থা স্বপ্নে প্রাপ্ত অথবা বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত নহে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহমাত্রই কাম্য, সুতরাং বিবাহের কাম্যত্ব

(৭১) বহুবিবাহবাদ, ১২ পৃষ্ঠা।

অংশে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; কেবল, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব অংশেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, আমার বোধে, তদ্দ্বারা বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব ব্যবস্থা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ কোনও মতে সঙ্গত হইতেছে না।

কিন্তু,

"স্নান ত্রিবিধ, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য।" স্নানের যেমন ত্রৈবিধ্য প্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেরূপ শাস্ত্র নাই।"

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কখনও এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। কর্ম্মবিশেষ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য; কোনও কোনও স্থলে বচনে এরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে সেরূপ নির্দ্দেশ নাই, অথচ, সে সকল স্থলে, তত্তৎ কর্ম্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক বা কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বচনে নিত্যত্ব প্রভৃতির নির্দ্দেশ না থাকিলে, কর্ম্ম সকল নিত্য প্রভৃতি বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সন্ধ্যাবন্দন নিত্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত; কিন্তু বচনে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু বচনে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। একাদশীর উপবাস নিত্য ও কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত, কিন্তু বচনে নিত্য ও কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ নাই। যে যে হেতুতে কর্ম্ম সকল নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবেক, শাস্ত্রকারেরা তৎসমুদয় বিশিষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন, তদনুসারে সর্ব্বত্র নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, জাতকর্ম্ম, নান্দীশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতিপয় স্থলে বচনে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দ্দেশ আছে, তাহা বাহুল্যমাত্র, তাহা না থাকিলেও, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি

নিরূপণ পূর্ব্বোল্লিখিত সাধারণ নিয়ম দ্বারা হইতে পারিত। বচনে নির্দ্দেশ না থাকিলে, যদি নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে না পারে, তাহা হইলে সন্ধ্যাবন্দন, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, একাদশীর উপবাস, ইত্যাদির নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এরূপ নির্দ্দেশ থাকুক, বা না থাকুক, বিধিবাক্যে নিত্যশব্দপ্রয়োগ, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি প্রভৃতি হেতু থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, বিধিবাক্যে নিমিত্ত বশতঃ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান অনুমত হইবেক, তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবেক। অতএব বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ না থাকিলে, বৈধ কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা।

অপিচ,

"এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না"।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের সম্মতি লক্ষিত হইতেছে। যথা,

"রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যশ্চ তত্র নিত্যে প্রজার্থে সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ ইত্যনেন সবর্ণা মুখ্যা দর্শিতা (৭২)।"

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুত্রার্থ ও ধর্ম্মার্থ; তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ নিত্য ও কাম্য, তন্মধ্যে নিত্য পুত্রার্থ বিবাহে সবর্ণা কন্যা মুখ্যা, ইহা "সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ" এই বচন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে বিজ্ঞানেশ্বর অসন্দিগ্ধ বাক্যে বিবাহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে

(৭২) মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়।

হইতেছে, বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা বিষয়ে অন্ততঃ মিতাক্ষরানামক গ্রন্থের সম্মতি আছে। কৌতুকের বিষয় এই, তিনি মিতাক্ষরার উপরি উদ্ধৃত অংশের

"রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ"।

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুত্রার্থ ও ধর্ম্মার্থ।

এই প্রথম বাক্যটি বিবাহের কাম্যত্বসংস্থাপনপ্রকরণে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৭৩), কিন্তু উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী

"তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যশ্চ"।

তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ নিত্য ও কাম্য।

এই বাক্যে, নিত্য কাম্য ভেদে বিবাহ দ্বিবিধ, এই যে নির্দ্দেশ আছে, অনুগ্রহ করিয়া দিব্য চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করেন নাই।

বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়েও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্মতি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

"অধিবেদনং ভার্য্যান্তরপরিগ্রহঃ অধিবেদননিমিত্তান্যপি স এবাহ

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি॥ (৭৪)।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহের নাম অধিবেদন। যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হইলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

---

(৭৩) এতৎ সর্ব্বমভিসন্ধায় বিজ্ঞানেশ্বরেণ মিতাক্ষরায়ামাচারাধ্যায়ে রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধ ইত্যুক্তম্। বহুবিবাহবাদ, ১০পৃষ্ঠা।

এই সকল অনুধাবন করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষরার আচারাধ্যায়ে, "রতিপুত্রধর্ম্মার্থত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ" এই কথা বলিয়াছেন।

(৭৪) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

"অধিবেদনং দ্বিবিধং ধর্ম্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদিধর্ম্মার্থে পূর্ব্বোক্তানি মদ্যপত্বাদীনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন তান্যপেক্ষিতানি (৭৫)।"

"দ্বিবিধং হ্যধিবেদনং ধর্ম্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদিধর্ম্মার্থে প্রাগুক্তানি মদ্যপত্বাদীনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন তান্যপেক্ষিতানি (৭৬)।"

অধিবেদন দ্বিবিধ ধর্ম্মার্থ ও কামার্থ; তাহার মধ্যে পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্মার্থ অধিবেদনে পূর্ব্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্তঘটনা আবশ্যক; কামার্থ বিবাহে সে সকলের অপেক্ষা করিতে হয় না।

"এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তম্বঃ
ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত (৭৭)।"

আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন করিতে পারিবেক না; যথা, যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

এক্ষণে

১। "যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে।"

২। "ধর্ম্মার্থ অধিবেদনে পূর্ব্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্ত ঘটনা আবশ্যক"।

৩। "এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন করিতে পারিবেক না"।

ইত্যাদি লিখন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ কৃত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়ে পরাশরভাষ্য, বীরমিত্রোদয় ও চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা এই সকল গ্রন্থের সম্মতি আছে কি না, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অপরঞ্চ,

"অতএব প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীয় বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিকদিগের নিকটে নহে"।

---

(৭৫) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়। (৭৭) বীরমিত্রোদয়।
(৭৬) চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে বিবাহের ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অথবা প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমার অবলম্বিত ব্যবস্থা তান্ত্রিকদিগের নিকটে শোভা পাইবেক না। কিন্তু, আমার সামান্য বিবেচনায়, তান্ত্রিক মাত্রেই ঐ ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিবেন, এরূপ বোধ হয় না, তবে যাঁহারা তাঁহার মত ঘোর তান্ত্রিক, তাঁহাদের নিকটে উহা গ্রাহ্য হইবেক, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।

বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন,

"ইত্থং বিবাহস্য কেবলনিত্যত্বং কেবলনৈমিত্তিকত্বঞ্চ ত্রৈবিধ্যবিভাজকোপাধিতয়া তেন যৎ প্রমাণমন্তরেণৈব কল্পিতং তৎ প্রতিক্ষিপ্তং তস্য দ্বিশকটপুস্তকভারাহরণেন উপদেশসহস্রানুসরণেন বা তেন সমাধেয়ম্ (৭৮)।"

এইরূপে বিদ্যাসাগর, প্রমাণ ব্যতিরেকেই, ত্রৈবিধ্যবিভাজক উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলনিত্যত্ব ও কেবলনৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে তিনি, দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া, তাহার সমাধান করুন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি তাঁহার মত সর্ব্বজ্ঞ নহি; সুতরাং, পুস্তকবিরহিত ও উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই। বস্তুতঃ, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সমাধানের নিমিত্ত, আমায় বহু পুস্তক দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি আত্মীয়তাভাবে ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না

---

(৭৮) বহুবিবাহবাদ, ১৯ পৃষ্ঠা।

করিলেও, আমায় তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি (৭৯)। কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী; এক গাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা দুই গাড়ী পরিমিত হইবেক না; বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যূন হইবেক; সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশ পালন করা হয় নাই; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইতেছি। দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যেরূপ দয়া করিয়া, আমায় ঐ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জনা করেন। আর, এস্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের এ অংশে আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে; কিন্তু অপর অংশে, অর্থাৎ তাঁহার উত্থাপিত আপত্তির সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। সুতরাং সে বিষয়ে মহানুভাব তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমায় নিতান্ত অপরাধী করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

---

(৭৯) গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুসৃত্য সংস্কৃতপাঠশালাতো গৃহীতশকটভারপুস্তকেন। বহুবিবাহবাদ, ১৩ পৃষ্ঠা।

যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপদবাচ্য, এই উক্তির অনুসরণ করিয়া, সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

"ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বাচ্চ যাবদিচ্ছং তাবদ্বিবাহস্যোচিতত্বাৎ (১)।"

ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি চিরজীবী হউন এবং এইরূপ সদ্ব্যবস্থা ও সদুপদেশ দ্বারা স্বদেশীয়দিগের সদাচারশিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বিষয়ে সহায়তা করিতে থাকুন। তাঁহার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা ও অদ্ভুত সাহস ব্যতিরেকে, এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে। তদপেক্ষা ন্যূনবুদ্ধি, ন্যূনবিদ্য, ন্যূনসাহস ব্যক্তির, "যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," কদাচ ঈদৃশ ব্যবস্থা দিতে সাহস হয় না, তাদৃশ ব্যক্তি, অত্যন্ত সাহসী হইলে, "যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে," কথঞ্চিৎ এরূপ ব্যবস্থা দিতে পারেন। যাহা হউক, তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে বিবাহ চতুর্বিধ। ব্রহ্মচর্য্য সমাধানের পর, গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নিত্য বিবাহ। যথা,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৩।৪। (২)

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক।

---

(১) বহুবিবাহবাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা। (২) মনুসংহিতা।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নৈমিত্তিক বি । যথা,

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ ১।৭৩। (৩)॥”

যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী ও পতিদ্বেষিণী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ, করিবেক।

পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য, পুত্রলাভ ব্যতিরেকে পিতৃঋণের পরিশোধ হয় না; যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেকে দেবঋণের পরিশোধ হয় না। স্ত্রী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, সুরাপায়িণী প্রভৃতি হইলে, গৃহস্থাশ্রমের দুই প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, যত বার নিমিত্ত ঘটিবেক, তত বার বিবাহ করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে। যথা,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দ্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ।
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ (৪)॥

প্রথমপরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক, তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক, এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক, আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক।

শাস্ত্রকারেরা, যাবৎ নিমিত্ত ঘটিবেক তাবৎ বিবাহ করিবেক, এইরূপ

(৩) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। (৪) বীরমিত্রোদয় ও বিধানপারিজাতধৃত স্মৃতি।

বিধি প্রদান করিয়া, নিমিত্ত না ঘটিলে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনবায় বিবাহ করিতে পারিবেক না, এইরূপ নিষেধও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২।৫।১২। (৫)

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীব জীবদ্দশায় পুনবায় দাবপরিগ্রহে পুরুষের অধিকার নাই। পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক, এজন্য, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা নিত্যনৈমিত্তিক বিবাহ। যথা,

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥ ৫।১৬৮। (৬)

পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।

এইরূপে শাস্ত্রকারেরা, গৃহস্থাশ্রমের প্রধান দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহের বিধি প্রদর্শন করিয়া, রতিকামনায় পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনবায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে যে অসবর্ণাবিবাহের বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কাম্য বিবাহ। যথা,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ। ৩।১২। (৭)

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা, কিন্তু যাহারা

(৫) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র।
(৬) মনুসংহিতা।
(৭) মনুসংহিতা।

কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

রতিকামনায় অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক। যথা,

একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্ব্বোঢ়ামপরাং বহেৎ (৮)॥

যে ব্যক্তি স্ত্রী সত্ত্বে কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক।

শাস্ত্রকারেরা কামুক পুরুষের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব্ব স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া, কাম্য বিবাহের পথ একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক; কারণ, হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি আছে, এরূপ কোনও স্ত্রীলোক, অর্থলোভে, চির কালের জন্য, অপদস্থ হইতে ও সপত্নীযন্ত্রণারূপ নরকভোগ করিতে সম্মত হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না।

বিবাহবিষয়ক বিধি সকল প্রদর্শিত হইল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে দারপরিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন,

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥ ৯। ২৮। (৯)

পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গলাভ এই সমস্ত স্ত্রীর অধীন।

প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা এই সকল সম্পন্ন হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। এজন্য, আপস্তম্ব

(৮) স্মৃতিচন্দ্রিকা পরাশরভাষ্য মদনপারিজাত প্রভৃতি ধৃত দেবলবচন।
(৯) মনুসংহিতা।

তাদৃশ স্থলে স্পষ্ট বাক্যে বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ বশতঃ পুত্রোৎপাদনের অথবা ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিলে, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত, যত বার আবশ্যক, বিবাহ করিবেক, অর্থাৎ প্রথমপরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, তৎ সত্ত্বে বিবাহ করিবেক, এবং দ্বিতীয়পরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, পুনর্বার বিবাহ করিবেক, এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক। আর, যদি প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর সহযোগে কোনও ব্যক্তির রতিকামনা পূর্ণ না হয়, সে রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক। অতএব, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, অথবা উৎকট রতিকামনা বশতঃ, গৃহস্থ ব্যক্তির বহু বিবাহ সম্ভব, এই দুই কারণ ব্যতিরেকে, একাধিক বিবাহ শাস্ত্রানুসারে কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না। উক্ত প্রকারে বহু বিবাহ সম্ভব হওয়াতে, কোনও কোনও ঋষিবাক্যে এক ব্যক্তির বহু বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

অগ্নিশিষ্টাদিশুশ্রূষাং বহুভার্য্যঃ সবর্ণয়া।
কারয়েত্তদ্বহুত্বং চেজ্জ্যেষ্ঠয়া গর্হিতা ন চেৎ (১০)॥

যাহার অনেক ভার্য্যা থাকে, সে ব্যক্তি অগ্নিশুশ্রূষা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ও শিষ্টশুশ্রূষা অর্থাৎ অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পরিচর্য্যা সবর্ণ স্ত্রী সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, আর, যদি সবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকে, জ্যেষ্ঠা সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, যদি সে ধর্ম্মকার্য্যে অযোগ্যতাপ্রতিপাদক দোষে আক্রান্ত না হয়।

এই রূপে, যে যে স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হইবেক, পূর্ব্বপরিণীত স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত অথবা উৎকট রতিকামনা ঐ বহুভার্য্যাবিবাহের নিদান বলিয়া বুঝিতে হইবেক। বস্তুতঃ, যখন

(১০) বিধানপারিজাতধৃত কাত্যায়নবচন।

পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় সবর্ণা বিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, যখন তাদৃশ নিমিত্ত না ঘটিলে, সবর্ণা বিবাহের স্পষ্ট নিষেধ লক্ষিত হইতেছে, এবং যখন উৎকট রতিকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, কেবল অসবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তখন যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, "ইচ্ছার নিয়ামক নাই, যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত," তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কত দূর শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, বিবাহ করা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় বিবাহ করিবেক না, অথবা যত ইচ্ছা বিবাহ করিবেক। কিন্তু, পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, চতুর্ব্বিধ বিবাহের মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে, শাস্ত্রকারেরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তত্তৎ বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন, এই ত্রিবিধ বিবাহ না করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। তবে, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, যে অসবর্ণা বিবাহ করিবার বিধি আছে, কেবল ঐ বিবাহ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক না, তাদৃশ বিবাহ না করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। অতএব, বিবাহ মাত্রই পুরুষের ইচ্ছাধীন, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা। আর, বিবাহ বিষয়ে ইচ্ছার নিয়ামক নাই, ইহা অপেক্ষা অসার ও উপহাসকর কথা আর কিছুই হইতে পারে না। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বদর্শিত আপস্তম্ববচন দ্বারা পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় সবর্ণা বিবাহ

এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং, সে অবস্থায় ইচ্ছা অনুসারে পুনর্বার বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তবে, রতিকামনাস্থলে অসবর্ণাবিবাহ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বটে; কিন্তু সে ইচ্ছারও নিয়ামক নাই এরূপ নহে; কারণ, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী সম্মত না হইলে, কেবল পুরুষের ইচ্ছায় তাদৃশ বিবাহ হইতে পারে না। অতএব বিবাহবিষয়ে পুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, যত ইচ্ছা হইবেক, তত বিবাহ করা উচিত, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ভিন্ন অন্য পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। প্রথমতঃ, তর্কবাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্র বিষয়ে বহুদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার নাই, দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্থিরবুদ্ধি লোক নহেন, তৃতীয়তঃ, ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্যসমূহের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে না পারিয়া, এবং কোনও কোনও স্থলে, বহু জায়া, বহু ভার্য্যা, অথবা ভার্য্যাশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ দেখিয়া, ইচ্ছাধীন বহু সবর্ণা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার ও উচিত কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় ক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

"তস্মাদেকো বহ্বীর্বিন্দতে ইতি শ্রুতিঃ,

তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুতিঃ,

ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাঃ স্যুরিতি দায়ভাগধৃতপৈঠীনসিস্মৃতিশ্চ বিবাহক্রিয়াকর্ম্মগতসংখ্যাবিশেষবহুত্বং খ্যাপয়ন্তী একস্যানেকবিবাহং প্রতিপাদয়তি (১১)।"

"অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে।" এই শ্রুতি, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।" এই শ্রুতি, এবং "সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প।" দায়ভাগধৃত এই পৈঠীনসিস্মৃতি দ্বারা (১২) বিবাহক্রিয়ার কর্ম্মভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পদে বহুবচনসদ্ভাব বশতঃ, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে"।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, এক ব্যক্তির বহু সবর্ণা বিবাহ সম্ভব,

---

(১১) বহুবিবাহবাদ, ২০ পৃষ্ঠা।

(১২) তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত এই স্মৃতিবাক্য পৈঠীনসির বচন নহে, দায়ভাগে শঙ্খ ও লিখিতের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি পৈঠীনসির বচন বলিয়া সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এজন্য আমাকেও ঐ ভ্রান্তিমূলক নির্দ্দেশের অনুসরণ করিতে হইল।

আর, উৎকট রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পুরুষ পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা ভার্য্যার জীবদ্দশায়, তদীয় সম্মতি ক্রমে, অসবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, ইহা দ্বারাও এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহ সম্ভব। অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বন্ধ্যাত্বপ্রভৃতিনিমিত্ত-নিবন্ধন, অথবা উৎকটরতিকামনামূলক, তাহার কোনও সংশয় নাই। উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে সামান্যাকারে এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহ সম্ভব, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা, নিমিত্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। অতএব, বেদবাক্যনির্দ্দিষ্ট বহুভার্য্যাপরিগ্রহ ও ঋষিবাক্যব্যবস্থাপিত বহুভার্য্যাপরিগ্রহ একবিষয়ক, বেদে এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাপরিগ্রহের যে উল্লেখ আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ঐ বহুভার্য্যাপরিগ্রহের স্থল সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদবাক্যের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোল-কল্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নহে। পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা এই দুই বেদবাক্যের উক্তবিধ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"অথাধিবেদনম্। তদুক্তমৈতরেয়ব্রাহ্মণে

তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয় ইতি।

সহশব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে অতএব

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্মর্য্যতে। শ্রুত্যন্তরমপি

তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দত ইতি।

নিমিত্তান্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথেতি॥

মনুরপি

মদ্যপাসত্যবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্যার্থঃ যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাগেবোঢব্যেতি অগ্ন্যাধানাৎ প্রাগিতি মুখ্যকল্পাভিপ্রায়ং নোত্তরপ্রতিষেধার্থম্ অধিবেদনস্য পুনরাধাননিমিত্ততানুপপত্তেঃ। স্মৃত্যন্তরেঽপি

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ।
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েদিতি॥

অস্যার্থঃ প্রথমায়াং ভার্য্যায়ামপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় পুত্রানুৎপাদয়েদিতি শেষঃ তস্যামপি পুত্রানুৎপত্তৌ আ পুত্রদর্শনাৎ পরিণয়েদিতি শেষঃ। স্পষ্টমন্যৎ (১৩)।

অতঃপর অধিবেদনপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না"। সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে এই কথা বলাতে ক্রমে অন্য পতি হইতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। এই নিমিত্ত, "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত"। এই বচন

(১৩) বীরমিত্রোদয়।

দ্বারা মনু স্ত্রীদিগের অন্য পতি বিধান করিয়াছেন। বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তি বহুভার্য্যাবিবাহ করিতে পারে"। যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, "যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী ও পতিদ্বেষিণী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক"। মনুও কহিয়াছেন, "যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক"। আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না। যথা, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎ সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক"। "অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে", এ কথা বলার অভিপ্রায় এই, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করা মুখ্য কল্প; নতুবা অগ্ন্যাধানের পর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এরূপ তাৎপর্য্য নহে, তাহা হইলে অধিবেদন অগ্ন্যাধানের নিমিত্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অন্য স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রথমপরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক, এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয় তাবৎ বিবাহ করিবেক, আর, এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক"।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অধিবেদনপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বপ্রথম তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়কে অধিবেদনের প্রমাণস্বরূপ বিন্যস্ত করিয়াছেন, তৎপরে যে সকল নিমিত্ত ঘটিলে অধিবেদন করিতে পারে, তৎপ্রদর্শনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যবচন ও মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, পরিশেষে, ঐ সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন করিতে পারিবেক না, ইহা আপস্তম্ববচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের নির্দ্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের মতে ঐ বহুভার্য্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না।

"অথ দ্বিতীয়বিবাহবিধানম্। তত্র শ্রুতিঃ

তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দত ইতি।

শ্রুত্যন্তরমপি

তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয় ইতি।

তদ্বিষয়মাহাপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি॥

অস্যার্থঃ যদি প্রাগূঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি। ত্রিভির্ঋণবান্ জায়ত ইতি, নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি ইতি শ্রুতেঃ, স্মৃতিশ্চ,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ।
পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ।
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা (১৪)॥

অতঃপর দ্বিতীয়বিবাহপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে বেদে উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে"। বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, "অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।" এ বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক"। "ত্রিবিধ ঋণে

(১৪) বিধানপারিজাত।

ঋণগ্রস্ত হয়', "অপুত্র ব্যক্তির সদ্গতি হয় না", এই দুই বেদবাক্য তাহার প্রমাণ, স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক, এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক, আর এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক"। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের নির্দ্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের ন্যায়, অনন্তভট্টের মতেও ঐ বহুভার্য্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না।

কিন্তু,

"তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ"।

অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।

এই বেদাংশ যে উপাখ্যানের উপসংহারস্বরূপ, তাহা সমগ্র উদ্ধৃত হইতেছে, তদ্দৃষ্টে, বোধ করি, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিতণ্ডাপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইতে পারে।

"ঋক্ চ বা ইদমগ্রে সাম চাস্তাম্। সৈব নাম ঋগাসীৎ অমো নাম সাম। সা বা ঋক্ সামোপাবদৎ মিথুনং সম্ভবাব প্রজাত্যা ইতি। নেত্যব্রবীৎ সাম জ্যায়ান্ বা অতো মম মহিমেতি। তে দ্বে ভূত্বোপাবদতাম্। তে ন প্রতি চন সমবদত। তাস্তিস্রো ভূত্বোপাবদন্। যৎ তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিসৃভিঃ সমভবৎ। যত্তিসৃভিঃ সমভবৎ তস্মাত্তিসৃভিঃ স্তুবন্তি তিসৃভি-

রুন্দায়ন্তি। তিসৃভির্হি সাম সম্মিতং ভবতি। তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ (১৫)।”

পূর্ব্বে ঋক্ ও সাম পৃথক্ ছিলেন। ঋকের নাম সা, সামের নাম অম। ঋক্ সামের নিকট গিয়া বলিলেন, আইস, আমরা সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত উভয়ে সহবাস করি। সাম কহিলেন না, তোমার অপেক্ষা আমার মহিমা অধিক। তৎপরে দুই ঋক্ প্রার্থনা করিলেন। সাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন। যেহেতু তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সাম তাঁহাদের সহবাসে সম্মত হইলেন। যেহেতু সাম তিন ঋকের সহিত মিলিত হইলেন, এজন্য সামগেরা তিন ঋক্ দ্বারা যজ্ঞে স্তুতিগান করিয়া থাকেন। এক সাম তিন ঋকের তুল্য। অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর একসঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।

এই বেদাংশকে প্রকৃত উপাখ্যানের আকারে পরিণত করিয়া, তদীয় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। “সামনাথ বাচস্পতির ঋক্সুন্দরী, ঋক্মোহিনী ও ঋক্বিলাসিনী নামে তিন মহিলা ছিল। একদা, ঋক্সুন্দরী, সামনাথের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত সহবাস প্রার্থনা করিলেন। তুমি নীচাশয়া অথবা নীচকুলোদ্ভবা, আমি তোমার সহিত সহবাস করিব না, এই বলিয়া সামনাথ অস্বীকার করিলেন। পরে ঋক্সুন্দরী ও ঋক্মোহিনী উভয়ে প্রার্থনা করিলেন; সামনাথ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অনন্তর, ঋক্সুন্দরী, ঋক্মোহিনী ও ঋক্বিলাসিনী তিন জনে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলে, সামনাথ তাঁহাদের সহিত সহবাসে সম্মত হইলেন”। এই উপাখ্যান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, সামনাথবাচস্পতির তিন মহিলা ছিল, কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি তাঁহাদের সহবাসে পরাঙ্মুখ

---

(১৫) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয় পঞ্চিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। গোপথ ব্রাহ্মণ, উত্তর ভাগ, তৃতীয় প্রপাঠক, বিংশ খণ্ড।

ছিলেন। অবশেষে, তিন জনের বিনয় ও প্রার্থনার বশীভূত হইয়া, তাহাদের সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। নতুবা, বাচস্পতি মহাশয় একবারে তিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইহা এ উপাখ্যানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ, অবিবাহিতা বালিকারা, অপরিচিত বা পরিচিত পুরুষের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত বিবাহ-প্রার্থনা করিবেক, ইহা কোনও মতে সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না। যদি বিবাহিতার সহবাস অভিপ্রেত না বলিয়া, অবিবাহিতার বিবাহ অভিপ্রেত বল, এবং তদ্দ্বারা এক ব্যক্তির একবারে তিন বা তদধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, এক ব্যক্তি একবারে তিনের ন্যূন বিবাহ করিতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, কারণ, বিবাহপক্ষ অভিপ্রেত হইলে,

"যত্তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিসৃভিঃ সমভবৎ"

এ অংশের

যেহেতু তিন জনে প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সামনাথ তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন,

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, এবং তদনুসারে, একবারে তিন মহিলা বিবাহ প্রার্থনা না হইলে, বিবাহ করা বেদবিরুদ্ধ ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইবেক, কারণ, সামনাথ একাকিনী ঋক্সুন্দরীর, অথবা ঋক্সুন্দরী ও ঋক্মোহিনী উভয়ের, প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই, পরিশেষে, ঋক্সুন্দরী, ঋক্মোহিনী ও ঋক্বিলাসিনী তিন জনের প্রার্থনায় তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া, পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ক্রমে ক্রমে বা একবারে বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ মীমাংসা করা, আর এই বেদবাক্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, অথবা তাঁহারা

এই বেদবাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্য নিমিত্তনির্দ্দেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহের বিধিপ্রদর্শন ও নিমিত্ত না ঘটিলে বিবাহের নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার অবলম্বিত স্মৃতিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

"ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ"।

সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প।

এই পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা এই পদে বহুবচন আছে, ঐ বহুবচনবলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু, কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন, পৈঠীনসি এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিধান অভিপ্রায়ে ভার্য্যাশব্দে বহুবচন প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ, ঐ বহুবচনপ্রয়োগ এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহের পোষক নহে। "ভার্য্যাঃ" এস্থলে ভার্য্যাশব্দে যেরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে, "সর্ব্বেষাম্" এস্থলে সর্ব্বশব্দেও সেইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে। "সর্ব্বেষাম্", সকলের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সজাতীয়া ভার্য্যা মুখ্য কল্প। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বোধনার্থে, সর্ব্বশব্দে যেরূপ বহুবচন আছে, সেইরূপ তিন বর্ণের স্ত্রী বুঝাইবার অভিপ্রায়ে, ভার্য্যাশব্দেও বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্। ৩। ৪।

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সুলক্ষণা সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে একবচন থাকাতে, যেরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে;

"উদ্বহেরন্ দ্বিজা ভার্য্যাঃ সবর্ণা লক্ষণান্বিতাঃ।"

প্রদর্শিত প্রকারে, মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে বহুবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহার কোনও সংশয় নাই। সমান ন্যায়ে,

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।

সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প।

এই পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ব শব্দে বহুবচন থাকাতে, যেরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে;

ভার্য্যা সজাতীয়া সর্ব্বস্য শ্রেয়সী স্যাৎ।

প্রদর্শিত প্রকারে, পৈঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সর্ব্ব শব্দে একবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহারও কোনও সংশয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের বিশিষ্টরূপ বোধ ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহাপণ্ডিত বলিয়া, নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মহা-পণ্ডিত মহোদয়ের প্রবোধার্থে, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নহে। পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তারাও ঈদৃশ স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন; যথা,

"তথাচ যমঃ

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিত ইতি।

অয়মর্থঃ সমাবৃত্তস্য ত্রৈবর্ণিকস্য প্রথমবিবাহে সবর্ণৈব প্রশস্তা" (১৩)।

(১৩) বীরমিত্রোদয়।

যম কহিয়াছেন, "সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প"। ইহার অর্থ এই, সমাবৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সমাধানান্তে গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশোন্মুখ ত্রৈবর্ণিকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণাই প্রশস্তা।

দেখ, এই যমবচনে, পৈঠীনসিবচনের ন্যায়, 'ভার্য্যাঃ" "সর্ব্বেষাম্" এ স্থলে ভার্য্যাশব্দে ও সর্ব্বশব্দে বহুবচন আছে, কিন্তু মিত্রমিশ্র "সবর্ণৈব" "ত্রৈবর্ণিকস্য" এই একবচনান্ত পদের প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ দুই বহুবচনান্ত পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভার্য্যাপদের বহুবচন যদি বহুভার্য্যাবিবাহের বোধক হইত, তাহা হইলে তিনি "সজাত্যাঃ ভার্য্যাঃ" ইহার পরিবর্ত্তে "সবর্ণৈব", এবং "সর্ব্বেষাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "ত্রৈবর্ণিকস্য", এরূপ একবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিতেন না; কিন্তু তাদৃশ পদের প্রয়োগ করিয়া, ঈদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত ও তাৎপর্য্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দায়ভাগধৃত পৈঠীনসিবচন ও বীরমিত্রোদয়ধৃত যমবচন সর্ব্বাংশে তুল্য; যথা,

পৈঠীনসিবচন

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।

যমবচন

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিকঃ।

যদি বীরমিত্রোদয়ে পৈঠীনসিবচন উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে মিত্রমিশ্র ঐ বচনের যমবচনের তুল্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ফলকথা এই, এরূপ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ই এক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

এই মনুবচন যমবচন ও পৈঠীনসিবচনের তুল্যার্থক; কিন্তু, ঐ দুই

ঋষিবাক্যে ভার্য্যাশব্দে যেমন বহুবচন আছে, মনুবাক্যে সবর্ণাশব্দে সেরূপ বহুবচন না থাকিয়া একবচন আছে; অথচ তিন ঋষিবাক্যে এক অর্থই প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা দ্বারাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। আর, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিবাক্যে যে শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপরবর্ত্তী ঋষিবাক্যে সেই শব্দেই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, অথচ উভয় স্থলেই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিভক্তির বচনভেদ নিবন্ধন অর্থগত কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না। যথা,

যদি স্বাশ্চাবরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণৈব জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ ॥৯।৮৫।(১৭)

যদি দ্বিজেরা স্বা অর্থাৎ সজাতি স্ত্রী এবং অবরা অর্থাৎ অন্যজাতি স্ত্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে বর্ণক্রমে সেই সকল স্ত্রীর জ্যেষ্ঠতা, সম্মান ও বাসগৃহ হইবেক।

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন ॥৯।৮৬। (১৭)

স্বামীর শরীরপরিচর্য্যা ও নিত্য ধর্ম্মকার্য্য দ্বিজাতিদিগের স্বা অর্থাৎ সজাতি স্ত্রীই করিবেক, অন্যজাতি কদাচ করিবেক না।

দেখ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মনুবাক্যে "স্বাঃ" "অবরাঃ" এই দুই পদে বহুবচন আছে, আর তৎপরবর্ত্তী মনুবাক্যে "স্বা" "অন্যজাতিঃ" এই দুই পদে একবচন আছে, অথচ উভয়ত্রই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ, কোনও বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ আছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল বিভক্তির একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণব্যবসায়ের পরিচয় প্রদান মাত্র।

---

(১৭) মনুসংহিতা।

এ বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে;

"ন চ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়েণ বহুবচনমুপাত্তমিতি শঙ্ক্যম্ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়কত্বে সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণীতি মানববচন ইব ভার্য্যা কার্য্যেত্যেকবচননির্দ্দেশেনৈব তথার্থাবগতৌ বহুবচননির্দ্দেশবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ" (১৮)।

পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দে প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে বহুবচন প্রযুক্ত হইযাছে, এ আশঙ্কা করিও না; যদি প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে হইত, তাহা হইলে "দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা" এই মনুবাক্যে সবর্ণাশব্দে যেমন একবচন আছে, পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দেও সেইরূপ একবচন থাকিলেই তাদৃশ অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারিত; সুতরাং বহুবচন নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত মনুবাক্য ও পৈঠীনসিবাক্য সর্ব্বাংশে তুল্য, উভয়ের অর্থগত ও উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। যথা,

মনুবচন

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

পৈঠীনসিবচন

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।

দ্বিজাতিদিগের সজাতীয়া ভার্য্যা বিবাহ মুখ্য কল্প।

তবে, উভয় ঋষিবাক্যের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, মনুবাক্যে সবর্ণাশব্দে একবচন আছে; পৈঠীনসিবাক্যে ভার্য্যা শব্দে বহুবচন আছে। পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দে যে বহুবচন আছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ বহুবচনবলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পুরুষ একবারে বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে; তাঁহার মতে ঐ বহুবচন প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,

---

(১৮) বহুবিবাহবাদ, ২৩ পৃষ্ঠা।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার নিমিত্ত, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ নহে। মনুবাক্যে সবর্ণাশব্দে একবচন আছে, অথচ সবর্ণাশব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইতেছে; তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার অভিপ্রায় হইলে, পৈঠীনসিবাক্যেও ভার্য্যাশব্দে একবচন থাকিলেই তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং, বহুবচন প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব, বহুবচন-প্রয়োগের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, একবারে বহুভার্য্যাবিবাহই পৈঠীনসির অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পৈঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দ বহু-বচনান্ত দেখিয়া, যদি বহুভার্য্যাবিবাহ পৈঠীনসির অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে, সমান ন্যায়ে, মনুবাক্যস্থিত সবর্ণা-শব্দ একবচনান্ত দেখিয়া, একভার্য্যাবিবাহ মনুর অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক, এবং তাহা হইলে, মনুবচনের ও পৈঠী-নসিবচনের বিরোধ উপস্থিত হইল; মনু যে স্থলে একভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন, পৈঠীনসি অবিকল সেই স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই বিরোধের সমাধা করা যাইবেক; মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, এই পথ অবলম্বন করিয়া পৈঠীনসিস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক, কিংবা মনু অপেক্ষা পৈঠীনসির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, মনুস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক, অথবা মনু ও পৈঠীনসি উভয়ই তুল্য, তুল্যবল শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধস্থলে বিকল্প পক্ষ অবলম্বিত হইয়া থাকে, এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিকল্পব্যবস্থার অনুসরণ করা হইবেক, অথবা অন্যান্য মুনিবাক্যের সহিত একবাক্যতা-সম্পাদন করিয়া, ব্যবস্থা করা যাইবেক। বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসমূহের অবিরোধ সম্পাদিত হইলে, যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের যে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"চতস্রো ব্রাহ্মণস্য তিস্রো রাজন্যস্য দ্বে বৈশ্যস্যেতি পৈঠীনসি-বচনস্য তাৎপর্য্যাবদ্যোতনার্থং দায়ভাগকৃতা জাত্যবচ্ছেদেনেত্যুক্তম্ চতুর্জাত্যবচ্ছিন্নতয়া বিবাহং ব্যবস্থাপয়তা চ তেন একৈকবর্ণায়া অপি পঞ্চাদিসংখ্যা ন বিরুদ্ধেতি দ্যোতিতং তচ্চ ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বেনৈব প্রাগুক্তবচনজাতেন বিবাহবহুত্বপ্রতিপাদনেন চ সূক্তমিত্যুৎপশ্যামঃ" (১৯)।

"ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই," এই পৈঠীনসি-বচনের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত, দায়ভাগকার "জাত্যবচ্ছেদেন" এই কথা বলিয়াছেন। চারি জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যবস্থা করিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি স্ত্রীবিবাহ দূষ্য নয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছার নিয়ামক না থাকাতে এবং পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ দ্বারা বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হওয়াতে, আমার বিবেচনায় দায়ভাগকার অতি সুন্দর তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার, বার, তের প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহ দূষ্য নয়, দায়ভাগকার পৈঠীনসিবচনের এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত অসংসাহসিক পুরুষ ছিলেন না, সুতরাং, নিতান্ত নির্ব্বিবেক হইয়া, যথেচ্ছ ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন কেন। নিরপরাধ দায়ভাগকারের উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করা অনুচিত। তিনি যে এ বিষয়ে কোনও অংশে দোষী নহেন, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

"চতস্রো ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ, তিস্রো রাজন্যস্য দ্বে

(১৯) বহুবিবাহবাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

বৈশ্যস্য একা শূদ্রস্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদি-
সংখ্যা সম্বধ্যতে।”

(পৈঠীনসি কহিয়াছেন,) “অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক ভার্য্যা হইতে পারে।” এই চারি প্রভৃতি সংখ্যার “জাত্যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাতির সহিত সম্বন্ধ।

অর্থাৎ, পৈঠীনসিবচনে যে চারি, তিন, দুই, এক এই শব্দচতুষ্টয় আছে, তদ্দ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি এই বোধ করিতে হইবেক ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, নতুবা, ব্রাহ্মণ চারি স্ত্রী বিবাহ, ক্ষত্রিয় তিন স্ত্রী বিবাহ, বৈশ্য দুই স্ত্রী বিবাহ, শূদ্র এক স্ত্রী বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। দায়ভাগকারের লিখন দ্বারা ইহার অতিরিক্ত কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। অতএব, তদীয় এই লিখন দেখিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দূষ্য নয়, দায়ভাগকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঈদৃশ অসঙ্গত তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না। যথা,

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥
ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয়স্ত্রয়ঃ ॥
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ(২০) ॥

(২০) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিবাহে, পুরুষের পক্ষে সজাতীয়া ভার্য্যা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে সজাতীয় পতি মুখ্য কল্প। অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের অন্য তিন স্ত্রী হইতে পারে। প্রতিলোম ক্রমে শূদ্রার অন্য তিন পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের অন্য দুই ভার্য্যা, বৈশ্যের অন্য এক ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যার অন্য দুই পতি, ক্ষত্রিয়ার অন্য এক পতি হইতে পারে।

দেখ, নারদ সবর্ণা ও অসবর্ণা লইয়া পুরুষপক্ষে যেরূপ ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের তিন স্ত্রী, বৈশ্যের দুই স্ত্রী, শূদ্রের এক স্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেইরূপ, স্ত্রীপক্ষেও সবর্ণ ও অসবর্ণ লইয়া, শূদ্রার চারি পতি, বৈশ্যার তিন পতি, ক্ষত্রিয়ার দুই পতি, ব্রাহ্মণীর এক পতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দায়ভাগকার পৈঠীনসিবচননির্দ্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী বিবাহ স্থলে যেমন চারি জাতিতে, তিন জাতিতে, দুই জাতিতে, এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নারদবচননির্দ্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী ও পতি বিবাহ স্থলেও নিঃসন্দেহ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, আর, শূদ্রার চারি জাতিতে, বৈশ্যার তিন জাতিতে, ক্ষত্রিয়ার দুই জাতিতে, ব্রাহ্মণীর এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে। নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন না হইয়া, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক পতি বিবাহরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, অর্থাৎ, শূদ্রার চারি পতির সহিত, বৈশ্যার তিন পতির সহিত, ক্ষত্রিয়ার দুই পতির সহিত, ব্রাহ্মণীর এক পতির সহিত বিবাহ হইতে পারিবেক। কিন্তু, সেরূপ অর্থ যে শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, দায়ভাগকার পৈঠীনসিবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি সংখ্যা-

বাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহ করা দূষ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে, সর্ব্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয়ও জাতিপর বলিয়া অগত্যা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে, সুতরাং, সর্ব্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি পতি বিবাহ করা দূষ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর স্ত্রীলোকে প্রত্যেক বর্ণে যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবেক। বেদব্যাস কেবল দ্রৌপদীকে পাঁচটি মাত্র পতি বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় বেদব্যাস অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন। তিনি একবারে সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোককে প্রত্যেক বর্ণে যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা পতি বিবাহ করিবার অনুমতি দিতেছেন। অতএব, তর্কবাচস্পতিমহাশয়সদৃশ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাপক ভূমণ্ডলে নাই, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ করি, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

যাহা হউক, এস্থলে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, দায়ভাগলিখনের উল্লিখিত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজ বুদ্ধি প্রভাবে উদ্ভাবিত হয় নাই, তাঁহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ঐ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

"জাত্যবচ্ছেদেনেতি জাত্যা ইত্যর্থঃ তেন ব্রাহ্মণস্য পঞ্চষব্রাহ্মণীবিবাহো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ, (২১)।"

"জাত্যবচ্ছেদেন" অর্থাৎ জাতির সহিত, এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণীবিবাহ দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

---

(২১) দায়ভাগটীকা।

অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী

"জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ ষড় বা সজাতীয়া ন বিরুদ্ধা ইত্যাশয়ঃ (২২)।"

"জাত্যবচ্ছেদেন", এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ

"জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণস্য পঞ্চষড্‌ব্রাহ্মণীবিবাহো ঽপি ন বিরুদ্ধ ইতি সূচিতম্ (২২)।"

"জাত্যবচ্ছেদেন" এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণী বিবাহও দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, এই তিন টীকাকারের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নিরীক্ষণ করিয়া, তদীয় নামোল্লেখে বৈমুখ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজবুদ্ধিপ্রভাবে উদ্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যার ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ, তদীয় ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকান্তের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব মাত্র। তন্মধ্যে বিশেষ এই, তাঁহারা তিন জনে স্ব স্ব বর্ণে পাঁচ ছয় বিবাহ দূষ্য নয়, এই মীমাংসা করিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ, এজন্য তিনি, প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দূষ্য নয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও কৃষ্ণকান্তের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসৃত হইল বলিয়া, উল্লেখ বা অঙ্গীকার করেন নাই। অনেকে তদীয় এই ব্যবহারকে অন্যায়াচরণের উদাহরণস্থলে উল্লিখিত করিতে পারেন, কিন্তু, তাঁহার এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অভিনব ও বিস্ময়কর নহে; পরস্ব হরণ করিয়া, নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার,

(২২) দায়ভাগটীকা।

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ও মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যও দায়ভাগের টীকা লিখিয়াছেন ; কিন্তু, তাঁহারা উল্লিখিত দায়ভাগলিখনের উক্তবিধ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নারদবচন দ্বারা ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকার মহাশয়েরা, অথবা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয়, স্ব স্ব বর্ণে, অথবা প্রত্যেক বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা দূষ্য নয়, ইহা দায়ভাগকারের অভিপ্রেত বলিয়া যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না (২৩)।

---

(২৩) অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী, "ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়" এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কেবল অনবধানমূলক বলিতে হইবেক। তদীয় তাৎপর্য্যব্যাখ্যার মর্ম্ম এই, ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, তিনি দায়ভাগধৃত

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ। ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথমবিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা ; কিন্তু যাহারা কামবশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণাবিবাহমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,

"ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রাণাং শূদ্রাবৈশ্যাক্ষত্রিয়াঃ"।

বক্ষ্যমাণ কন্যারা অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া।

ইহা দ্বারা অচ্যুতানন্দ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ; ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রা, বৈশ্য শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে। অতএব, যিনি মনুবচনব্যাখ্যাকালে যদৃচ্ছাস্থলে অসবর্ণাবিবাহমাত্র ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন ; তাঁহার পক্ষে "ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সবর্ণা বিবাহ দূষ্য নয়", এরূপ ব্যবস্থা করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফলতঃ, অচ্যুতানন্দকৃত মনুবচনব্যাখ্যা ও দায়ভাগলিখনের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা যে পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক, একবারে একাধিক ভার্য্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

"অথ যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত কথং কুর্য্যাৎ।

ইত্যাশঙ্ক্য

যস্মিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ

ইত্যুপক্রম্য

দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানঃ

ইতি বিধানপারিজাতধৃতবৌধায়নসূত্রেণ যুগপদ্ভার্য্যাদ্বয়ং তদনুগুণমগ্নিদ্বয়ঞ্চ বিহিতং দ্বয়োঃ পত্ন্যোরন্বারব্ধয়োরিতি বদতা চ অগ্নিদ্বয়ে যুগপত্তয়োর্হোমাদিসম্বন্ধপ্রতীতের্যুগপদ্বিবাহদ্বয়ং স্পষ্টমেব প্রতীয়তে (২৪)।"

"যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে কিরূপ করিবেক," এই আশঙ্কা করিয়া, "যে কালে বিবাহ করিবেক দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক," এইরূপ আরম্ভ করিয়া, "দুই ভার্য্যার সহিত যজমান," বিধানপারিজাতধৃত এই বৌধায়নসূত্রে যুগপৎ ভার্য্যাদ্বয় ও তদুপযোগী অগ্নিদ্বয় বিহিত হইয়াছে, আর "দুই পত্নীর সহিত," এই কথা বলাতে, অগ্নিদ্বয়ে যুগপৎ উভয়ের হোমাদিসম্বন্ধ প্রতীতি জন্মিতেছে, সুতরাং যুগপৎ বিবাহদ্বয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় বৌধায়নসূত্রের অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে পারেন নাই, এজন্য, যুগপৎ বিবাহদ্বয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(২৪) বহুবিবাহবাদ, ২১ পৃষ্ঠা।

তিনি, সমুদয় বোধায়নসূত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সূত্রের অন্তর্গত যে কয়টি কথা আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ করিয়াছেন, সেই কয়টি কথা মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ধর্ম্মসংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক সূত্রের অতি সামান্য অংশত্রয় মাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত করা উচিত ও আবশ্যক ছিল, তাহা হইলে, কেবল তদীয় আদেশের ও উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া, আবশ্যক বোধ হইলে, সকলে স্ব স্ব বুদ্ধি চালনা করিয়া, সূত্রের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিতেন। এস্থলে দুটি কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, প্রথম, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সূত্রের অন্তর্গত কতিপয় শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করা, দ্বিতীয়, কেহ সমুদয় সূত্র দেখিয়া, সূত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে, এজন্য যে গ্রন্থে এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম গোপন পূর্ব্বক, গ্রন্থান্তরের নাম নির্দ্দেশ করা। তিনি লিখিয়াছেন,

"ইতি বিধানপারিজাতধৃতবৌধায়নসূত্রেণ"।

বিধানপারিজাতধৃত এই বৌধায়নসূত্রে।

কিন্তু, বিধানপারিজাতে এই বৌধায়নসূত্র উদ্ধৃত দৃষ্ট হইতেছে না। যাহা হউক, বৌধায়নসূত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কোনও ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ, পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিবেক, নূতন অগ্নি স্থাপন করিয়া, তাহাতে হোম করিতে পারিবেক না। কিন্তু, যদি কোনও কারণ বশতঃ, পূর্ব্ব অগ্নিতে হোম করা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে, নূতন অগ্নিতে হোম করিয়া, পূর্ব্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মিলন করিয়া দিবেক। এই অগ্নিদ্বয়মেলনের দুই পদ্ধতি; প্রথম পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন

করিযা, অগ্রে পূর্ব্ব পত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক, পরে সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিযা, দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইযা হোম করিবেক। এই পদ্ধতি শৌনক ও আশ্বলাযনের বিধি অনুযাযিনী। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক; পরে, সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিযা, প্রথম বিবাহের অগ্নির সহিত মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক। এই পদ্ধতি বৌধায়নের বিধি অনুযাযিনী। শৌনক ও আশ্বলাযনের বিধি অনুসারে, অগ্রে পূর্ব্ব পত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয, বৌধায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয। দুই পদ্ধতির এই অংশে বিভিন্নতা ও মন্ত্রগত বৈলক্ষণ্য আছে। বীরমিত্রোদয়, বিধানপারিজাত, নির্ণয়সিন্ধু, এই তিন গ্রন্থে এ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে এবং অবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণভূত শাস্ত্রও উদ্ধৃত হইযাছে। যথাক্রমে তিন গ্রন্থের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে, তদ্দর্শনে, সকলে এ বিষযের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, এবং তর্কবাচস্পতি মহাশযের মীমাংসা সঙ্গত কি না, তাহাও অনাযাসে বিবেচনা করিতে পারিবেন।

বীরমিত্রোদয

"অথাধিবেদনেঽগ্নিনিযমঃ তত্র কাত্যাযনঃ

সদারোঽন্যান্ পুনর্দ্দারানুদ্বোঢুং কারণান্তরাৎ।
যদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক্ব হোমোঽস্য বিধীয়তে।
স্বাগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচনেতি॥

স্বাগ্নৌ পূর্ব্বপরিগৃহীতেঽগ্নৌ তদভাবে লৌকিকেঽগ্নৌ যদা লৌকিকেঽগ্নৌ তদা পূর্ব্বেণাগ্নিনা অস্যাগ্নেঃ সংসর্গঃ কার্য্যঃ।

অতঃপর অধিবেদনের অগ্নিনিয়ম উল্লিখিত হইতেছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, "যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূর্ব্ব স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন অগ্নিতে কদাচ করিবেক না।" প্রথম বিবাহের অগ্নির অভাব ঘটিলে, লৌকিক অগ্নিতে করিবেক; যদি লৌকিক অগ্নিতে করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মেলন করিতে হইবেক।

"অথ কৃতাধিবেদনস্য অগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধিরভিধীয়তে। শৌনকঃ

অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্।
কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেঽহনি॥
পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি।
তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তয়ান্বারব্ধ আহুতীঃ॥
অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চ্চেন তু।
সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ন্তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ঘৃতম্।
চতুর্গৃহীতমেতাভির্ঋগ্ভিঃ ষড়্ভির্যথাক্রমম্।
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া।
ততঃ স্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ।
গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে॥

পত্ন্যোরেকা যদি মৃতা দগ্ধ্বা তেনৈব তাং পুনঃ।
আদধীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥

অযঞ্চাগ্নিসংসর্গো লৌকিকাগ্নৌ বিবাহহোমপক্ষে পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ বিবাহহোমপক্ষে তু নায়ং সংসর্গবিধিঃ বিবাহহোমেনৈব সংসৃষ্টত্বাৎ।”

অতঃপর, অধিবেদনকারীর পক্ষে অগ্নিদ্বয়মেলনের যে বিধি আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শৌনক কহিয়াছেন, “স্ত্রীদিগের সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি। ধর্ম্মলোপভয়ে অযোগ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক অন্বাধানপ্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক। পরে “অয়ং তে যোনিঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ” এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনন্তর, “অগ্নাবগ্নিশ্চরতি”, “অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে”, এই দুই, “অস্তীদম্” ইত্যাদি তিন, “পাহি নো অগ্ন একয়া” এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহুতি দিবেক, তৎপরে স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার আধান করিবেক।” দ্বিতীয়বিবাহহোম লৌকিক অগ্নিতে সম্পাদিত হইলেই, উক্ত-প্রকার অগ্নিমেলনের আবশ্যকতা, পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতে সম্পাদিত হইলে, উহার আবশ্যকতা নাই; কারণ, বিবাহহোম দ্বারাই অগ্নিসংসর্গ নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

বিধানপারিজাত

“অথ সাগ্নিকস্য দ্বিতীয়াং ভার্য্যামূঢবতোঽগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধানম্।
আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে

অথানেকভার্য্যস্য যদি পূর্ব্বগৃহ্যাগ্নাবেব অনন্তরবিবাহঃ স্যাৎ তেনৈব সা তস্য সহ প্রথময়া ধর্ম্মাগ্নিভাগিনী ভবতি। যদি লৌকিকে পরিণয়েৎ তং পৃথক্ পরিগৃহ্য পূর্ব্বেণৈকীকুর্য্যাৎ। তৌ পৃথগুপসমাধায় পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বয়া পত্ন্যান্বারব্ধো অগ্নিমীলে পুরোহিতমিতি সূক্তেন প্রত্যৃচং হুত্বা অগ্নে ত্বং ন ইতি সূক্তেন উপস্থায় অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি তং সমিধমারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়েঽবরোহ্য আজ্যভাগান্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারব্ধো জুহুয়াৎ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা পাহি নো অগ্ন একয়েতি তিসৃভিঃ অস্তীদমধিমন্থনমিতি চ তিসৃভিরথৈনং পরিচরেৎ। মৃতামনেন সংস্কৃত্য অন্যয়া পুনরাদধ্যাৎ যথাযোগং বাগ্নিং বিভজ্য তদ্ভাগেন সংস্কুর্য্যাৎ। বহ্বীনামপ্যেবমগ্নিযোজনং কুর্য্যাৎ। গোমিথুনং দক্ষিণেতি।

শৌনকোঽপি

অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্।
কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেঽহনি।
পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি।
তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তয়ান্বারব্ধ আহুতীঃ।
অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চ্চেন তু।

সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ঘৃতম্।
চতুর্গৃহীতমেতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্‌ভির্যথাক্রমম্।
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া।
ততঃ স্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ।
গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে॥
পত্ন্যোরেকা যদি মৃতা দগ্ধ্বা তেনৈব তাং পুনঃ।
আদধীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥"

অতঃপর কৃতদ্বিতীয়বিবাহ সাগ্নিকের অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গবিধান দর্শিত হইতেছে। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে, "যদি দ্বিভার্য্য ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতেই সম্পন্ন হয়, তদ্দ্বারাই সে তাহার পূর্ব্বপত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্যে সহাধিকারিণী হইবেক। যদি লৌকিক অগ্নিতে বিবাহ করে, উহার পৃথক্ পরিগ্রহ করিয়া, পূর্ব্ব অগ্নির সহিত মেলন করিবেক। দুই অগ্নির পৃথক স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বপত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" এই সূক্ত দ্বারা পূর্ব্ব অগ্নিতে প্রতি মন্ত্রে হোম করিয়া, "অগ্নে ত্বং নঃ" এই সূক্ত দ্বারা উপস্থাপন পূর্ব্বক, "অয়ং তে যোনিঋর্ত্বিয়" এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ" এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক; অনন্তর "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", "ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা", "পাহি নো অগ্ন একয়া" এই তিন, এবং "অস্তীদমধিমন্থনম্" ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিবেক। এই অগ্নি দ্বারা মৃতা স্ত্রীর সংস্কার করিয়া, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান করিবেক, অথবা যথাসম্ভব অগ্নির বিভাগ করিয়া, এক ভাগ দ্বারা

সংস্কার করিবেক। বহুস্ত্রীপক্ষেও এইরূপে অগ্নিমেলন করিবেক। গোযুগল দক্ষিণা দিবেক।'

শৌনকও কহিয়াছেন, 'স্ত্রীদিগের সর্ব্বাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি। ধর্ম্ম-লোপভয়ে অযোগ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অন্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক। পরে "অযং তে যোনিঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ' এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনন্তর "অগ্নাবগ্নিশ্চরতি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে" এই দুই, "অস্তীদম্' ইত্যাদি তিন, "পাহি নো অগ্ন একয়া' এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহুতি দিবেক, তৎপরে স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক।"

নির্ণয়সিন্ধু

"দ্বিতীয়বিবাহহোমে অগ্নিমাহ কাত্যায়নঃ

সদারোঽন্যান্ পুনর্দ্দারানুদ্বোঢুং কারণান্তরাৎ।
যদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক্ক হোমোঽস্য বিধীয়তে।
স্বাগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচন॥

ত্রিকাণ্ডমণ্ডনোঽপি

আদ্যায়াং বিদ্যমানায়াং দ্বিতীয়ামুদ্বহেদ্যদি।
তদা বৈবাহিকং কর্ম্ম কুর্য্যাদাবসথেঽগ্নিমান্॥

সুদর্শনভাষ্যে তু দ্বিতীয়বিবাহহোমে। লৌকিক এব ন পূর্ব্বো-

পাসন ইত্যুক্তম্ ইদঞ্চাসম্ভবে তত্র চাগ্নিদ্বয়সংসর্গঃ কার্য্যঃ তদাহ শৌনকঃ

অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যয়োর্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ॥
অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্।
কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেঽহনি।
পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি।
তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমন্বাধানাদিকং ততঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তয়াম্বারব্ধ আহুতীঃ।
অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চ্চেন তু।
সমিধেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ঘৃতম্।
চতুর্গৃহীতমেতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্‌ভির্যথাক্রমম্।
অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
অস্তীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া।
ততঃ স্বিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ।
গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে॥
পত্ন্যোরেকা যদি মৃতা দগ্ধ্বা তেনৈব তাং পুনঃ।
আদধীতান্যয়া সার্দ্ধমাধানবিধিনা গৃহীতি॥

বৌধায়নসূত্রে তু

অথ যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত কথং তত্র কুর্য্যাদিতি যস্মিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ

অপরাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্য্য আজ্যং বিলাপ্য স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা অন্বারব্ধায়াং জুহোতি নমস্তে ঋষে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ ত্বা মান ইন্দ্রাভিমতস্ত্বদৃষ্টা রিষ্টাং স এব ব্রহ্মন্নবেদ সুস্বাহেতি অথ অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ পূর্ব্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্বুধ্যস্বাগ্ন ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীর্য্য স্রুচি চতুর্গৃহীত্বা দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানোঽভিমৃশতি যো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ ইত্যেতেন সূক্তেনৈকং চতুর্গৃহীতং জুহোহি আগ্নিমুখাৎ কৃত্বা পক্বাং জুহোতি সম্মিতং সঙ্কল্পেথামিতি পুরোনুবাক্যামনূচ্য অগ্নে পুরীষ্য ইতি যাজ্যয়া জুহোতি অথাজ্যাহুতীরুপজুহোতি পুরীষ্যমস্তমিত্যন্তাদনুবাক্যা স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতিসিদ্ধমাধেনুবরদানাৎ অথাগ্রেণাগ্নিং দর্ভস্তম্বে হুতশেষং নিদধাতি ব্রহ্মজজ্ঞানং পিতা বিরাজামিতি দ্বাভ্যাং সং সর্গবিধিঃ কার্য্যঃ।”

যে অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিতে হয়, কাত্যায়ন তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, “যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূর্ব্ব স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন অগ্নিতে কদাচ করিবেক না।”। ত্রিকাণ্ডমণ্ডনও কহিয়াছেন, “যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, প্রথমা স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে আবসথ্য অগ্নিতে বিবাহসংক্রান্ত কর্ম্ম করিবেক।” সুদর্শনভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয় বিবাহের হোম লৌকিক অগ্নিতেই করিবেক, পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নিতে নহে। অসম্ভব পক্ষে এই ব্যবস্থা। এ পক্ষে অগ্নিদ্বয়ের মেলন করিতে হয়, শৌনক তাহার বিধি দিয়াছেন,

"স্ত্রীদিগের সর্ব্বাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি। ধর্ম্মলোপভয়ে অযোগ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পর দিবসে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অন্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক। পরে "অয়ং তে যোনিঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ" এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনন্তর "অগ্নাবগ্নিশ্চরতি", "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে", এই দুই, "অস্তীদম্" ইত্যাদি তিন, "পাহি নো অগ্ন একয়," এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা চতুর্গৃহীত ঘৃতের আহুতি দিবেক, তৎপরে স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহিতাগ্নি শ্রোত্রিয়কে গোযুগল দক্ষিণা দিবেক। যদি পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহার দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক"।

কিন্তু বৌধায়নসূত্রে অগ্নিদ্বয়ের মেলনপ্রক্রিয়া প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে; যথা "যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করে, সে স্থলে কিরূপ করিবেক? যৎকালে বিবাহ করিবেক, উভয় অগ্নির স্থাপন করিবেক, অপরাগ্নির অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির স্থাপন ও পরিস্তরণ করিয়া, ঘৃত গলাইয়া স্রুচে চারি বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া, "নমস্তে ঋষে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ ত্বা মান ইন্দ্রাভিমতস্ত্বদৃষ্ট্বা বিষ্টাং স এব ব্রহ্মন্বেদ স্বস্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠা স্ত্রীর সহিত সমবেত হইয়া, আহুতি দিবেক; পরে "অয়ং তে যোনিঋর্ত্বিয়ঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ করিবেক, অনন্তর পূর্ব্ব অগ্নির অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পূর্ব্বক আহুতি দিয়া, "উদ্বুধ্যস্ব অগ্নে" এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, স্রুচে চারি বার ঘৃত লইয়া, উভয় ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক, "যো ব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ" এই মন্ত্র দ্বারা এক বার চতুর্গৃহীত ঘৃত আহুতি দিবেক, অনন্তর অগ্নিমুখ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, চরুহোম করিবেক, "সন্মিতং সঙ্কল্পেথাম্" এই অনুবাক্যামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, "অগ্নে পুরীষ্যো" এই যাজ্যামন্ত্র দ্বারা হোম

করিবেক, পরে ঘৃতের আহুতি দিয়া হোম করিবেক, "পুবীষ্যমন্তম্" এই অনুবাকের শেষভাগ হইতে স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি ধেনুদক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক, "ব্রহ্মজজ্ঞানং পিতা বিরাজম্" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্রুচের অগ্রভাগ দ্বারা হুতশেষ অগ্নি গ্রহণ করিয়া দর্ভস্তম্বে স্থাপন করিবেক। এইরূপে অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গ বিধান করিবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত বৌধায়নসূত্র এবং সর্ব্বাংশে সমানার্থক শৌনকবচন ও আশ্বলায়নসূত্র সমগ্র প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, শাস্ত্রত্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বৌধায়নসূত্র দ্বারা যুগপৎ বিবাহদ্বয়বিধান প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। শৌনক ও আশ্বলায়ন যেরূপ কৃত-দ্বিতীয়বিবাহ ব্যক্তির বিবাহ সংক্রান্ত অগ্নিদ্বয়ের মেলন প্রক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৌধায়নও তাহাই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। তবে, পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, শৌনক ও আশ্বলায়ন, অগ্রে পূর্ব্বপত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি দিয়াছেন, বৌধায়ন, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্ব্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত, প্রদর্শিত শাস্ত্রত্রয়ের কোনও অংশে উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব, বৌধায়ন এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনুভব করিবার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সূত্রের অন্তর্গত যে তিনটি বাক্য অবলম্বন করিয়া, যুগপৎ বিবাহদ্বয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচিত হইতেছে। তাঁহার অবলম্বিত প্রথম বাক্য এই,

"যদি গৃহস্থো দ্বে ভার্য্যে বিন্দেত।"

যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে।

এ স্থলে সামান্যাকারে দুই ভার্য্যা বিবাহের নির্দ্দেশ মাত্র আছে, এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহ কিংবা ক্রমে দুই ভার্য্যা বিবাহ বুঝাইতে পারে, এরূপ কোনও নিদর্শন নাই, সুতরাং, একতর পক্ষ নির্ণয় বিষয়ে আপাততঃ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সূত্রের মধ্যে পূর্ব্বাগ্নি, অপরাগ্নি এই যে দুই শব্দ আছে, তদ্দ্বারা সে সংশয় নিঃসংশয়িত রূপে অপসারিত হইতেছে। পূর্ব্বাগ্নি শব্দে পূর্ব্ব বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে, অপরাগ্নি শব্দে দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে। যদি এক বারে বিবাহদ্বয় বোধায়নের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বাগ্নি ও অপরাগ্নি এই দুই শব্দ সূত্র মধ্যে সন্নিবেশিত থাকিত না। এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে, বিবাহের পৌর্ব্বাপর্য্যই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বিবাহের যৌগপদ্য কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত দ্বিতীয় বাক্য এই,

"উভাবগ্নী পরিচরেৎ"।

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার আরম্ভে, প্রথমতঃ ঐ অগ্নিদ্বয়ের যে স্থাপন করিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা তাহারই বিধি দেওয়া হইয়াছে, নতুবা দুই বিবাহের উপযোগী দুই অগ্নি বিহিত হইয়াছে, ইহা এই বাক্যের অর্থ নহে। পূর্ব্বদর্শিত শৌনকবচনে ও আশ্বলায়নসূত্রে দৃষ্টি থাকিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় কদাচ সেরূপ অর্থ করিতেন না। ঐ দুই শাস্ত্রে, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়স্থাপনের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, বোধায়নসূত্রেও, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়স্থাপনের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

শৌনকবচন

"পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি,"।

যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া।

আশ্বলায়নসূত্র

"তৌ পৃথগুপসমাধায়"।

দুই অগ্নির পৃথক্ স্থাপন করিয়া।

বৌধায়নসূত্র

"উভাবগ্নী পরিচরেৎ"

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

সুতরাং, এই বাক্য দ্বারা বিবাহের যৌগপদ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত তৃতীয় বাক্য এই;

"দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানোঽভিমৃশতি"

দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া যজমান হোম করিবেক।

অগ্নিদ্বয় মেলনের পর, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, মিলিত অগ্নিদ্বয়ে যে আহুতি দিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা,

শৌনকবচন

"সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যৃচা।
প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্।
আজ্যভাগান্তুতন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ।
সমন্বারব্ধ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ঘৃতম্॥"

"অয়ং তে যোনিঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, "প্রত্যবরোহ" এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক।

আশ্বলায়নসূত্র

"অয়ং তে যোনিরৃত্বিয় ইতি তং সমিধমারোপ্য

প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়েঽবরোহ্য আজ্য-ভাগান্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারব্ধো জুহুয়াৎ”।

“অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ” এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক।

বৌধায়নসূত্র

“অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ পূর্ব্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্বুধ্যস্বাগ্ন ইতি সমিধি সমারোপ্য পরিস্তীর্য্য স্রুচি চতুর্গৃহীত্বা দ্বয়োর্ভার্য্যয়োরন্বারব্ধয়োর্যজমানোঽভিমৃশতি”।

“অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর (অপরাগ্নির) ক্ষেপণ করিবেক, অনন্তর পূর্ব্বাগ্নির অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পূর্ব্বক আহুতি দিয়া, “উদ্বুধ্যস্ব অগ্নে” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, স্রুচে চারি বার ঘৃত লইয়া, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক।

ইহা দ্বারাও, বিবাহের যৌগপদ্য কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, এ বিষয়ে এতাদৃশী অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইত না।

কিন্তু, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিবাহের যৌগপদ্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান্ হইতেন না। যথাবিধি বিবাহ করিতে হইলে, এক বারে দুই বিবাহ কোনও ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, দুই স্থানের দুই কন্যার এক সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। মনে কর “ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত,” এই ব্যবস্থাদাতা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা জন্মিল; তদনুসারে, কাশীপুরের এক কন্যা, ভবানীপুরের

এক কন্যা, এই বিভিন্নস্থানবর্ত্তিনী দুই কন্যার সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল। এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে, এক বারে এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিতে পারেন কি না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি বলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, এরূপ বিভিন্ন স্থানদ্বয়স্থিত কন্যাদ্বয়ের এক বারে এক পাত্রের সহিত বিবাহ কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, বিভিন্ন গ্রামে বা বিভিন্ন ভবনে অথবা এক ভবনের বিভিন্ন স্থানে দুই বিবাহের অনুষ্ঠান হইলে, এক ব্যক্তি দ্বারা এক সময়ে দুই কন্যার পাণিগ্রহণ কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অনুভবপথে আনয়ন করিতে পারা যায় না। আর, যদিই এক অনুষ্ঠান দ্বারা দুই ভগিনীর এক পাত্রের সহিত এক সময়ে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ বিবাহের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যথা,

ভ্রাতৃযুগে স্বসৃযুগে ভ্রাতৃস্বসৃযুগে তথা।
ন কুর্য্যান্মঙ্গলং কিঞ্চিদেকস্মিন্ মণ্ডপেঽহনি(২৫)॥

এক মণ্ডপে এক দিবসে দুই ভ্রাতার, কিংবা দুই ভগিনীর, অথবা ভ্রাতা ও ভগিনীর কোনও শুভ কার্য্য করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক দিনে এক মণ্ডপে দুই ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে না।

নৈকজন্যে তু কন্যে দ্বে পুত্রয়োরেকজন্যয়োঃ।
ন পুত্রীদ্বয়মেকস্মিন্ প্রদদ্যাত্তু কদাচন(২৬)॥

এক ব্যক্তির দুই পুত্রকে দুই কন্যা দান, অথবা এক পাত্রে দুই কন্যা দান, কদাচ করিবেক না।

---

(২৫) নির্ণয়সিন্ধু ও বিধানপারিজাত ধৃত গার্গ্যবচন।
(২৬) নির্ণয়সিন্ধু ও বিধানপারিজাত ধৃত নারদবচন।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক পাত্রে দুই কন্যাদান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পৃথঙ্মাতৃজয়োঃ কার্য্যো বিবাহস্ত্বেকবাসরে।
একস্মিন্ মণ্ডপে কার্য্যঃ পৃথগ্বেদিকয়োস্তথা।
পুষ্পপট্টিকয়োঃ কার্য্যং দর্শনং ন শিরস্থয়োঃ।
ভগিনীভ্যামুভাভ্যাঞ্চ যাবৎ সপ্তপদী ভবেৎ (২৭)॥

দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও দুই বৈমাত্রেয় ভগিনীর এক দিনে এক মণ্ডপে পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে বিবাহ হইতে পারে। বিবাহকালে কন্যাদের মস্তকে যে পুষ্পপট্টিকা বন্ধন করে, সপ্তপদীগমনের পূর্ব্বে দুই ভগিনী পরস্পর সেই পুষ্পপট্টিকা দর্শন করিবেক না।

এই শাস্ত্র অনুসারে, দুই বৈমাত্রেয় ভগিনীর এক দিনে এক মণ্ডপে বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু, বিবাহাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নারদবচনে এক পাত্রে দুই কন্যাদান নিষিদ্ধ হওয়াতে, বৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বয়েরও এক সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, এক পাত্রের সহিত, ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আশালতা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। যাহা হউক, বহুদর্শন নাই, বিবেকশক্তি নাই, প্রকরণজ্ঞান নাই; সুতরাং বৌধায়নসূত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, এ অবস্থায়, "যদি দুই ভার্য্যা বিবাহ করে," "দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক", "দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া আহুতি দিবেক", ইত্যাদি স্থলে দুই এই সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তি এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ অপসিদ্ধান্ত অবলম্বন করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

---

(২৭) নির্ণয়সিন্ধুধৃত মেধাতিথিবচন।

নবম পরিচ্ছেদ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক ঋষিবাক্যের যেরূপ অদ্ভুত পাঠ ধরিয়াছেন ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। ঐ পাঠ, ঐ ব্যাখ্যা, ও তন্মূলক সিদ্ধান্ত সকল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

"ইদানীং ক্রমশো বহুবিবাহে কালবিশেষো নিমিত্তবিশেষশ্চাভিধীয়তে। তত্র মনুনা

জায়ায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ॥

ইতি দারমরণরূপ একঃ কালঃ অভিহিতঃ। অত্র বিশেষয়তি বিধানপারিজাতধৃতবৌধায়নসূত্রম্

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়েতি।

দারাণামভাবঃ অদারম্ অর্থাভাবেঽব্যয়ীভাবঃ ততঃ সপ্তম্যা বহুলমলুক্। সম্পন্নং সম্পত্তিঃ ভাবে ক্তঃ। ধর্ম্মস্য অগ্নিহোত্রাদিকস্য গৃহস্থকর্ত্তব্যস্য যাবদ্ধর্ম্মস্য প্রজায়াশ্চ সম্পত্তৌ সত্যাং দারাভাবে অন্যাং স্ত্রিয়ং ন কুর্ব্বীত নান্যামুদ্বহেদিত্যর্থঃ। কিন্তু বনং মোক্ষং বাশ্রয়েৎ

ঋণত্রয়মপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ইতি
মনুনা ঋণত্রয়াপাকরণে মোক্ষাধিকারিত্বসূচনাৎ
জায়মানো বৈ পুরুষস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণী ভবতি ব্রহ্মচর্য্যেণ
ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য ইতি

ঋষ্যাদিত্রয়র্ণস্য বেদাধ্যয়নাগ্নিহোত্রাদিযাগপুত্রোৎপত্তিভিরপাকরণাৎ যাবদ্‌গৃহস্থকর্ত্তব্যকরণাচ্চ ন দারান্তরকরণং তৎফলস্য ধর্ম্মপুত্রাদেঃ কৃতত্বাৎ। কিন্তু যদি ন যাগনিবৃত্তিস্তদা তৎফলার্থবিবাহকরণং ভঙ্গ্যোক্তম্। ধর্ম্মপ্রজেতি বিশেষণাচ্চ রতিফলবিবাহস্য তদা কর্ত্তব্যতেতি গম্যতে অন্যথা ধর্ম্মপ্রজেতি নাভিদধ্যাৎ তথাচ ঋণত্রয়শোধনে অনুপযোগিতয়া তত্তৎ ফলমুদ্দিশ্য ন বিবাহান্তরকরণমিতি সিদ্ধম্। অন্যতরাভাবে ধর্ম্মপ্রজয়োর্ম্মধ্যে একতরাভাবে ধর্ম্মাভাবে পুত্রাভাবে বা অন্যা কার্য্যা প্রাগুক্ত অগ্নিবাধেদো যয়া তথা কার্য্যেত্যর্থঃ। এবঞ্চ মনুনা দ্বিতীয়বিবাহে যদ্দারমরণকালঃ উক্তঃ তস্য অন্যতরাভাববিষয়কত্বং ন তু জায়ামরণমাত্রে এব জায়ান্তরকরণবিষয়কত্বম্। ততশ্চ মনুবচনেন জায়ামরণে জায়ান্তরকরণং যৎ প্রাপ্তং তৎ ধর্ম্মপ্রজাসম্পত্তৌ নিষিধ্যতে "প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ তথাচ মনুবচনস্য অবকাশবিশেষদানার্থমেব অন্যতরাভাবে ইত্যাদি প্রতীকং প্রবৃত্তম্। এতেন ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীতেতি প্রতীকমাত্রং ধৃত্বা উত্তরপ্রতীকং নিগূহ্য যৎ ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নযুক্তদারসত্ত্বে দারান্তরকরণনিষেধকতয়া কল্পনং তদতীব অযুক্তিকং দারেষু সৎসু দারান্তরকরণং যদি তন্মতে কচিৎ প্রাপ্তং স্যাৎ তদা তৎ প্রতিষিধ্যেত। প্রাগগ্ন্যাধেয়েতি বচনাচ্চৈতদ্বিবাহস্য সবর্ণাবিষয়কত্বে স্থিতে কামতঃ প্রবৃত্তবিবাহবিষয়কত্বেন ন প্রাপ্তিসম্ভবঃ তন্মতে কামতো বিবাহস্য অসবর্ণামাত্রপরত্বাৎ। কিঞ্চ ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্ন ইত্যুক্ত্যা তদর্থবিবাহমাত্রবিষয়কত্বাবগমেন রত্যর্থবিবাহবিষয়কত্বকল্পনমপ্যযুক্তিকং তৎপদবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ উভয়ফলসিদ্ধৌ দারসত্ত্বে দারান্তরকরণং নিষিধ্য তদেকতরাভাবে ধর্ম্মাভাবে পুত্রাভাবে চ দারসত্ত্বে দারান্তরকরণং কথমেকমাত্র-

বিবাহবাদিমতে সঙ্গতং স্যাৎ। তন্মতে পুত্রাভাবে দারসত্ত্বে দারান্তরকরণস্য বিহিতত্ত্বেঽপি অগ্নিহোত্রাদিযাবৎকর্ত্তব্যধর্ম্মা-ভাবেঽপি পুত্রসত্ত্বে চ দারান্তরকরণস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। এতেন সতি চ অদারে ইতি ছেদেনৈব সর্ব্বসামঞ্জস্যে "দারাক্ষতলা-জানাং বহুত্বঞ্চ" ইতি পুংস্ত্বাধিকারীয়ং পাণিনীয়ং লিঙ্গানু-শাসনমুল্লঙ্ঘ্য দারশব্দস্য একবচনান্ততাস্বীকারঃ অগতিকগতিতয়া হেয় এব"(২৮)।

ইদানীং ক্রমশঃ বহুবিবাহবিষয়ে কালবিশেষ ও নিমিত্তবিশেষ উক্ত হইতেছে। সে বিষয়ে মনু "পূর্ব্বমৃতা স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক।" এইরূপে স্ত্রীবিয়োগরূপ এক কাল নির্দেশ করিয়াছেন। বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নসূত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, "অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না"। কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক, যেহেতু, "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনো-নিবেশ করিবেক", এইরূপে মনু, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে, মোক্ষবিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন। আর "পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে ঋণী হয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট", এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, সুতরাং আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না; যেহেতু, বিবাহের ফল ধর্ম্ম পুত্র প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা ভঙ্গি-ক্রমে উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও প্রজা এই বিশেষণবশতঃ, রতিকামনা-মূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, নতুবা ধর্ম্ম ও প্রজা এ কথা বলিতেন না। ঋণত্রয় শোধনের নিমিত্ত উপযোগিতা না থাকাতে, সে ফলের উদ্দেশে আর বিবাহ করিবেক না, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। "অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া তাহার সহিত অগ্ন্যাধান করিবেক"। অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী-

(২৮) বহুবিবাহবাদ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

বিয়োগরূপ যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাবস্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা স্ত্রী বিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। মনুবচন দ্বারা স্ত্রীবিয়োগ হইলে পুনরায় বিবাহ করিবার যে অধিকার হইয়াছিল, "যাহার প্রাপ্তি থাকে তাহার নিষেধ হয়", এই ন্যায় অনুসারে, ধর্ম্ম ও পুত্র সম্পন্ন হইলে, সেই অধিকারের নিষেধ হইতেছে। মনুবচনের অবকাশবিশেষদানের নিমিত্ত, বৌধায়নবচনের উত্তরার্দ্ধ আবদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না", এইরূপে তাদৃশ স্ত্রী সত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত। পূর্ব্ববৎ অগ্ন্যাধান করিবেক এই কথা বলাতে, এ বচন সবর্ণাবিবাহবিষয়ক হইতেছে সুতরাং উহা কামার্থ বিবাহবিষয়ক হইতে পারে না, কারণ, তাঁহার মতে কামার্থ বিবাহ কেবল অসবর্ণাবিষয়ক। কিঞ্চ, ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে এই কথা বলাতে, এই নিষেধ ধর্ম্মার্থ ও পুত্রার্থ বিবাহবিষয়ক বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং কামার্থবিষয়ক বলিয়া কল্পনা করাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, ঐ দুই পদের বৈয়র্থ্য ঘটে; উভয় ফলের সিদ্ধি হইলে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া, উভয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, ধর্ম্মের অভাবে অথবা পুত্রের অভাবে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ একবিবাহবাদীর মতে কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। তাঁহার মতে পুত্রের অভাবে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অভাবেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, "অদারে" এইরূপ পদচ্ছেদ দ্বারাই সর্ব্বসামঞ্জস্য হইতেছে; এমন স্থলে "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ" পুংলিঙ্গাধিকারে পাণিনিকৃত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দারশব্দের একবচনান্ততা স্বীকার একবারেই হেয়; কারণ, গত্যন্তর না থাকিলেই তাহা স্বীকার করিতে হয়।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কষ্টকল্পনা দ্বারা আপস্তম্বসূত্রের যে অভিনব অর্থান্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, এবং সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, যে সকল

ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ সূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২।৫।১১।১২।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।২।৫।১১।১৩ (২৯)

"ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে" ধর্ম্মযুক্ত ও প্রজাযুক্ত দারসত্ত্বে, অর্থাৎ যাহার সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, "ন অন্যাং কুর্ব্বীত" অন্য স্ত্রী করিবেক না, অর্থাৎ আর বিবাহ করিবেক না, "অন্যতরাভাবে" অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অসদ্ভাব ঘটিলে, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ অথবা পুত্রলাভ না হইলে, "কার্য্যা প্রাক্ অগ্ন্যাধেয়াৎ" অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে করিবেক, অর্থাৎ অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক। অর্থাৎ যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক।

এই অর্থ আমার কপোলকল্পিত অথবা লোকবিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ নহে। যে সকল শব্দে এই দুই সূত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, কষ্টকল্পনা ব্যতিরেকে তদ্দ্বারা অন্য অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না। এজন্য, যে যে পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে ঐ দুই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা,

"এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেত্তব্যেত্যাহ আপস্তম্বঃ
ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।
অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

(২৯) আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বভাবসিদ্ধ অনবধানবশতঃ, এই দুই সূত্রকে বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নসূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বিধানপারিজাতে এই দুই সূত্র আপস্তম্বসূত্র বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই দুই সূত্র আপস্তম্বের, বৌধায়নের নহে।

অস্যার্থঃ যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি (৩০)"।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন করিতে পারিবেক না ; যথা,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত অগ্নিসাধ্য ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগিনী ও পুত্রপৌত্রাদিসন্তানশালিনী হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করিবেক।

"তদ্বিষয়মাহ আপস্তম্বঃ

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি।

অস্যার্থঃ যদি প্রাগূঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি (৩১)।"

এ বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।

ইহার অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না। অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে বিবাহ করিবেক।

কুল্লূকভট্ট,

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৯। ৮১।

(৩০) বীরমিত্রোদয়।

(৩১) বিধানপারিজাত।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যা-মাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক।

এই মনুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে আপস্তম্বসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও তিনি, মিত্রমিশ্র ও অনন্তভট্টের ন্যায়, সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু যেরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তত্তুল্য অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা,

"অপ্রিয়বাদিনী তু সদ্য এব যদ্যপুত্রা ভবতি পুত্রবত্যান্তু তস্যাং

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।

ইত্যাপস্তম্বনিষেধাৎ অধিবেদনং ন কার্য্যম্"।

অপ্রিয়বাদিনী হইলে, কালাতিপাত ব্যতিরেকেই, যদি সে পুত্রহীনা না হয়, সে পুত্রবতী হইলে, অধিবেদন করিবেক না, কারণ আপস্তম্ব,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।

ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না, কিন্তু ধর্ম্ম অথবা পুত্রের ব্যাঘাত ঘটিলে করিবেক।

এই রূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট ও কুল্লূকভট্ট, ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, আপস্তম্বসূত্রের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায়, "অদারে" এই পাঠ, এবং "স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে" এই অর্থ অবলম্বন করেন নাই। এই দুই আপস্তম্বসূত্রের তাৎপর্য্য এই, গৃহস্থ ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে; যদি ঐ স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি

তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক না। কিন্তু, যদি ঐ স্ত্রীর এরূপ কোনও দোষ ঘটে, যে তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করা বিধেয় নহে, কিংবা ঐ স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বংশরক্ষা ও পিণ্ডসংস্থানের উপায় না হয়, তাহা হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যক। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার যেরূপ বিধি দিয়াছেন, আপস্তম্বও, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভের ব্যাঘাতরূপ নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া, তদনুরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন, অধিকন্তু, ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগিনী ও পুত্রবতী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, আপস্তম্বের ঐ নিষেধ দ্বারা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না। ধর্ম্মসংস্থাপনপ্রবৃত্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেখিলেন, আপস্তম্বসূত্রের যে সহজ অর্থ চিরপ্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, কোনও রূপে অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, ধর্ম্মরক্ষা ও দেশের অমঙ্গল নিবারণ করা আবশ্যক। এই প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া, ধর্ম্মভীরু, দেশহিতৈষী তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, আপস্তম্বসূত্রের অদ্ভুত পাঠান্তর ও অদ্ভুত অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন। তিনি

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

এই সূত্রের অন্তর্গত "দারে" এই পদের পূর্ব্বে লুপ্ত অকারের কল্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে ঽদারে নান্যাং কুর্ব্বীত।

এইরূপ পাঠ হয়। এই পাঠের অনুযায়ী অর্থ এই, "ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, যদি অদার অর্থাৎ স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে অন্য স্ত্রী

বিবাহ করিবেক না"। এইরূপ পাঠান্তর ও এইরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে ইষ্টলাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তদ্দ্বারা সিদ্ধ বা প্রতিবিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আপস্তম্বসূত্রের চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ অনুসারে, প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, তাহার জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে, ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলেও আর বিবাহ করিবার অধিকার থাকে না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, চিরপ্রচলিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, আর তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কল্পিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নূতন নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে, এ উভয়ের মধ্যে কোন নিষেধ বলবত্তর হইতেছে। পূর্ব্ব নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে; তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিত হইতেছে। যে অবস্থায়, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার থাকিতেছে না, সে অবস্থায়, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা, বিবাহ করিবার অধিকার থাকা কত দূর শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত হওয়া সম্ভব, তাহা সকলে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব, আপস্তম্বের গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি ইষ্টাপত্তি হইতেছে, বুঝিতে পারা যায় না। তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার সাক্ষাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকিলে, তাদৃশ স্ত্রী সত্ত্বে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার পথ থাকে না। সেই পথ প্রবল ও পরিষ্কৃত করিবার আশয়ে, আপস্তম্বসূত্রের

অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভাবিত অর্থ দ্বারা ঐ পথ, পরিষ্কৃত না হইয়া, বরং অধিকতর রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

অবলম্বিত অর্থ সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই,

> "পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবা তিন ঋণে ঋণী হয়. ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট।" এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পরিশোধিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, সুতরাং আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না।"

এই যুক্তি, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, স্ত্রীবিয়োগস্থলে যেরূপ খাটে, স্ত্রীবিদ্যমানস্থলেও অবিকল সেইরূপ খাটিবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। উভয়ত্র ঋণপরিশোধন রূপ হেতু তুল্যরূপে বর্ত্তিতেছে, সুতরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা না থাকাও উভয় স্থলেই তুল্য রূপে বর্ত্তিতেছে। অতএব, এই যুক্তি দ্বারা, ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই চিরপ্রচলিত অর্থের বিলক্ষণ সমর্থনই হইতেছে।

এইরূপ অদ্ভুত পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

> "বিধানপারিজাতধৃত বৌধায়নসূত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, "অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তব্য সমস্ত ধর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ করিবেক না"। কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক, যেহেতু, "ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক", এইরূপে মনু, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে, মোক্ষ বিষয়ে অধিকার বিধান করিয়াছেন"।

ধর্ম্ম ও পুত্ত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্ত্রানুসারিণী নহে। আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে (৩২)। প্রথম ব্যবস্থা অনুসারে, যথাক্রমে চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান আবশ্যক; অর্থাৎ, জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয় ভাগে বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক। দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুসারে, যাহার বৈরাগ্য জন্মিবেক, সে ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, যে অবস্থায় থাকুক, পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিবেক। এক ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিয়াছে, পুত্ত্রোৎপাদনের পূর্ব্বেই তাহার বৈরাগ্য জন্মিল, তখন তাহাকে, পুত্ত্রোৎপাদনের অনুরোধে, আর সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবেক না; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই, সে ব্যক্তি পরিব্রজ্যা আশ্রয় করিবেক। বৈরাগ্যপক্ষে, ঋণপরিশোধের অনুরোধে, তাহাকে এক দিনও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক না, আর, বৈরাগ্য না জন্মিলে, যে আশ্রমের যে কাল নিয়মিত আছে, তাবৎ কাল সেই সেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেক। সুতরাং, অবিরক্ত ব্যক্তিকে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক, নতুবা, কিছু কাল ধর্ম্মকার্য্য করিলে ও পুত্ত্রলাভ হইলে পর, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলেই তাহাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবেক, শাস্ত্রের এরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নহে। ফলকথা এই, পরিব্রজ্যা অবলম্বনের দুই নিয়ম, প্রথম নিয়ম অনুসারে, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া, জীবনের চতুর্থ ভাগে উহার অবলম্বন, আর, দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, যে আশ্রমে যে অবস্থায় থাকুক, বৈরাগ্য জন্মিলে তদ্দণ্ডে উহার অবলম্বন।

(৩২) তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ দেখ।

বৈরাগ্য না জন্মিলে, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের বিধি ও ব্যবস্থা নাই, সুতরাং, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও, স্ত্রী[illegible]যোগ ঘটিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ও পুনর্বার দারপরিগ্রহ [illegible]ত হইবেক; কেবল স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া, সে অবস্থায়, বিনা বৈরাগ্যে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, অথবা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দারপরিগ্রহে বিমুখ হইলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক। তন্মধ্যে বিশেষ এই, আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, সে স্থলে আর দারপরিগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। যথা,

চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ (৩৩)॥

আটচল্লিশ বৎসরের পর যদি কোনও ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহাকে রণ্ডাশ্রমী বলে।

রণ্ডাশ্রমী অর্থাৎ স্ত্রীবিবহিত আশ্রমী (৩৪)। গৃহস্থাশ্রমের স্বল্প মাত্র কাল অবশিষ্ট থাকে, সেই স্বল্প কালের জন্য, আর তাহার দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নাই; অর্থাৎ সে অবস্থায় দারপরিগ্রহ না করিলে, তাহাকে আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। আর,

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।

ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক।

এই বচন দ্বারা মনু, গৃহাশ্রমে অবস্থানকালে পুত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, মোক্ষ পথ অবলম্বন করিবার বিধি দিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ মনুসংহিতায় সবিশেষ দৃষ্টি না থাকার পরিচায়ক মাত্র; কারণ, মনু নিঃসংশয়িত রূপে যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিয়াছেন। যথা,

---

(৩৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত ভবিষ্যপুরাণ।

(৩৪) রণ্ড মৃতপত্নীক, আশ্রমিন্ আশ্রমস্থিত।

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥ ৪। ১।

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকুলে বাস করিয়া, দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬। ১।

স্নাতক দ্বিজ, এই রূপে বিধি পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক।

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥ ৬। ৩৩।

এই রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক।

যিনি, এই রূপ সময় বিভাগ করিয়া, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বনের ঈদৃশ স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন; তিনি, গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, পুত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, আর দারপরিগ্রহ না করিয়া, এককালে চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনের বিধি দিবেন, ইহা কোনও মতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না।

উল্লিখিত প্রকারে দারপরিগ্রহের নিষেধ ও মোক্ষপথ অবলম্বনের ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন,

"কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা ভঙ্গিক্রমে উক্ত হইয়াছে।"

এ স্থলে তিনি স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেছেন, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি ঐ সময়ে বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, মোক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিবেক। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কষ্টকল্পনা দ্বারা

আপস্তম্বসূত্রের পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি অধিক লাভ করিলেন। চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমসম্পাদন কালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, বৈরাগ্য স্থলে মোক্ষপথ অবলম্বন, বৈরাগ্যের অভাবস্থলে পুনর্বার দারপরিগ্রহ, বিহিত আছে; তিনি, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, যে অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাহাই বিহিত হইতেছে।

তিনি তৎপরে কহিতেছেন,

"ধর্ম্ম ও পুত্র এই বিশেষণ বশতঃ রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে।"

তদীয় এই ব্যবস্থা যার পর নাই কৌতুককর। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে "বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় করিবেক", এই ব্যবস্থা করিয়া, "রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে", এই ব্যবস্থান্তর প্রদান করিতেছেন। তদনুসারে, আপস্তম্বসূত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, ধর্ম্মার্থে ও পুত্রার্থে বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক, কিন্তু রতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারিবেক। সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর রতিকামনামূলক বিবাহ করিয়া, সেই স্ত্রীর সমভিব্যাহারে, মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে হইবেক। সেবাদাসী সঙ্গে লইয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করা নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না; তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইবেক।

"অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীবিয়োগরূপ যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাব স্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে"।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা শাস্ত্রানুসারিণী নহে। বৈরাগ্য না জন্মিলে, আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহ করিতে হইবেক, ধর্ম্ম ও পুত্র উভয়ের সদ্ভাবও তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না। "যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক," এই ব্যবস্থা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ধর্ম্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অসদ্ভাবের কথা দূরে থাকুক, উভয়ের অসদ্ভাব স্থলেও, আর বিবাহ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক। স্ত্রীবিয়োগের ত কথাই নাই, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেও, সে অবস্থায় মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক।

> "অতএব, পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র ধরিয়া উত্তরার্দ্ধের গোপন করিয়া, "যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না," এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত"।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমি আপস্তম্বসূত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র ধরিয়া, উত্তরার্দ্ধ গোপন করিয়া, কপোলকল্পিত অর্থ প্রচার দ্বারা লোককে প্রতারণা করি নাই। আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রে দৃষ্টি নাই, এজন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দুই সূত্রকে এক সূত্র জ্ঞান করিয়া, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২। ৫। ১১। ১২।

ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের দ্বাদশ সূত্র। আর,

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ। ২। ৫। ১১। ১৩।

ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের ত্রয়োদশ সূত্র। দ্বাদশ সূত্রের অর্থ এই,

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না।

ত্রয়োদশ সূত্রের অর্থ এই,

ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক।

দ্বাদশ সূত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, ত্রয়োদশ সূত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য-নির্ব্বাহ ও পুত্রলাভ এ উভয়ের অথবা উভয়ের মধ্যে একতরের অভাব ঘটিলে, স্ত্রীসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ বিহিত হইয়াছে। এই দুই সূত্র পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক নহে, বরং পর সূত্র পূর্ব্ব সূত্রের পোষক হইতেছে। এমন স্থলে, উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ পরসূত্র গোপন করিবার কোনও অভিসন্ধি বা আবশ্যকতা লক্ষিত হইতে পারে না। পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল, এজন্য দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে পূর্ব্বসূত্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল; নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, পর সূত্র উদ্ধৃত হয় নাই। নতুবা, ভয়প্রযোজিত অথবা দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া, পর সূত্র গোপন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব সূত্র মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, স্বেচ্ছা অনুসারে অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছি, এরূপ নির্দ্দেশ করা নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন মাত্র। আর, "এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা, তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ।" এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ আমার কপোলকল্পিত নহে। সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি আপস্তম্ব ঐ নিষেধ কল্পনা করিয়াছেন, তৎপরে, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট ও কুল্লুকভট্ট, আপস্তম্বের ঐ নিষেধকল্পনা অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমি নূতন কোনও কল্পনা করি নাই। আর, "যদি তাঁহার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা

থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত।” এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমার মতে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত। আমার মতে, অর্থাৎ আমি শাস্ত্রের যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি তদনুসারে, দুই প্রকারে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে, প্রথম, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন দারান্তর পরিগ্রহ, দ্বিতীয়, রতিকামনামূলক রাগপ্রাপ্ত দারান্তর পরিগ্রহ। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ আবশ্যক, আর, উৎকট রতিকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, কামুক পুরুষ দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। আপস্তম্ব পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ হইলে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়াছেন, আর, ত্রয়োদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ অথবা ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। তদনুসারে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুত্রার্থে ও ধর্ম্মার্থে ভিন্ন অন্য কোনও কারণে, দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহে অধিকার নাই। মনু প্রভৃতি, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন, তাদৃশ বিবাহ আপস্তম্বের অভিমত বোধ হইতেছে না, এজন্য, তদীয় ধর্ম্মসূত্রে রতিকামনামূলক অসবর্ণাবিবাহ, অসবর্ণাগর্ব্ভসম্ভূত পুত্রের অংশনির্ণয় প্রভৃতির কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

> “তাঁহার মতে পুত্রের অভাবে দারসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অভাবেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে”।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর সহযোগে অগ্নি-

হোত্রাদি গৃহস্থকর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্য নির্বাহ না হইলেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ নিষিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য নির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, কেবল পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া, ধর্ম্মকার্য্যের অনুরোধে আর দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, আমি কোনও স্থলে এরূপ কথা লিখি নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কি মূল অবলম্বন করিয়া, অনায়াসে এরূপ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—

"পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য, দার-পরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না, এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থা-শ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, ঐ অবস্থার গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুন-রায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্র-কারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, চিররো-গিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্থলে স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন" (৩৫)।

এই লিখন দ্বারা, ধর্ম্মকার্য্যনির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলেও, পুত্রসত্ত্বে দারান্তরপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, এরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হয় কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতএব "অদারে," এইরূপ ছেদ দ্বারাই সর্ব্বসামঞ্জস্য হই-তেছে; এমন স্থলে "দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ" পুংলিঙ্গাধিকারে পাণিনিকৃত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দারশব্দের এক-

(৩৫) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৭ পৃষ্ঠা।

বচনান্ততাস্বীকার একবারেই হেয়; কারণ, গত্যন্তর না থাকিলেই তাহা স্বীকার করিতে হয়''।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সর্ব্বসামঞ্জস্য সম্পাদনমানসে, "অদারে" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার কল্পিত পাঠান্তর দ্বারা কিরূপ সর্ব্বসামঞ্জস্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইল, এক্ষণে, অবলম্বিত পাঠান্তরের যথার্থতা সমর্থন করিবার নিমিত্ত, তিনি ব্যাকরণবিরোধরূপ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বলাবল বিবেচিত হইতেছে, তাঁহার উল্লিখিত

দারাক্ষতলাজানাং বহুত্বঞ্চ। ৭২। (৩৬)

দার, অক্ষত ও লাজশব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত হয়।

এই সূত্র অনুসারে, দারশব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু আপস্তম্বসূত্রের চিরপ্রচলিত ও সর্ব্বসম্মত পাঠ অনুসারে, "দারে" এই স্থলে দারশব্দ সপ্তমীর এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় দারশব্দের একবচনান্ত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ বলিয়া, একবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণিনি দারশব্দের বহু বচনে প্রয়োগ নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে সে নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। বোধ হয়, পাণিনির সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল; এজন্য, তদীয় ধর্ম্মসূত্রে দারশব্দ, সকল স্থলেই, কেবল এক বচনে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

১। মাতরমাচার্য্যদারঞ্চেত্যেকে। ১। ৪। ১৪। ২৪।

২। স্তেয়ং কৃত্বা সুরাং পীত্বা গুরুদারঞ্চ গত্বা।১।৯।২৫।১০।

৩। সদা নিশায়াং দারং প্রত্যলঙ্কুর্ব্বীত। ১। ১১। ৩২। ৬।

৪। ঋতৌ চ সন্নিপাতো দারেণানুব্রতম্। ২। ১। ১। ১৭।

৫। অন্তরালেঽপি দার এব। ২। ১। ১। ১৮।

---

(৩৬) পাণিনিকৃত লিঙ্গানুশাসন, পুংলিঙ্গাধিকার।

৬। দারে প্রজায়াঞ্চ উপস্পর্শনভাষা বিস্রম্ভপূর্ব্বাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ২। ২। ৫। ১০।

৭। বিদ্যাং সমাপ্য দারং কৃত্বা অগ্নীনাধায় কর্ম্মাণ্যারভতে সোমাবরার্দ্ধ্যানি যানি শ্রূয়ন্তে। ২। ৯। ২২। ৭।

৮। অবুদ্ধিপূর্ব্বমলঙ্কৃতো যুবা পরদারমনুপ্রবিশন্ কুমারীং বা বাচা বাধ্যঃ। ২। ১০। ২৬। ১৮।

৯। দারং চাস্য কর্শয়েৎ। ২। ১০। ২৭। ১০।

আমাদের মানবচক্ষুতে এই সকল সূত্রে "দারঃ" "দারম্" "দারেণ" "দারে" এই রূপে দারশব্দ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিব্য চক্ষুতে কিরূপ লক্ষিত হয়, বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।২।৫।১১।১২।

এ স্থলে দারশব্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত আছে। কিন্তু, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, পাণিনিকৃত নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা স্থির করিয়া, আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রে দারশব্দের একবচনান্তপ্রয়োগরূপ যে দোষ ঘটিয়াছে, উহার পরিহারবাসনায়, "দারে" এই পদের পূর্ব্বে এক লুপ্ত অকারের কল্পনা করিয়াছেন। এক্ষণে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নয় সূত্রে যে দারশব্দের একবচনান্তপ্রয়োগ আছে, উল্লিখিত প্রকারে, দয়া করিয়া, তিনি তাহার সমাধান করিয়া না দিলে, নিরবলম্ব আপস্তম্ব অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। আপাততঃ যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সকল স্থলে লুপ্ত অকার কল্পনার পথ আছে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, কি অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, পাণিনি ও আপস্তম্বের বিরোধ ভঞ্জন করেন, তাহা দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি

এত সৌজন্য প্রকাশ করিবেন, যে দয়া করিয়া এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়া দিবেন।

সচরাচর সকলে অবগত আছেন, ঋষিরা লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন, তাঁহারা সে বিষয়ে অন্যদীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন নাই। এজন্য, পাণিনিপ্রভৃতিপ্রণীত প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয়, ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে সেই সকল প্রয়োগ আর্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, ঐ সকল প্রয়োগ যখন ঋষির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন তাহা অপপ্রয়োগ নহে। পাণিনি ও আপস্তম্ব উভয়েই ঋষি। পাণিনির মতে, দারশব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, আপস্তম্বের মতে, দারশব্দ এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া দোষাবহ নহে। ফলকথা এই, ঋষিরা সকলেই সমান ও স্বস্বপ্রধান ছিলেন। কোনও ঋষিকে অপর ঋষির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত না। সুতরাং; আপস্তম্বকৃত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ হইলেও, হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী, সে বিষয়ে স্বভাবতঃ তাঁহার অধিক পক্ষপাত থাকে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহু কালের ব্যাকরণব্যবসায়ী, সুতরাং, অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা, ব্যাকরণে অধিক পক্ষপাত থাকিলে, তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। অতএব, ব্যাকরণের নিয়মরক্ষার পক্ষপাতী হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে তাদৃশ দোষের বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দশম পরিচ্ছেদ।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াসে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইল। তদনুসারে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহার অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে। শাস্ত্রানুযায়িনী বিবাহবিষয়িণী ব্যবস্থা এই,

১। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, সবর্ণাবিবাহ করিবেক।

২। প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করিবেক।

৩। আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করিবেক।

৪। সবর্ণা কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক।

৫। কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক।

শাস্ত্রে এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে বিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা নাই। এই পঞ্চবিধ ব্যতিরিক্ত বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বপ্রদর্শিত শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের যে সকল কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু, তিনি

স্বীয় অভিপ্রেত সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা স্থির করিয়া, অবলম্বিত মীমাংসার পোষকতা করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন,

"শিষ্টাচারোঽপি শ্রুতিস্মৃত্যোর্বর্ণিতবিষয়ত্বমুদ্বোলয়তি। তথা, চ তে হি শিষ্টা দর্শিতবিষয়কত্বমেব শ্রুতিস্মৃত্যোরবধার্য্য যুগপদ্বহুভার্য্যাবেদনে প্রবৃত্তা ইতি পুরাণাদৌ উপলভ্যতে(৩৭)।"

যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, ইহা শিষ্টাচার দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। পূর্ব্বকালীন শিষ্টেরা, শ্রুতি ও স্মৃতির উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া, একবারে বহুভার্য্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইতেছে।

যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সফল হইতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার নহে, সুতরাং, শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে; কারণ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত নহে। মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। ১। ১০৮।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম্ম।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম্ম, লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুসরণ করিবেক; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে, তাদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্ব কালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ

(৩৭) বহুবিবাহবাদ, ২৩ পৃষ্ঠা।

আচরণে দূষিত হইতেন। তবে, পূর্ব্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আচার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, উহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নহে।

গোতম কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ১। ১।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২। ৬। ১৩। ৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ২।৬।১৩।৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২। ৬। ১৩। ১০।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

বৌধায়ন কহিয়াছেন,

অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (৩৮)॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩০॥

---

(৩৮) পরাশরভাষ্য ধৃত।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৩১॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥৩২॥ (৩৯)

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভোজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়ানদিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না ॥ ৩০ ॥ সামান্য ব্যক্তি কদাচ মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না, মূঢ়তা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষ পান করিয়াছিলেন; সামান্য লোক বিষ পান করিলে, বিনাশ অবধারিত ॥৩১॥ প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বকালীন মহৎ ব্যক্তিদের আচার মাত্রই সদাচার নহে। তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী, তাহাই সদাচার; আর তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বিপরীত, তাহা সদাচারশব্দবাচ্য নহে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বিপরীত ব্যবহার; সুতরাং, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের তাদৃশ যথেচ্ছাচার সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত করা ও তদনুসারে চলা কদাচ উচিত নহে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বীয় মীমাংসার সমর্থনমানসে, যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন,

"যদি কশ্যপাদয়ঃ স্বয়ং স্মৃতিপ্রণেতারঃ বহুভার্য্যাবেদনমশাস্ত্রীয়মিতি জানীয়ুঃ কথং তত্র প্রবর্ত্তেরন্। অতস্তেষামাচারদর্শনেনৈব উপদর্শিতপ্রকার এব শাস্ত্রার্থঃ নান্যথেত্যবধার্য্যতে" (৪০)।

যদি নিজে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কশ্যপপ্রভৃতি বহুভার্য্যাবিবাহ

(৩৯) ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়। (৪০) বহুবিবাহবাদ, ২৩ পৃষ্ঠা।

অশাস্ত্রীয় বোধ করিতেন, তাহা হইলে, কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব, তাঁহাদের আচার দর্শনেই অবধারিত হইতেছে, আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যথার্থ শাস্ত্রার্থ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা লোকহিতার্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সুতরাং, তাঁহাদের আচার অবশ্যই সদাচার। যখন শাস্ত্রকর্ত্তা কশ্যপ প্রভৃতির বহুবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন বহুভার্য্যাবিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত; শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা কোনও অংশে ন্যায়ানুসারিণী নহে। ইতিপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, আপস্তম্ব বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছেন, দেবগণ, ঋষিগণ বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিগণ, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিতেন না; সুতরাং, তাঁহাদের আচার মাত্রই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত ও অনুসৃত হওয়া উচিত নহে, তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রানুমোদিত, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। অতএব, যখন বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতির বহুবিবাহব্যবহারদর্শনে, তাদৃশ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মীমাংসা করা কোনও অংশে সঙ্গত হইতে পারে না। এজন্যই মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

"ননু শিষ্টাচারপ্রামাণ্যে স্বদুহিতৃবিবাহোঽপি প্রসজ্যেত প্রজাপতেরাচরণাৎ তথাচ শ্রুতিঃ প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়দিতি নৈবংন দেবচরিতং চরেদিতি ন্যায়াৎ অতএব বৌধায়নঃ অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্ম্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্। নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেদিতি"(৪১)।

শিষ্টাচারের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, নিজকন্যাবিবাহও

(৪১) পরাশরভাষ্যে, দ্বিতীয় অধ্যায়।

দোষাবহ হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্মা তাহা করিয়াছিলেন। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে,

প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়ৎ (৪২)।

ব্রহ্মা নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এরূপ বলিও না, কারণ, দেবচরিত্রের অনুকরণ করা ন্যায়ানুগত নহে। এজন্যই, বৌধায়ন কহিয়াছেন, "দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক"।

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেরই অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক, এই হেতুতে তদীয় অবৈধ আচরণ শিষ্টাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বৃহস্পতি ও পরাশর উভয়েই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক, বৃহস্পতি কামার্ত্ত হইয়া গর্ব্ভবতী ভ্রাতৃভার্য্যা সম্ভোগ, আর পরাশর কামার্ত্ত হইয়া অবিবাহিতা দাশকন্যা সম্ভোগ, করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া, ইঁহাদের এই অবৈধ আচরণ শিষ্টাচারস্থলে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইলে, অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। অতএব, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কশ্যপ প্রভৃতি বহুভার্য্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কশ্যপ প্রভৃতির তাদৃশ আচারদর্শনে বহুভার্য্যাবিবাহপক্ষই যথার্থ শাস্ত্রার্থ বলিয়া অবধারিত হইতেছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা শাস্ত্রানুযায়িনী ও ন্যায়ানুসারিণী হইতে পারে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফলকথা এই, শিষ্টাচারবিশেষকে প্রমাণস্থলে পরিগৃহীত করা আবশ্যক হইলে, ঐ শিষ্টাচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, নতুবা ইদানীন্তন লোকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে শাস্ত্রমূলক আচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বকালীন লোকের যথেচ্ছ ব্যবহারকে অবিগীত শিষ্টাচার স্থলে

(৪২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩ পঞ্চিকা, ৩৩ খণ্ড।

প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দোহাই দিয়া, তদনুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা পণ্ডিতপদবাচ্য ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সমুদয় একপ্রকার আলোচিত হইল। সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ, এক সামান্য কথা উপলক্ষে, তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক; এজন্য, আত্মবক্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের উপসংহার করিতেছি। তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎসূনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ।
তেনৈব কৃতকৃত্যোঽস্মি ন জিগীষাস্তি লেশতঃ॥

যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন; তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই; জিগীষার লেশ মাত্র নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন, "জিগীষার লেশ মাত্র নাই," তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ কোনও মতে ন্যায়ানুগত নহে। তিনি, বাস্তবিক জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, এই গ্রন্থের রচনা ও প্রচার করিয়াছেন, এমন স্থলে, জিগীষা নাই বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, কোনও কালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা সহবাস ঘটিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। তিনি, জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা নিরবচ্ছিন্ন অর্ব্বাচীনতা প্রদর্শন মাত্র। জিগীষা তমোগুণের কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি একবার স্বল্প কাল মাত্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহার শরীরে তমোগুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। যাঁহারা অনভিজ্ঞতা

বশতঃ, তদীয় বিশুদ্ধ চরিতে ঈদৃশ অসম্ভাবনীয় দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রবোধনের নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ; তদ্দৃষ্টে তাঁহাদের ভ্রমবিমোচন হইবেক, তাহার সংশয় নাই।

"ইত্যেবং পরিসংখ্যাপবত্বরূপাভিনবার্থকল্পনয়া স্বাভীষ্ট-সিদ্ধয়ে অসবর্ণাতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং যৎ ব্যবস্থাপিতং তন্নির্মূলং নির্যুক্তিকং স্বকপোলকল্পিতং প্রাচীনসন্দর্ভাসম্মতং পবিসংখ্যাসরণ্যননুসৃতং বহুবিবোধগ্রস্তঞ্চ প্রমাণপরতন্ত্রৈস্তা-ন্ত্রিকৈরশ্রদ্ধেয়মেব। তস্য নিবাবণার্থং যদ্যপি প্রয়াস এবানুচিতঃ তথাপি পণ্ডিতম্মন্যস্য স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে তত্রাগ্রহবতঃ পবিসংখ্যা-রূপার্থকল্পনরূপাবলেপবতশ্চ তস্যাবলেপখণ্ডনেন তদ্বাক্যে বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিচবশূন্যানাং তদুদ্ভাবিতপদব্যা বহুল-দোবগ্রস্ততাবোধনায়ৈব প্রযত্নঃ কৃতঃ" (৪৩)।

এই রূপে পরিসংখ্যাপরত্বরূপ অভিনব অর্থের কল্পনা দ্বারা, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নির্মূল, যুক্তি-বিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্পিত, প্রাচীন গ্রন্থের অসম্মত, পরিসংখ্যাপদ্ধতির বিপরীত, বহুবিরোধপূর্ণ, অতএব প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিকদিগের একবারেই অশ্রদ্ধেয়। তাহার খণ্ডনার্থে যদিও প্রয়াস পাওয়াই অনুচিত ; তথাপি, পণ্ডিতাভিমানী স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সে বিষয়ে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরিসংখ্যারূপ অর্থ কল্পনা করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাঁহার গর্ব্ব খণ্ডন পূর্ব্বক, যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম।

"ইত্থমসৌ তস্য শেমুষীপ্রাতিভাসঃ তদ্বাক্যে বিশ্বাসভাজঃ সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্যান্ জনান্ ভ্রময়ন্নপি অস্মত্তর্কচক্রে নিপ-তিতঃ ভৃশমনুযোগদণ্ডেন ভ্রাম্যমাণঃ ন ক্বচিদ্বিশ্রান্তিমাসাদয়িষ্যতি

(৪৩) বহুবিবাহবাদ, ৪৫ পৃষ্ঠা।

উপযাস্যতি চ দুর্গমে অতিগভীরে শাস্ত্রজলাশয়ে অস্মত্তর্কাবষ্টম্ভেন সাতিশয়রয়শালিসলিলাবর্ত্তেন পরিবর্ত্ত্যমানোলুপবৎ বংভ্রম্যমাণভাবম্, নাপ্স্যতি চ তলং কূলং বা, আপৃৎস্যতে চাস্মৎপ্রদর্শিতয়া প্রমাণানুসারিণ্যা যুক্ত্যা বাত্যয়া ঘূর্ণায়মানধূলিচক্রমিব নিরালম্বপথম্। অতঃ কূলকলনায় উপদেশকান্তরকর্ণধারাবলম্বনেন সদ্যুক্তিতরণিরনুসরণীয়া অবলম্বান্তরং বা বিশ্রান্ত্যৈ অবলম্বান্তরম্। অথ যুক্ত্যনাদরেণ স্বেচ্ছয়া তথা প্রতিভাসশ্চেৎ স্বেচ্ছাচারিণামেব সমাদরায় প্রভবন্নপি ন প্রমাণপদবীমবলম্বতে" (৪৪)।

এই ত তাঁর বুদ্ধিপ্রকাশ। যে সকল সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্য লোক তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ঘূর্ণিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু নিজে আমার তর্করূপ চক্রে নিপতিত ও প্রশ্নরূপ দণ্ড দ্বারা ঘূর্ণ্যমান হইয়া, কোনও স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন না; তৃণ যেমন সাতিশয় বেগশালী সলিলাবর্ত্তে পতিত হইয়া, ঘূর্ণিত হইতে থাকে; সেইরূপ আমার তর্কবলে দুর্গম অতিগভীর শাস্ত্ররূপ জলাশয়ে অনবরত ঘূর্ণিত হইতে থাকিবেন; তল অথবা কূল পাইবেন না; বাত্যাবশে ঘূর্ণমান ধূলিমণ্ডলের ন্যায়, আমার প্রদর্শিত প্রমাণানুসারিণী যুক্তি দ্বারা আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইবেন। অতএব, কূল পাইবার নিমিত্ত, অন্য উপদেশকরূপ কর্ণধার অবলম্বন করিয়া, সদ্যুক্তিরূপ তরণির অনুসরণ করিতে, অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অন্য অবলম্বন আশ্রয় করিতে হইবেক। আর, যদি যুক্তিমার্গ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বেচ্ছাবশতঃ তাদৃশ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারীদিগের নিকটেই আদরণীয় হইবেক, প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দুটি স্থল উদ্ধৃত হইল। এই দুই অথবা এতদনুরূপ অন্য অন্য স্থল দেখিয়া, যাঁহারা মনে করিবেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গর্ব্ব, বা ঔদ্ধত্য, বা জিগীষা আছে, তাঁহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই;

(৪৪) বহুবিবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

ন্যায়রত্নপ্রকরণ
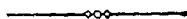
বরিসালনিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম "প্রেরিত তেঁতুল"। যে অভিপ্রায়ে স্বীয় পুস্তকের ঈদৃশ রসপূর্ণ নাম রাখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে;

> "যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃতভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া "প্রেরিত তেঁতুল" নামে গ্রন্থের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল"।

স্বপ্রচারিত বিচারপুস্তকের এইরূপ নামকরণানন্তর, কিঞ্চিৎ কাল রসিকতা করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয়, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের ও দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথা,

> "এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এপর্য্যন্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করি নাই সম্প্রতি উল্লি-খিত বিষয়ের বিবরণযুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হই। জানি-লাম বহুবিবাহ অনুচিত, ইহারই পোষকতার জন্য নানাবিধ ভাবযুক্ত সুললিত বঙ্গভাষাতে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে

সে সব রচনার আলোচনাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি সংহিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায় টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এমন যে উত্তমরচনারূপ দুগ্ধনমূহ তাহাকে "কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য" ইত্যাদি বচনের নূতন অর্থরূপ গোমূত্রদ্বারা একবারে অগ্রাহ্য করিয়াছে. না হইবেই বা কেন "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যের যেন লাঠি বাজে" এই কারণই নিম্নভাগে, জীমূত বাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায়ের টীকার সহিত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল", (১)।

দায়ভাগলিখন দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিশদ রূপে দর্শিত হইয়াছে (২), এ স্থলে আর তাহার নূতন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই, এজন্য এত আড়ম্বর করিয়া দায়ভাগের দোহাই দিয়াছেন। তিনি যে দায়ভাগের দোহাই দিতেছেন, সেই দায়ভাগেরই প্রকৃত প্রস্তাবে অনুশীলন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না, কারণ দায়ভাগে দৃষ্টি থাকিলে,

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।

মনুবচনের এরূপ পাঠ ধরিতেন না। তিনি, এক মাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ দায়ভাগকার মনুবচনের কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

---

(১) প্রেরিত তেঁতুল, ১১পৃষ্ঠা।

(২) এই পুস্তকের ২২৯ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি হইতে ২৩৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

দায়ভাগ উদ্‌ঘাটন করিলে, দেখিতে পাইবেন, মনুবচনের "ক্রমশো বরাঃ" এ স্থলে "বরাঃ" এই কয়টি অক্ষরের পূর্ব্বে একটি লুপ্ত অকারের চিহ্ন আছে। যাহা হউক, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তিনি, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, অবগত হইতে পারিবেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে, কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে। আমরা "তাশ্চ স্বা চাগ্রেজন্মনঃ" ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা স্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ইহারাই কামতঃ বিবাহিতা হইবে। এই স্থলে ব্রাহ্মণী পরিত্যাগ করা কোন্ শাস্ত্রীয় পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যাশূন্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারেন। পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ইহা ভিন্নের কামতঃ বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ করিয়া এইক্ষণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রকাশ করুন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং জিজ্ঞাসুদিগের নিকটে তাহার অভিপ্রায়ও বলিতে পারি" (৩)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩। ১২।

---

(৩) প্রেরিত তৈতুল, ১৬পৃষ্ঠা।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥৩।১৩।

এই দুই মনুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, এবং মনুবচন পরিসংখ্যাবিধির প্রকৃত স্থল কি না, এই তিন বিষয় তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা কি প্রকারে রাগপ্রাপ্তস্থলে সবর্ণার বিবাহনিষেধ ও অসবর্ণার বিবাহবিধান প্রতিপন্ন হয়, ঐ প্রকরণে দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন (৪)। ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে কি প্রকারে সবর্ণার কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে"। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, তাঁহার সে বোধ নাই, সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা কি প্রকারে সবর্ণাবিবাহের নিষেধ ও অসবর্ণাবিবাহের কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা বুদ্ধিগম্য হওয়া সম্ভব নহে। সেই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এই; "পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না"। শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, পরিসংখ্যাবিধিবিষয়ে ঈদৃশ অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এই,

স্ববিষয়াদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ(৫)।

যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে।

---

(৪) এই পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ। (৫) বিধিস্বরূপ।

উদাহরণ এই,

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।

পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়।

লোকে যদৃচ্ছা ক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়", এই বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুক্কুরাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণ নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। শশ, কচ্ছপ, কুক্কুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্চনখ জন্তু আছে; তন্মধ্যে,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ॥ ১। ১৭৩। (৬)

সেধা, গোধা, কচ্ছপ, শল্লক, শশ এই পাঁচ পঞ্চনখ ভক্ষণীয়।

এই শাস্ত্র দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইতেছে, এবং এই পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুক্কুর বিড়াল বানর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু অভক্ষ্যপক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব, "পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না", ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। "পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিবে না", এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তু পঞ্চনখমধ্যে গণ্য নহে, আর, "ইহাতে পঞ্চনখির মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না", এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চনখ জন্তু মাত্রই ভক্ষণীয়, পঞ্চনখ জন্তুর মধ্যে একটিও নিষিদ্ধ নয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান

---

(৬) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

হইতেছে, পঞ্চনখ জন্তু কাহাকে বলে, এবং পঞ্চনখভক্ষণবিষয়ক বিধির আকার কিরূপ, এবং ঐ বিধির অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সে বোধ নাই। আর, "এক্ষণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন, তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি"; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি-প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে পরিসংখ্যাবিধির বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ও অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল অবলোকন করিবেন, তাহা হইলেই, বোধ করি, নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

"আমাদের ঐ পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছার কারণ এই, কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি বহুদর্শী প্রাচীন মহাত্মাও ঐ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া "যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটী বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে" এইরূপ বার বার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন। তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন"? (৭)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যথার্থ ইচ্ছু হইলে, এত আড়ম্বর পূর্ব্বক পুস্তকপ্রচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, "প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, স্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি, বহুদর্শী, প্রাচীন মহাত্মার" নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিলেই, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন। তাঁহার উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, ত্রিশ বৎসর, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, রাজদ্বারে অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল, অবাধে, ধর্ম্ম-

(৭) প্রেরিত তেঁতুল, ১৭ পৃষ্ঠ।

শাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া, অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহার নিকট অপরিচিত নহেন। বিশেষতঃ, যৎকালে বহুবিবাহবিচারবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত প্রতিদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তত্ত্বনির্ণয় অভিপ্রেত হইলে, তিনি, সন্দেহ-ভঞ্জনের ঈদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া, পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। তদীয় লিখনভঙ্গী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার মতে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিসংখ্যা-বিধির অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্যই তিনি, "যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটী বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে", আমার অবলম্বিত ব্যাখ্যার এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। "তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন?" তদীয় এই প্রশ্ন দ্বারা তাহাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে সবিশেষ দর্শিত হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বমান্য শিরোমণি মহাশয়কে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া শ্লেষোক্তি করিবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"প্রেরিত তেঁতুল" পুস্তকে এতদ্ভিন্ন এরূপ আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যক; এজন্য, এই স্থলেই ন্যায়রত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

স্মৃতিরত্নপ্রকরণ।

শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্ন মহাশয় যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম "বহুবিবাহবিষয়ক বিচার"। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে তদ্বিষয়ে কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল আপত্তি যথাক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। তদীয় প্রথম আপত্তি এই,—

"এই সকল লিখন দেখিয়া সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইতেছে, একমাত্র সবর্ণাবিবাহকে নিত্য বিবাহ ও ভার্য্যার বন্ধ্যাত্বাদি কারণবশতঃ বহুসবর্ণাবিবাহকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলিয়াছেন। আর যদৃচ্ছাক্রমে অসবর্ণাবিবাহকে কাম্য বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক সবর্ণাবিবাহ হইতে কাম্য অসবর্ণাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্" (১)।

"উক্তস্থলে আবার বলিয়াছেন সবর্ণাবিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প এবং বলিয়াছেন আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হইতেছে সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত, অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত। কিন্তু সবর্ণাবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক, অসবর্ণাবিবাহ কাম্য, ইহা বলিলে ঐ দুই বিবাহ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা করিতে পারা যায় না। উভয় বিবাহকে নিত্য বা নৈমি-

(১) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৫ পৃষ্ঠ।

ত্তিকই বলুন, অথবা উভয় বিবাহকে কাম্যই বলুন। নতুবা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা কোন মতেই হইতে পারে না” (২)।

“কোন কোন স্থলে প্রশস্ত অপ্রশস্ত রূপে মীমাংসিত হইয়াছে ; যেমন প্রায় অধিকাংশ দেবপূজাতেই একটি বিধি আছে, রাত্রীতরত্র পূজয়েৎ, রাত্রির ইতর কালে অর্থাৎ দিবসে পূজা করিবে, আবার সেই স্থলেই আর একটি বিধি আছে, পূর্ব্বাহ্ণে পূজয়েৎ দিবসের তিন ভাগের প্রথম ভাগের নাম পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগের নাম মধ্যাহ্ন, তৃতীয় ভাগের নাম অপরাহ্ণ। ঐ পূর্ব্বাহ্ণে পূজা করিবে, দিবসের অপর দুইভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে পূজা করিলে যে ফল হয়, পূর্ব্বাহ্ণে করিলে, সেই ফলই উৎকৃষ্ট হয়। অতএব মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে, পূজা অপ্রশস্ত পূর্ব্বাহ্ণে পূজা প্রশস্ত, ইহাকেই প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের প্রথম কল্প অনুকল্প বা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, কোন মীমাংসকের মীমাংসা দেখা যায় না” (৩)।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা কর্ম্মবিশেষকে অবস্থাভেদে প্রশস্তশব্দে, অবস্থাভেদে অপ্রশস্তশব্দে, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন তাঁহার উল্লিখিত উদাহরণে, দেবপূজারূপ কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্তশব্দে, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্তশব্দে, নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে দেবপূজারূপ এক কর্ম্মই পূর্ব্বাহ্ণে ও তদিতর সময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে অথবা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠানরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট হওয়া অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। অতএব, সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত কল্প আর অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, আমি এই যে

(২) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৬ পৃষ্ঠা।

(৩) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৮ পৃষ্ঠা।

নির্দ্দেশ করিয়াছি, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে তাহা অসঙ্গত; কারণ, সবর্ণাবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া, এবং অসবর্ণাবিবাহ কাম্য বলিয়া, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ এক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সবিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার উদাহৃত দেবপূজারূপ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত, আর তদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহরূপ কর্ম্ম সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত, আর অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে পারে না। যেমন, এক দেবপূজারূপ কর্ম্ম, অনুষ্ঠানকালের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, এক বিবাহরূপ কর্ম্ম, পরিণীয়মান কন্যার জাতিগত বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট না হইবার কোনও কারণ লক্ষিত হইতেছে না। দেবপূজা দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত, পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত দেবপূজা প্রশস্ত, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত দেবপূজা অপ্রশস্ত, বিবাহ দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত; সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ প্রশস্ত; অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ অপ্রশস্ত। এই দুই স্থলে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না। যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পৌর্ব্বাহ্ণিক, মাধ্যাহ্নিক, আপরাহ্ণিক এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক দেবপূজা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন। এক ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণে দেবপূজা করিয়াছে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় ঐ পূর্ব্বাহ্ণকৃত দেবপূজাকে প্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিবেন, তাহার সংশয় নাই, অন্য এক ব্যক্তি অপরাহ্ণে

দেবপূজা করিয়াছে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই অপরাহ্ণকৃত দেবপূজাকে অপ্রশস্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিবেন, তাহাব সংশয় নাই। প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিতে গেলে, দুই পৃথক সময়ে দুই পৃথক ব্যক্তির কৃত দুই পৃথক দেবপূজা, এক কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত বোধ হয়।

কিন্তু,

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩। ২১।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুব, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও সকলের অধম পৈশাচ অষ্টম।

এই অষ্টবিধ বিবাহ (৪) গণনা কবিয়া, মনু,

---

(৪) অষ্টবিধ বিবাহের মনূক্ত লক্ষণ সকল এই,—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩। ২৭।

স্বয়ং আহ্বান অর্চ্চনা ও বস্ত্রালঙ্কারপ্রদান পূর্ব্বক, অধীতবেদ ও আচারপূত পাত্রে যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ ৩। ২৮।

আরব্ধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছে, ঈদৃশ পাত্রে, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, যে কন্যাদান, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ৩। ২৯।

ধর্ম্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোযুগল গ্রহণ করিয়া, বিধি পূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩। ৩০।

উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, বাক্যদ্বারা এই নিয়ম করিয়া, অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥ ৩। ২৪।

বিবাহধর্ম্মজ্ঞেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথমনির্দ্দিষ্ট চারি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এক মাত্র রাক্ষস; বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, এই চতুর্ব্বিধ বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন; সুতরাং, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ অবশিষ্ট এই চতুর্ব্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে অপ্রশস্ত হইতেছে। যদি ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিবাহ প্রশস্ত, ও আসুর প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে;

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩। ৩১।

স্বেচ্ছা অনুসারে, কন্যার পিতৃপক্ষকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া, যে কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩। ৩২।

পরস্পর ইচ্ছা ও অনুরাগ বশতঃ, বর ও কন্যা উভয়ের যে মিলন তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩। ৩৩।

কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাচীরভঙ্গ করিয়া, পিতৃগৃহ হইতে, বল পূর্ব্বক, বিলাপকারিণী রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩। ৩৪।

নির্জন প্রদেশে সুপ্তা, মত্তা, বা অসাবধানা কন্যাকে যে সম্ভোগ করা, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ নিরতিশয় পাপকর ও সর্ব্ব বিবাহের অধম।

তাহা হইলে, দ্বিজাতির পক্ষে নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত, আর কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা নাই। আর, যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং তজ্জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কল্প, কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া উল্লিখিত হইতে না পারে; তাহা হইলে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই অষ্টবিধ বিবাহও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক, এবং তাহা হইলেই, ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিবাহ প্রশস্ত কল্প, আসুর প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, এই মানবীয় ব্যবস্থা, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। অতএব, স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, হয় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, নয় অবস্থার বৈলক্ষণ্য বশতঃ, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কল্প, আর কাম্য বিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবেক।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সন্তোষের নিমিত্ত, এ বিষয়ে এক প্রামাণিক গ্রন্থকারের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে,

"অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরং ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিণয়ো বিহিতঃ, তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্ত্বনুকল্পঃ" (৫)।

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাপাণিগ্রহণের পর, অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি কন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সবর্ণাবিবাহ মুখ্য কল্প, অসবর্ণাবিবাহ অনুকল্প।

---

(৫) মদনপারিজাত।

এ স্থলে বিশ্বেশ্বরভট্ট সবর্ণাবিবাহকে প্রশস্ত কল্প, অসবর্ণাবিবাহকে অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব,

> "সবর্ণাবিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প। কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণ-বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ করিতে পারে" (৬)।

এই লিখন উপলক্ষ করিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত কল্প, অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, এই ব্যবস্থার উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা সম্যক সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

> "চারি ইত্যাদি জাতীয় সংখ্যা বলাতে ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয়টী ব্রাহ্মণী বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, এইটী দায়ভাগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ" (৭)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দায়ভাগলিখন অথবা দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন সম্ভব ও সঙ্গত কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ স্থলে আর তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই (৮)।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,—

২। "আর ঐ অসবর্ণাবিবাহবিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই যে স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায় তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ বলিয়াছেন, সুতরাং যদৃচ্ছা ক্রমে অসবর্ণা

---

(৬) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৬ পৃষ্ঠা।

(৭) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৪ পৃষ্ঠা।

(৮) এই পুস্তকের ২৩৯ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি হইতে ২৩৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

বিবাহকে ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সবর্ণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, এরূপ বিধির নিয়ম কুত্রাপি দেখা যায় না”(৯)। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই, স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, যদৃচ্ছাস্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা সবর্ণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় কি না, তাহা তিনি অবগত হইতে পারিবেন (১০)।

“বহুবিবাহবিষয়ক বিচার” পুস্তকে আলোচনাযোগ্য আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না; এজন্য এই স্থলেই স্মৃতিরত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

---

(৯) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৫ পৃষ্ঠা।

(১০) এই পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

সামশ্রমিপ্রকরণ

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত সত্যব্রত সামশ্রমী যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম "বহুবিবাহবিচারসমালোচনা"। আমি প্রথম পুস্তকে বহুবিবাহ রহিত হওয়ার ঔচিত্যপক্ষে যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ের খণ্ডন করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সামশ্রমী মহাশয়, এই উদ্দেশ্যসাধনে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি, বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনের নিমিত্ত, অসবর্ণাবিবাহবিধায়ক মনুবচনের যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম আপত্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় তাদৃশ মহৎ ব্যক্তির উক্তি না হইলে বিচার্য্যই হইত না।

(মনু) 'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ" ॥৩।১২॥

কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত। এবং যথাক্রমে (অনুলোম) পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়" (১)।

মনুবচনের এই ব্যাখ্যা কিরূপে প্রতিপন্ন বা সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, যে সকল শব্দে এই বচন সঙ্কলিত

---

(১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে। আমার অবলম্বিত অর্থের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, সামশ্রমী মহাশয় সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা বিষয়ে নিতান্ত বহির্মুখ হইয়াছেন, এজন্য, মনুবচনের চিরপ্রচলিত অর্থে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কষ্টকল্পনা দ্বারা অর্থান্তর প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত পাঠের ও অর্থের সহিত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রথমতঃ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বার্দ্ধ

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা।

উত্তরার্দ্ধ

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো ঽবরাঃ॥

কিন্তু যাহারা কামবশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই পাঠ ও এই অর্থ মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেশ্বরভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয় যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বচন দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না, এবং সম্যক সংলগ্নও হয় না। তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় কি না, তৎপ্রদর্শনার্থ বচনস্থিত প্রত্যেক পদের অর্থ ও সমুদিত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

সবর্ণাগ্রে	দ্বিজাতীনাং	প্রশস্তা	দারকর্ম্মণি।
সবর্ণা অগ্রে	দ্বিজাতীনাং	প্রশস্তা	দারকর্ম্মণি।
সবর্ণা প্রথমে	দ্বিজাতিদিগের	বিহিতা	বিবাহে

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো ঽবরাঃ॥
কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ॥

কাম বশতঃ কিন্তু প্রবৃত্তদিগের এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরা॥
কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্তদিগের অনুলোম ক্রমে এই সকল (অর্থাৎ পরবচনোক্ত) অবরা (অর্থাৎ অসবর্ণা কন্যারা) ভার্য্যা হইবেক।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত। এবং. যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়"; সামশ্রমী মহাশয়ের এই অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। উপরি ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা প্রথম বিবাহে সবর্ণার বিহিতত্ব, ও উত্তরার্দ্ধ দ্বারা কাম বশতঃ বিবাহ-প্রবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের কর্ত্তব্যত্ব, বোধিত হইয়াছে; সুতরাং, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ পরস্পরবিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক, সর্ব্বতোভাবে পরস্পরনিরপেক্ষ, বিভিন্ন বাক্যদ্বয় বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু সামশ্রমী মহাশয় পূর্ব্বার্দ্ধ সমুদয় ও উত্তরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ বচনের প্রথম তিন চরণ, লইয়া এক বাক্য, আর উত্তরার্দ্ধের দ্বিতীয় অর্দ্ধ, অর্থাৎ বচনের চতুর্থ চরণ মাত্র, লইয়া এক বাক্য কল্পনা করিয়াছেন, যথা,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্॥

কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত।

ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ।

এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, "কামতস্তু প্রবৃত্তানাং," "কাম বশতঃ কিন্তু

প্রবৃত্তদিগের," এই স্থলে "কিন্তু" এই অর্থের বাচক যে "তু" শব্দ আছে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় তাহা এক বারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বসম্মত চিরপ্রচলিত অর্থে ঐ "তু" শব্দের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা, সুতরাং সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় ঐ "তু" শব্দের অণুমাত্র আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না, এজন্য, উহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং, উহার সম্পূর্ণ বৈয়র্থ্য ঘটিতেছে। আর, "প্রবৃত্ত" এই শব্দের "অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত" এই অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রকরণ বশতঃ, "প্রবৃত্ত" শব্দের "বিবাহপ্রবৃত্ত" এ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু "অসবর্ণা-বিবাহে প্রবৃত্ত", এই অসবর্ণা শব্দ বল পূর্ব্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর "ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ" "এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরা" এই অংশ দ্বারা "এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়", এ অর্থ কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। প্রথমতঃ, "এবং যথাক্রমে" এ স্থলে "এবং" "এই অর্থের বোধক কোনও শব্দ মূলে লক্ষিত হইতেছে না। মূলে তাদৃশ শব্দ নাই, এবং চিরপ্রচলিত অর্থেও তাদৃশ শব্দের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় "এবংশব্দ" প্রবেশিত না হইলে, পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হয় না; এজন্য, মূলে না থাকিলেও, ব্যাখ্যাকালে কল্পনাবলে তাদৃশ শব্দের আহরণ করিতে হইয়াছে। আর, "ক্রমশঃ" এই পদের "অনুলোম ক্রমে" এই অর্থ প্রকরণ বশতঃ লব্ধ হয়, এজন্য, এই অর্থই পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে।, সচরাচর "ক্রমশঃ" এই পদের "যথাক্রমে" এই অর্থ হইয়া থাকে। সামশ্রমী মহাশয়, এস্থলে ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, যখন "ক্রমশঃ" এই পদের "যথাক্রমে" এই অর্থ অবলম্বিত হইল, তখন "অনুলোমপাণিগ্রহণই" এ স্থলে, বচনস্থিত কোন শব্দ আশ্রয় করিয়া, অনুলোমশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। যদিও "ক্রমশঃ" এই পদের

স্থলবিশেষে "যথাক্রমে," স্থলবিশেষে "অনুলোম ক্রমে", ইত্যাদি অর্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে. কিন্তু এক স্থলে এক "ক্রমশঃ" এই পদ দ্বারা দুই অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, "অনুলোম-পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়," এ স্থলে "প্রশংসনীয়" এই অর্থ বচনের অন্তর্গত কোনও শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হইতেছে, "ক্রমশো হবরাঃ" এ স্থলে "অবরাঃ" এই পাঠ বচনের প্রকৃত পাঠ, তাহা তিনি অবগত নহেন, এজন্য, "অবরাঃ" এ স্থলে "বরাঃ" এই পাঠ স্থির করিয়া, ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়া, "প্রশংসনীয়" এই অর্থ লিখিয়াছেন। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, সামশ্রমী মহাশয়, কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, ঐ স্থলে (২) দৃষ্টি যোজনা করিলে, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে, মনুবচনের দ্বিবিধ অর্থ উপস্থিত, প্রথম চিরপ্রচলিত, দ্বিতীয় সামশ্রমিকল্পিত। যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে চিরপ্রচলিত অর্থে বচনস্থিত প্রত্যেক পদের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকিতেছে, সামশ্রমি-কল্পিত অর্থে বচনে অধিকপদতা, ন্যূনপদতা, কষ্টকল্পনা প্রভৃতি উৎকট দোষ ঘটিতেছে। এমন স্থলে, কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ফল কথা এই, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের অন্তর্গত পদসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে।

এক্ষণে, ঐ অর্থ সংলগ্ন হইতে পারে কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত"। গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা বিবাহ করিতে হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে সবর্ণা কন্যার

(২) এই পুস্তকের ১২৩ হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা আছে; সুতরাং, সবর্ণা কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থধর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত, সর্ব্বপ্রথম সবর্ণাবিবাহই করিতে হয়। তদনুসারে, এক ব্যক্তি, গৃহস্থধর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রথমে যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে। তৎপরে, কাম বশতঃ, ঐ ব্যক্তির অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইল। এক্ষণে, সামশ্রামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে, সে ব্যক্তিকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ধর্ম্মার্থে সবর্ণাবিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য; তদনুসারে, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য; সবর্ণাবিবাহ করিয়া, কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, কদাচ সবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক না; সুতরাং যদৃচ্ছা স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থলে, কাম বশতঃ অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইলে, দ্বিজাতিদিগকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক, এ কথা নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। আর, যদি তদীয় ব্যাখ্যার এরূপ তাৎপর্য্য হয়, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে সবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য, তৎপরে, কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, তদর্থে এতাদৃশ বক্র পথ আশ্রয় করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না; কারণ, চিরপ্রচলিত সহজ অর্থ দ্বারাই তাহা সম্যক সম্পন্ন হইতেছে। বোধ হয়, সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই, তাহা করিলে, কেবল বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্ব্বক, অকারণে, মনুবচনের ঈদৃশ অসঙ্গত ও অসম্ভব অর্থান্তর কল্পনায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

সামশ্রমী মহাশয়, বচনের এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া, ঐ অর্থের বলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই,—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিধিটিকে পরিসংখ্যা করিয়া

নিষেধ বিধির কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই বিধিটি কি নিয়ামক হইতে পারে না? ইহা দ্বারা কি অগ্রে সবর্ণাবিবাহই কর্ত্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্ত্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না? অসবর্ণাবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে? (৩)।”

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, মনুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপূর্ব্ববিধিই বল, নিয়মবিধিই বল, পরিসংখ্যাবিধিই বল, আমার পক্ষে তিনই সমান, তবে পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, পরিসংখ্যাপক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল(৪)। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের পরিসংখ্যায় নিতান্ত অরুচি থাকে; এবং এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার সন্তোষ জন্মে, তাহা হইলে আমি তাহাতেই সম্মত হইতেছি; আর, নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া তিনি প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি। তাঁহার ব্যবস্থা এই, “ইহা দ্বারা কি অগ্রে সবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্ত্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না?” পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, মনুবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা “অগ্রে সবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য” এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়, আর, “অনুলোমবিবাহই কর্ত্তব্য” অর্থাৎ কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অনুলোম ক্রমে অসবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য; মনুবচনের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের ঐ মীমাংসার এরূপ তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে তদীয় ঐ মীমাংসায় কোনও আপত্তি নাই, কারণ, নিয়মবিধি অবলম্বিত হইলে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

---

(৩) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা ২ পৃষ্ঠা।

(৪) এই পুস্তকের ১৫৩ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা।

এই পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা

দ্বিজাতিরা প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। আর,

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো ঽবরাঃ।

কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতিরা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক।

এই উত্তরার্দ্ধ দ্বারা,

কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতিরা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক। কিন্তু, "অসবর্ণাবিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে?" এই ভাবব্যাখ্যা কোনও অংশে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, ইতঃ পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে মনুবচন দ্বারা তাদৃশ অর্থ প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

সামশ্রমী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

"একাদশ পৃষ্ঠায়

"সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ। ৯। ১৮৩।"

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক।

এই বচনের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে 'দ্বিতীয় বচনে যে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

এস্থলে আমরা বলি—'একা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ' যদি একজনা পুত্রিণী হয়, এই অনির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারেই পুত্রিণী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, অন্যথা শেষ পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে—এ স্থলে 'যদি কেহ পুত্রিণী' এই নির্দ্দেশহীন বাক্য কেন প্রযুক্ত হইবে? (৫)।

যদি কেহ পুত্রবতী হয়, এই অনিশ্চিত নির্দ্দেশ দর্শনে, সামশ্রমী মহাশয়, পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, যদি এই বচনোল্লিখিত বহু-বিবাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন হইত, তাহা হইলে, যদি কোনও স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দ্দেশ না থাকিয়া, যদি কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ থাকিত; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া অবধারিত হওয়াতেই, কনিষ্ঠা স্ত্রী বিবাহিত হইয়াছিল, এমন স্থলে, কনিষ্ঠারই পুত্র হইবার সম্ভাবনা, এবং তন্নিমিত্ত, যদি কনিষ্ঠা পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ নির্দ্দেশ থাকাই সম্ভব; যখন তাহা না থাকিয়া, যদি কোনও পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দ্দেশ আছে, তখন জ্যেষ্ঠা প্রভৃতিরও পুত্রবতী হওয়া সম্ভব, এবং তাহা হইলেই পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ প্রতিপন্ন হইল, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বা অন্য কোনও পূর্ব্ববিবাহিতা স্ত্রী পুত্রবতী হইলে পর, কনিষ্ঠা প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে; সুতরাং, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ মনুবচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি এক ব্যক্তির বহু স্ত্রীর মধ্যে কেহ পুত্রবতী হয়, সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক, ইহা বলিলে, পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ কিরূপে প্রতিপন্ন হয়, বলিতে পারা যায় না। এক ব্যক্তির কতকগুলি স্ত্রী আছে, তন্মধ্যে যদি কাহারও পুত্র জন্মে, সেই পুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী

(৫) বহুবিবাহসমালোচন, ৪ পৃষ্ঠা।

গণ্য হইবেক, এ কথা বলিলে, সে ব্যক্তির বর্ত্তমান সকল স্ত্রীই পুত্রহীনা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ, পুত্রহীন স্ত্রীসমূহের বিষয়েই এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, "পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে," সামশ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বচনের অর্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না। "সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়," এ স্থলে "যদি হয়" এরূপ সংশয়াত্মক নির্দ্দেশ না থাকিয়া, "সপত্নীদের মধ্যে এক জন পুত্রবতী", যদি এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও বরং পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করিয়াছে, এরূপ অনুমান কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারিত। আর, যদি কোনও ব্যক্তি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব আশঙ্কা করিয়া, ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, সে স্থলে "শেষ পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে,"কেন, বুঝিতে পারা যায় না। সামশ্রমী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তখন কনিষ্ঠা স্ত্রীরই সন্তান হওয়া সম্ভব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীদিগের আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা কি। কিন্তু ইহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব নহে যে, পূর্ব্ব স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া, পুত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করিলে পর, কোনও কোনও স্থলে, পূর্ব্ব স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে; কোনও কোনও স্থলে উভয় স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে উভয়েই গর্ব্ভধারণে অসমর্থ হইয়াছে। অতএব "শেষ পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে," এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক, তাহার সংশয় নাই।

সামশ্রমী মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;

"যদি তাঁহাদের আচরণ অনুকার্য্যই না হইবে, তবে

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"।

ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল? ইহাও আমাদের সুগম নহে" (৬)।

---

(৬) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ৬ পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করে, সামান্য লোকে সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সামান্য লোকে তদনুসারে চলে। পূর্ব্বকালীন দুষ্মন্ত প্রভৃতি রাজারা প্রধান ব্যক্তি, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন; যদি তাঁহাদের আচরণ দর্শনে তদনুসারে চলা কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ বাসুদেব কি আশয়ে অর্জ্জুনকে ওরূপ উপদেশ দিলেন, সামশ্রমী মহাশয় সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সামশ্রমী মহাশয় ভগবদ্বাক্যের অর্থ বোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্য "অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল?", তাহা তাঁহার পক্ষে "সুগম" হয় নাই। এই ভগবদুক্তি উপদেশবাক্য নহে, উহা পূর্ব্বগত উপদেশবাক্যের সমর্থনের নিমিত্ত, লোকব্যবহার কীর্ত্তন মাত্র। যথা,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।৩।১৯। (৭)

অতএব, আসক্তিশূন্য হইয়া, সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ পায়।

এইটি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাক্য। এইরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের উপদেশ দিয়া, তাহার ফলকীর্ত্তন ও প্রয়োজনপ্রদর্শন করিতেছেন,

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥৩ ২০॥ (৭)

জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। লোকের উপদেশার্থেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

---

(৭) ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ জনক প্রভৃতি, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া, মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তদনুরূপ কর, তদনুরূপ ফল পাইবে। আর, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেক, সে অনুরোধেও তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকে আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেক কেন, এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত, কহিতেছেন,

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৩।২১॥ (৮)

প্রধান লোকে যে যে কর্ম্ম করেন, সামান্য লোকে সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন, লোকে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে।

অর্থাৎ, সামান্য লোকে স্বয়ং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ নহে; প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, সেই সেই কর্ম্মকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যক। ঊনবিংশ শ্লোকে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছেন, একবিংশ শ্লোক দ্বারা, লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া, সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছেন। এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশবাক্য নহে। লোকে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা আমার কপোলকল্পিত নহে। সামশ্রমী মহাশয়ের সন্তোষার্থে আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে,—

---

(৮) ভগবদ্গীতা।

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতো জনো যৎ যৎ বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা কর্ম্মানুতিষ্ঠতি তত্তদেব প্রাকৃতো জনোঽনুবর্ত্ততে"।

যাঁহাকে বেদজ্ঞ ও মীমাংসাদি শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞান করে, তাদৃশ ব্যক্তি, বিহিতই হউক, আর নিষিদ্ধই হউক, যে যে কর্ম্ম করেন, সামান্য লোকে তদ্দৃষ্টে সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে।

সামান্য লোকে, সকল বিষয়ে, প্রধান লোকের আচার দেখিয়া, তদনুসারে চলিয়া থাকে, তাঁহাদের আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না, ইহাই ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে; নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবেন, সর্ব্বসাধারণ লোকের তাহাই করা উচিত, এরূপ উপদেশ দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে। সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া, সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে; অতএব, কত দূর পর্য্যন্ত তাদৃশ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত, শাস্ত্রকারেরা সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২।৬।১৩।৮।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ২।৬।১৩।৯

তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২। ৬। ১৩। ১০॥

প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮। তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ৯। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এক কালে উৎসন্ন হয়। ১০।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩৩।৩০॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৩৩।৩১॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥৩৩।৩২।(৯)

প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভোজী বহ্নির ন্যায়, তেজীয়ান্ দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্য লোকে কদাচ মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না, মূঢ়তা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষপান করিয়াছেন, সামান্য লোক বিষপান করিলে, বিনাশ অবধারিত। ৩১। প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক। ৩২।

এই দুই শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন; এজন্য তাঁহাদের আচার মাত্রই, সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে, সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নহে; তাঁহারা যে সকল উপদেশ দেন, এবং তাঁহাদের যে সকল আচার তদীয় উপদেশের অবিরুদ্ধ, তাহারই অনুসরণ করা উচিত। এজন্য বৌধায়ন, একবারে প্রধান লোকের আচরণের অনুকরণ নিষেধ করিয়া, শাস্ত্র- বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন। যথা,

অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (১০)॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক।

---

(৯) ভাগবত, দশম স্কন্ধ।
(১০) পরাশরভাষ্যধৃত।

এবং এজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য কেবল শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধি প্রদান করিয়াছেন। যথা,

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ।১।১৫৪।

যে আচার শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, সতত তাহারই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবেক।

এই সকল ও এতদনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্র দেখিলে, উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা, বোধ করি, সামশ্রমী মহাশয়ের "সুগম" হইতে পারে। ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সচরাচর চলিয়া থাকে, তুমি প্রধান, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেক। অতএব, এই লোকশিক্ষার অনুরোধেও, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন উচিত নহে। নতুবা, প্রধান লোকে যাহা করিবেক, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্বাক্যের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাৎপর্য্য নহে, সেরূপ হইলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রদর্শিত প্রকারে প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিতেন না। অতএব, দুষ্যন্ত প্রভৃতি প্রধান লোক, শকুন্তলা প্রভৃতির অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, আমরা সামান্য লোক, দুষ্যন্ত প্রভৃতি প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করা আমাদের পক্ষে দোষাবহ নহে, সামশ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া কদাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না।

সামশ্রমী মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,—

"বহুবিবাহের বিধি অন্বেষণীয় নহে। যখন ইহা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির-করণার্থ বিশেষশাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; যাহার নিষেধ নাই অথচ ব্যবহার আছে, তাহার বিধি অন্বেষণের কোন আবশ্যক নাই। তথাপি বহুবিবাহবিষয়কবিচার এইটি শ্রুতমাত্র যে একটি শ্রৌত প্রমাণ হঠাৎ স্মৃগত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না"(১১)।

"বহুবিবাহের বিধি অন্বেষণীয় নহে," কারণ, অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। "যখন ইহা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করণার্থ বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন"। বহুবিবাহ "আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে", সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ অসঙ্গত নহে; কিন্তু "শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না", তিনি এরূপ নির্দেশ করিতে কত দূর সমর্থ, বলিতে পারা যায় না। যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যয়ন, ও সবিশেষ যত্ন সহকারে অনুশীলন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি যথোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধি চালনা পূর্ব্বক, কিছু কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অনুসন্ধান করিলে, এতাদৃশ নির্দ্দেশে সমর্থ হইতে পারেন। সামশ্রমী মহাশয় রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না। এতদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। শাস্ত্রের মধ্যে তিনি তৈত্তিরীয়সংহিতার এক

(১১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৫ পৃষ্ঠা।

কণ্ডিকা ও মনুসংহিতার চারি বচনের আলোচনা করিয়াছেন; দুর্ভাগ্য ক্রমে, উহাদেরও প্রকৃতরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই; তৎপরে, দক্ষ প্রজাপতির এক পাত্রে বহুকন্যাদান ও রাজা দুষ্যন্তের যদৃচ্ছাকৃত বহুবিবাহরূপ প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব, যিনি যত বড় পণ্ডিত বা পণ্ডিতাভিমানী হউন, তাঁহার, এতন্মাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, বহুবিবাহ "শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না", এরূপ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার নাই। আর, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ "শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরকরণার্থ বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীশক্তিকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন"; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমার বিবেচনাতেও তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; কারণ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরীকরণের নিমিত্ত, শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত বুদ্ধিব্যয় ও সমস্ত জীবনক্ষয় করিলেও, তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি
তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে।
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি
তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে (১২)।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ, এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আবশ্যক হইলে পুরুষ, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে

(১২) তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬ কাণ্ড, ৬ প্রপাঠক, পঞ্চম অনুবাক, ৩ কণ্ডিকা।

পারে; স্ত্রীলোক, পতি বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারে না; উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"এ স্থলে যে দৃষ্টান্তে জায়াদ্বয় লাভ করিতে পারা যায়, ঐ দৃষ্টান্তে সমর্থ হইলে শত শত জায়াও লাভ করা যায়, সুতরাং ঐ দ্বিত্ব সংখ্যা বহুত্বের উপলক্ষণমাত্র" (১৩)।

এই মীমাংসাবাক্যের অর্থগ্রহ সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, বেদ দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের সমর্থন হওয়া সম্ভব কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৪); এ স্থলে আর তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত বেদবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক, যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার সমর্থনের নিমিত্ত, সামশ্রমী মহাশয় মহাভারতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার লিখন এই,—

"এই স্থলে মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিক পর্ব্বের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি এতদ্দৃষ্টে বহুবিবাহপ্রথা কত দূর সুপ্রচলিত ও শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

"সর্ব্বেষাং মহিষী রাজন্! দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি।
"এবং প্রব্যাহৃতং পূর্ব্বং মম মাত্রা বিশাম্পতে!॥১৬।৯.২২॥
"অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ (১৫)।

(১৩) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৬ পৃষ্ঠা।

(১৪) এই পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠা হইতে ২২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

(১৫) "অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ"।
সামশ্রমী মহাশয় এই শ্লোকার্দ্ধের নিম্নলিখিত অর্থ লিখিয়াছেন;
"আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন"।

"পার্থেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা সুতা তব॥ ২৩॥
"এষ নঃ সময়ো রাজন্! রত্নস্য সহ ভোজনম্।
"ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম!॥ ২৪॥
"সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি।
"আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্ণাতু জ্বলনে করান্॥ ২৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে রাজন! দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন। হে নরপতে! ইতিপূর্ব্বে মন্মাতৃকর্ত্তৃক এইরূপই অভিহিত হইয়াছে। ২২। আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন, তোমার এই কন্যারত্ন পার্থ কর্ত্তৃক বিজিতা হইয়াছেন। ২৩। হে রাজন! আমাদের এই প্রতিজ্ঞা যে, সকলে মিলিয়া রত্ন ভোজন করিব, হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। ২৪। কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন, অগ্নিসমীপে যথাপূর্ব্বক সকলেরই পাণিগ্রহণ করুন। ২৫।

দ্রুপদ উবাচ—

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
"নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ॥ ২৬॥
"লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
"কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয়! কস্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী॥ ২৭।

দ্রুপদ বলিলেন—হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের এক কালে বহু স্ত্রী বিহিতই আছে, কিন্তু এক স্ত্রীর এক কালে বহুপতি কোথাও শ্রবণ করি নাই। ২৬। হে কৌন্তেয়! তুমি ধর্ম্মবিৎ শুচি হইয়া

কিন্তু

"আমি ও পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন উভয়েই অকৃতদার"

এরূপ লিখিলে, বোধ করি, মূলের অর্থ প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইত। "আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি" ইহার অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট। বস্তুতঃ, মূলস্থিত "অনিবিষ্ট" শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়াই, ওরূপ অপ্রকৃত ও অসংলগ্ন অর্থ লিখিয়াছেন।

লোকবেদবিরুদ্ধ এই অধর্ম্ম করিও না, কেন তোমার এমন বুদ্ধি হইল। ২৭।

এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণ-স্বরূপ। সহৃদয় মহোদয়গণ! নিষ্পক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই উপাখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়? পুরুষের বহুবিবাহ কি শাস্ত্রনিষিদ্ধ?" (১৬)।

"এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ" এ স্থলে সামশ্রমী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আখ্যানটির একদেশমাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় আখ্যানটি উদ্ধৃত করিলে, তিনি এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন কি না। তাঁহার উদ্ধৃত ষড়্বিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিহিত আছে, এক নারীর বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না", সুতরাং, ইহা দ্বারা তাঁহার উল্লিখিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে, অর্থাৎ, বেদেও এক পুরুষের দুই বা বহুভার্য্যা বিধান, আর এক স্ত্রীর বহুপতি নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং এই আখ্যানেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং, সামশ্রমী মহাশয় উল্লিখিত আখ্যানের এই অংশকে তাঁহার অবলম্বিত বেদ-বাক্যের "সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু, এই আখ্যানের উত্তরভাগে ঐ বেদবাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার প্রতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

যুধিষ্ঠির উবাচ,—

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ।
বর্ত্ততে হি মনো মেঽত্র নৈবোঽধর্ম্মঃ কথঞ্চন॥
শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।

(১৬) বহুবিবাহবিচারসমালোচন, ১৬ পৃষ্ঠা।

ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ (১৭)॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,

আমার মুখ হইতে মিথ্যা নির্গত হয় না, আমার বুদ্ধি অধর্ম্ম-পথে ধাবিত হয় না; এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে; ইহা কোনও মতে অধর্ম্ম নহে। পুরাণেও শুনিতে পাওয়া যায়, নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা গোতমকুলোদ্ভবা জটিলা সপ্ত ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর, মুনিকন্যা বার্ক্ষী প্রচেতানামক তপঃপরায়ণ দশ ভ্রাতার ভার্য্যা হইয়াছিলেন।

সামশ্রমী মহাশয় যে আখ্যানটিকে উল্লিখিত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট যুধিষ্ঠিরবাক্যও সেই আখ্যানটির এক অংশ। আখ্যানের অন্তর্গত দ্রুপদরাজার উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বিহিত, স্ত্রীলোকের বহু পতি শুনিতে পাওয়া যায় না, স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অধর্ম্মকর ব্যবহার, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আর যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, জটিলা ও বার্ক্ষী এই দুই মুনিকন্যা যথাক্রমে সাত ও দশ পতি বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ কোনও মতে অধর্ম্মকর ব্যবহার নহে। এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানটির যুধিষ্ঠিরোক্তিরূপ অংশ দ্বারা তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে কি না। বেদবাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধে পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বৈধ, উত্তরার্দ্ধে স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, বলিয়া উল্লেখ আছে, দ্রুপদ রাজার উক্তি দ্বারা ঐ উল্লেখের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠির বার্ক্ষী ও জটিলা এই

(১৭) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৯৬ অধ্যায়।

দুই মুনিকন্যার বহুপতিবিবাহরূপ প্রাচীন আচার কীর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, এই বৈদিক নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রতিপন্ন করিতেছেন। অতএব, সামশ্রমী মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানের এ অংশ তাঁহার অবলম্বিত "শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ" নহে, সুতরাং "এই আখ্যানটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ," তদীয় এই নির্দ্দেশ সঙ্গত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ, "এই আখ্যানটি" এরূপ না বলিয়া "এই আখ্যানের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশ শ্লোকটি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ", এরূপ নির্দ্দেশ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক ছিল। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ সম্যক্ সঙ্গত হইতে পারে না। তিনি, আখ্যানের যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া, ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার অবলম্বিত "শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ" নহে। ঐ শ্লোক, এবং ঐ শ্লোক যে শ্রুতির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ, উভয় প্রদর্শিত হইতেছে,

একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ (১৮)।

এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না।

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু ভার্য্যা বিহিত, এক স্ত্রীর বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই শ্লোকটি এই শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ

(১৮) এই শ্রুতি এই পুস্তকের ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

করিলে, অধিকতর সঙ্গত হয় কি না, সামশ্রমী মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির ও সরল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, ভারতীয় আখ্যানের যে অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ হইয়াছে, সামশ্রমী মহাশয় প্রফুল্ল চিত্তে তন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু, যখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া, সমাধান করাই উচিত ও আবশ্যক ছিল। যখন আখ্যানটি পাঠ করিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রতিকূল অংশ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না।

"সহৃদয় মহোদয়গণ! নিষ্পক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই আখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়"। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই আখ্যানের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশ শ্লোকে, এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ আছে, ঐ একাধিক বিবাহ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন, অথবা যদৃচ্ছামূলক, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। এমন স্থলে, যাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা এই আখ্যানটিতে বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্বের বা অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে কি না, কিছুই অবধারিত বলিতে পারিবেন না। এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতন্মাত্র নির্দ্দেশ দেখিয়া, একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া মত প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা হউক, যদিও এ স্থলে কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ নাই, কিন্তু, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃতদার ব্যক্তির দ্বিতীয় প্রভৃতি বিবাহপক্ষে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া সবর্ণাবিবাহের, এবং যদৃচ্ছাপক্ষে সবর্ণাবিবাহ নিষেধ পূর্ব্বক অসবর্ণাবিবাহের, বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই বিধির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখিলে, অপক্ষপাতী মহোদয়দিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর

জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে, স্থলবিশেষে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তের, স্থলবিশেষে স্ত্রীর অসবর্ণাত্বের অপেক্ষা আছে। সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এমন স্থলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করাই উচিত ও আবশ্যক; পুরাণোক্ত অথবা ইতিহাসোক্ত উপাখ্যানের অন্তর্গত অস্পষ্ট নির্দ্দেশ মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ঈদৃশ বিষয়ের মীমাংসা করা কোনও অংশে ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

সামশ্রমী মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,—

"ক্রোড়পত্রে বেদরত্নাদিসংগৃহীত প্রমাণদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে,—ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে "মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণা-বিবাহের বিধি দিয়াছেন।" পরং আমরা এইরূপ সমাধানের মূল পাই না" (১৯)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, তৃতীয়তঃ, বালস্বভাবসুলভ চাপল দোষের আতিশয্য বশতঃ, স্থির চিত্তে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন নাই; এই সমস্ত কারণে, "মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন," এরূপ সমাধানের মূল পান নাই। মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন কি না, এই বিষয় তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (২০)। সামশ্রমী মহাশয় স্থিরচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাদৃশ সমাধানের মূল পাইতে পারিবেন।

---

(১৯) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২৯ পৃষ্ঠা।

(২০) এই পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

সামশ্রমী মহাশয়ের ষষ্ঠ আপত্তি এই ,—

"অপরঞ্চ

এতদ্বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগস্যৈকযোনিষু।
বহ্বীষু চৈকজাতানাং নানাস্ত্রীষু নিবোধত॥

অস্য কুল্লূকভট্টব্যাখ্যা। এতদিতি সমানজাতীয়াসু ভার্য্যাসু, একেন ভর্ত্রা জাতানাম্ এষ বিভাগবিধির্বোদ্ধব্যঃ। ইদানীং নানাজাতীয়াসু স্ত্রীষু বহ্বীষু উৎপন্নানাং পুত্রাণাং বিভাগং শৃণুত।

সমানজাতীয় বহুভার্য্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জনিত বহুপুত্রের বিভাগ এইরূপ জানিবে। সম্প্রতি নানাজাতীয় বহু স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের বিভাগ শ্রবণ কর।

এবং

সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।
ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে॥

সমানজাতীয় স্ত্রীসমূহে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের জাতিগত বিশেষ না থাকিলেও মাতার জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত পুত্রের জ্যেষ্ঠতা নহে কিন্তু জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠই জ্যেষ্ঠ।

এই মনুবচনদ্বয় কুল্লূকভট্টের টীকার সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না? কৈ? ইহার উত্তর কৈ?" (২১)।

সামশ্রমী মহাশয় স্থির করিয়াছেন, তাঁহার এই আপত্তির উত্তর নাই, এজন্যই, "কৈ? ইহার উত্তর কৈ?", ঈদৃশ অসঙ্গত আস্ফালন পূর্ব্বক, প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে বোধ ও অধিকার থাকিলে, এরূপ উদ্ধত ভাবে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সম্ভব বোধ হয় না। সে যাহা হউক, এই দুই বচনে এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তদ্দ্বারা, সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও, পুনঃ সবর্ণা পরিণয় প্রতিপন্ন হইতে

(২১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৯ পৃষ্ঠা।

পারে। এই দুই বচনে এতন্মাত্র উপলব্ধ হইতেছে যে, এক ব্যক্তির সজাতীয়া, অথবা সজাতীয়া বিজাতীয়া, বহু ভার্য্যা আছে; তাহারা সকলেই, অথবা তন্মধ্যে অনেকেই, পুত্রবতী হইয়াছে। মনে কর, এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চারি স্ত্রী বিবাহ করিয়াছে, এবং চারি স্ত্রীই পুত্রবতী হইয়াছে। কোন সময়ে কাহার পুত্র জন্মিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা অবগত নহেন, তিনি কখনই অবধারিত বলিতে পারিবেন না, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে, কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রীর বিবাহ যেরূপ সম্ভব, সকলের বিবাহ হইলে পর, তাহাদের সন্তান হইতে আরম্ভ হওয়াও সেইরূপ সম্ভব। বিশেষজ্ঞ না হইলে, এরূপ স্থলে একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভবিতে পারে না। অতএব, "ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না", এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্দেশ না করিয়া, "ইহা দ্বারা কি সবর্ণা পুত্রবতী ভার্য্যা থাকিতেও পুনঃ সবর্ণাপরিণয় সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না", এরূপ সংশয়াত্মক নির্দ্দেশ করিলে অধিকতর ন্যায়ানুগত হইত।

কিন্তু, আমার মতে, অর্থাৎ আমি যেরূপ শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, পুত্রবতী সবর্ণা ভার্য্যা সত্ত্বে পুনরায় সবর্ণাপরিণয় অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে। মনে কর, ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে, এবং ঐ সবর্ণা পুত্রবতী হইয়াছে, এই পুত্রবতী সবর্ণা ভার্য্যা ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী, সুরাপায়িণী, পতিদ্বেষিণী, অর্থনাশিনী বা অপ্রিয়বাদিনী স্থির হইলে, শাস্ত্রানুসারে ঐ ব্যক্তির পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা আবশ্যক, সুতরাং, উক্তবিধ নিমিত্ত ঘটিলে, পুত্রবতী সবর্ণাসত্ত্বে সবর্ণাপরিণয় সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের উল্লিখিত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মনুবচনদ্বয়ে পুত্রবতী সবর্ণাসত্ত্বে সবর্ণাপরিণয় প্রতিপন্ন

হয়, তাহা হইলে ঐ সবর্ণাপরিণয়, যথাসম্ভব, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ ঘটিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা ভার্য্যার জীবদ্দশায়, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহই শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে (২২), এ স্থলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে, সামশ্রমী মহাশয় স্বকৃত বিচারের

"বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে! নহে! নহে!"

এই সারসংগ্রহ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারেন; কিন্তু, বহুবিবাহবিচার-সমালোচনায় যত দূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এরূপ দৃঢ় বাক্যে এরূপ উদ্ধত নির্দ্দেশ করিতে পারেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার আছে, এরূপ বোধ হয় না।

---

(২২) এই পুস্তকের ২০৮ পৃষ্ঠা হইতে ২১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

কবিরত্নপ্রকরণ
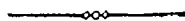
মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন বহুবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার নাম "বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়"। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, কবিরত্ন মহাশয় তাদৃশ বিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী নহেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহার যেরূপ কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, সুতরাং, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় বদ্ধপরিকর হইয়া, তিনি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার নহে। অনেকেই মনে করেন, ধর্ম্মশাস্ত্র অতি সরল শাস্ত্র, বিশিষ্টরূপ অনুশীলন না করিলেও, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা কঠিন কর্ম্ম নহে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা, উপলক্ষ উপস্থিত হইলেই, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, সেরূপ সংস্কার নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র বহুবিস্তৃত ও অতি দুরূহ শাস্ত্র। যাঁহারা অবিশ্রামে ব্যবসায় করিয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাও ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী নহেন, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ করি, অসঙ্গত বলা হয় না। এমন স্থলে, কেবল বিদ্যাবলে ও বুদ্ধিকৌশলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্যক্ কৃতকার্য্য হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

স্থল। উভয়েই প্রাচীন, উভয়েই বহুদর্শী, উভয়েই বিদ্যাবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত, উভয়েই যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, উভয়েই ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন; এজন্য, উভয়েই ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার, এই ব্যবস্থা বিষয়ে কবিরত্ন মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ক্রমে আলোচিত হইতেছে।

কবিরত্ন মহাশয়ের প্রথম আপত্তি এই,—

"মন্বাদিবচন নিদর্শন করিয়া বহুবিবাহ রহিত করা লিখিয়াছেন, তাহাতে যদ্যপি শাস্ত্রাবলম্বন করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়। শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া ভ্রান্তিতেই বা অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে, পাপ হয়। মন্বাদিবচন যে নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা যথার্থ বোধ হইতেছে না।

মনুবচন যথা,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥

এই বচনে ব্রহ্মচর্য্যানন্তর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান করিয়া বিধিক্রমে সমাবর্ত্তন করিয়া সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে। সবর্ণা লক্ষণান্বিতা এই দুই শব্দ প্রশস্তাভিপ্রায়, নতুবা হীনলক্ষণা কন্যার বিবাহ সম্ভব হয় না। তাহাই পরে বলিয়াছেন এবং পরবচনে প্রশস্তাশব্দ সার্থক হয় না। তদ্বচনং যথা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

এই বচনদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত বিবাহই এই অবধারণ ব্যাখ্যায় অসবর্ণা-বিবাহ অগ্রে বিধি নহে। যদি এই অর্থ হয়, তবে প্রশস্তা শব্দো-পাদানের প্রয়োজন কি। সবর্ণৈব দ্বিজাতীনামগ্রে স্যাদ্দারকর্ম্মণি, এই পাঠে তদর্থ সিদ্ধি হয়। অতএব ও অর্থ যথার্থ নহে। যথার্থ ব্যাখ্যা এই, দ্বিজাতীনামগ্রে দারকর্ম্মণি সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা স্যাৎ অসবর্ণা তু অগ্রে দারকর্ম্মণি অপ্রশস্তা ন তু প্রতিষিদ্ধা দ্বিজা-তীনাং সবর্ণাসবর্ণাবিবাহস্য সামান্যতো বিধের্ব্বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমানন্তর গার্হস্থ্যাশ্রমকরণে প্রথমতঃ সবর্ণা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা, অসবর্ণা কন্যা অপ্রশস্তা কিন্তু নিষিদ্ধা নহে; যে হেতু সবর্ণাসবর্ণে সামান্যতো বিবাহবিধান আছে, প্রশস্তা-পদগ্রহণে এই অর্থ ও তাৎপর্য্য জানাইয়াছেন" (১)।

ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কবিরত্ন মহাশয়, এবংবিধ অসঙ্গত আস্ফালন পূর্ব্বক, ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই, সুতরাং, মনুবচনের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্যই তিনি আমার অবলম্বিত চিরপ্রচলিত যথার্থ ব্যাখ্যাকে অযথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া, অবলীলা ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা।

এই মনুবচনে প্রশস্তাপদ প্রযুক্ত আছে। প্রশস্তশব্দ অনেক স্থলে "উৎকৃষ্ট" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই অর্থকেই ঐ শব্দের একমাত্র অর্থ স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন

(১) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ৮ পৃষ্ঠা।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তখন অসবর্ণা কন্যা অপ্রশস্তা, নিষিদ্ধা নহে। কিন্তু, এই ব্যবস্থা মনুবচনের অর্থ দ্বারাও সমর্থিত নহে, এবং অন্যান্য ঋষিবাক্যেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মনুবচনের অর্থ এই, "দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা"। সবর্ণা কন্যার বিধান দ্বারা অসবর্ণা কন্যার নিষেধ অর্থ বশতঃ সিদ্ধ হইতেছে। প্রশস্তশব্দের এই অর্থ অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে;

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৩। ৫।

যে কন্যা মাতা ও পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা, তাদৃশী কন্যা দ্বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশস্তা।

এই মনুবচনে অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এ স্থলে, প্রশস্তাপদের অর্থ বিহিতা; অর্থাৎ অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে বিহিতা। এই বিধান দ্বারা সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যার বিবাহনিষেধ অর্থ বশতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কবিরত্ন মহাশয়ের মত অনুসারে, এই ব্যবস্থা হইতে পারে, যখন অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তখন সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে অপ্রশস্তা, নিষিদ্ধা নহে; অর্থাৎ সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে দোষ নাই। এরূপ ব্যবস্থা যে কোনও ক্রমে শ্রদ্ধেয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু, প্রথম বিবাহে অসবর্ণানিষেধ কেবল অর্থ বশতঃ সিদ্ধ নহে, শাস্ত্রে তাদৃশ বিবাহের প্রত্যক্ষ নিষেধও লক্ষিত হইতেছে। যথা,

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ (২)॥

(২) বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্রহ্মগুপুরাণবচন।

দ্বিজাতিরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবেক না; তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহ করিবেক; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে ক্ষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক।

দেখ, এ স্থলে অগ্রে সবর্ণাবিবাহবিধি ও অসবর্ণাবিবাহনিষেধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর,

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে (৩)।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক। কেহ কেহ শূদ্রকন্যাবিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন।

এই শাস্ত্রে সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিস্থলে ক্ষত্রিয়াদিকন্যাবিবাহ বিহিত হওয়াতে, সজাতীয়া কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহনিষেধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। এজন্যই নন্দপণ্ডিত,

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি।২৪।১।

বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা হইয়া থাকে।

এই বিষ্ণুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,

"তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীবিবাহঃ প্রথমং ততঃ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহঃ অন্যথা রাজন্যাপূর্ব্ব্যাদিনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গঃ" (৪)।

অতএব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীবিবাহ প্রথম কর্ত্তব্য, তৎপরে ক্ষত্রিয়াদি কন্যাবিবাহ, নতুবা, রাজন্যাপূর্ব্বী প্রভৃতিনিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ঘটে।

---

(৩) পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয়ধৃত পৈঠীনসিবচন।

(৪ কেশববৈজয়ন্তী।

রাজন্যাপূর্ব্বীপ্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত এই,

ব্রাহ্মণো রাজন্যাপূর্ব্বী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্বিশেৎ তাঞ্চৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপূর্ব্বী তপ্তকৃচ্ছ্রং শূদ্রাপূর্ব্বী কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রম্ (৫)।

যে ব্রাহ্মণ রাজন্যাপূর্ব্বী অর্থাৎ প্রথমে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করে, সে দ্বাদশরাত্রব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সবর্ণার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক, তাহারই সহিত সহবাস করিবেক, বৈশ্যাপূর্ব্বী হইলে অর্থাৎ প্রথমে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র, শূদ্রাপূর্ব্বী হইলে অর্থাৎ প্রথমে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

দেখ, প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার সবর্ণাবিবাহ ও সবর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন। অতএব, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নহে, কবিরত্ন মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নহে, এই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত, কবিরত্ন মহাশয় কহিতেছেন,

"উদাহরণও আছে। অগস্ত্য মুনি জনকদুহিতা লোপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাহ করেন; ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথের ঔরস কন্যা প্রথমেই বিবাহ করেন। যদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না! এবং জৈগীষব্য ঋষি হিমালয়ের একপর্ণা নামে কন্যা প্রথমেই বিবাহ করেন। দেবল ঋষি দ্বিপর্ণা নামে কন্যাকে বিবাহ করেন। হিমালয় পর্ব্বত ব্রাহ্মণ নহে। অতএব অসবর্ণা প্রথম বিবাহে প্রশস্তা নহে নিষিদ্ধাও নহে। ক্ষত্রিয়-

(৫) প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত শাতাতপবচন।

জাতিও প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ করিয়াছেন। যযাতি রাজা শুক্রের কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন” (৬)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন শাস্ত্রে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন কোনও কোনও মহর্ষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাদৃশ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ অনুমানসিদ্ধ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত একটি উদাহরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সেই উদাহরণ এই, “যযাতি রাজা শুক্রের কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন”। যযাতি রাজা ক্ষত্রিয়, শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ; যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! কবিরত্ন মহাশয়ের মতে এ বিবাহও নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে। ইহা, বোধ করি, এ দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে অবগত আছেন, বিবাহ দ্বিবিধ অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ। উৎকৃষ্ট বর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ, আর, নিকৃষ্ট বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। স্থলবিশেষে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত, সকল স্থলেই প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

১। নারদ কহিয়াছেন,

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ (৭)॥

ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত, প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে।

২। ব্যাস কহিয়াছেন,

---

(৬) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১০ পৃষ্ঠা।

(৭) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ।

অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ (৮)।

নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণার গর্ভজাত সন্তান শূদ্র অপেক্ষাও অধম।

৩। বিষ্ণু কহিয়াছেন,

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি। ১৬। ১।

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। ১৬। ২।

প্রতিলোমাসু আর্য্যবিগর্হিতাঃ। ১৬। ৩। (৯)

সবর্ণাগর্ভজাত পুত্রেরা সবর্ণ অর্থাৎ পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। ১। অনুলোমবিধানে অসবর্ণাগর্ভজাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ অর্থাৎ মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। ২। প্রতিলোমবিধানে অসবর্ণাগর্ভজাত পুত্রেরা আর্য্যবিগর্হিত অর্থাৎ ভদ্র সমাজে হেয় হয়।

৪। গৌতম কহিয়াছেন,

প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ (১০)।

প্রতিলোমজেরা ধর্ম্মহীন; অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ধর্ম্মে অনধিকারী।

৫। দেবল কহিয়াছেন,

তেষাং সবর্ণজাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽন্বগনুলোমজাঃ।
অন্তরালা বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ (১১)॥

নানাবিধ পুত্রের মধ্যে সবর্ণজেরা শ্রেষ্ঠ, অনুলোমজেরা সবর্ণজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহারা অন্তরাল অর্থাৎ পিতৃবর্ণ ও মাতৃবর্ণের মধ্যবর্ত্তী, আর প্রতিলোমজেরা বহির্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত।

---

(৮) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

(৯) বিষ্ণুসংহিতা।

(১০) গোতমসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।

(১১) পরাশরভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ধৃত।

৬। মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মবাহ্যত্বাৎ পতিতা অধমাঃ (১২)।

প্রতিলোমজেরা ধর্ম্মবহিষ্কৃত, অতএব পতিত ও অধম।

৭। জীমূতবাহন কহিয়াছেন,

প্রতিলোমপরিণয়নং সর্ব্বথৈব ন কার্য্যম্ (১৩)।

প্রতিলোমবিবাহ কদাচ করিবেক না।

দেখ, নারদপ্রভৃতি প্রতিলোম বিবাহকে স্পষ্টাক্ষরে অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয়ের উদাহৃত যযাতিদেবযানীবিবাহ প্রতিলোম বিবাহ হইতেছে। প্রতিলোম বিবাহ যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবিগর্হিত ও ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্ম, কবিরত্ন মহাশয়ের সে বোধ নাই, এজন্য তিনি, "ক্ষত্রিয়েরাও প্রথম অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছে", এই ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার প্রামাণ্যের নিমিত্ত, যযাতিদেবযানীবিবাহ উদাহরণস্থলে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

কবিরত্ন মহাশয়, ঋষিদিগের প্রাথমিক অসবর্ণাবিবাহের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, লিখিয়াছেন, "যদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না"। ইহার তাৎপর্য্য এই, মহর্ষিরা শাস্ত্রদর্শী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং, তাঁহারা অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। যখন, তাঁহারা প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাহা কোনও ক্রমে অবৈধ নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মহর্ষিরা বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিরা অবৈধ কর্ম্ম করিতে পারেন না, অথবা করেন নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন অবোধ ও অনভিজ্ঞের কথা। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ

(১২) পরাশরভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(১৩) দায়ভাগ।

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তখন কোনও কোনও ঋষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ, অথবা কোনও রাজা প্রতিলোম বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাহা অবৈধ নহে, যাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্যরূপ দৃষ্টি ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তিও কদাচ ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

বৌধায়ন কহিয়াছেন,

অনুবৃত্তন্তু যদ্দেবৈর্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্ ।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (১৪) ॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই করিবেক।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, দেবতারা ও মুনিরা এরূপ অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে, এজন্য মনুষ্যের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২।৬।১৩।৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।২।৬।১৩।৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ । ২ । ৬ । ১৩ । ১০ ।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, একবারে উৎসন্ন হয়।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে তাঁহারা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য

---

(১৪) পরাশরভাষ্যধৃত।

অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, "যদি অবিধি হইত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম্ম মহর্ষিরা করিতেন না", কবিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে কি না। যদি মহর্ষিরা অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে "মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নহে", বৌধায়ন নিজে মহর্ষি হইয়া এরূপ নিষেধ করিলেন কেন, আর, মহর্ষি আপস্তম্বই বা, মহৎ লোকের অবৈধ আচরণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, "তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়", এরূপ দোষকীর্ত্তন করিলেন কেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

"তর্হি কিং সর্ব্বা অসবর্ণা অগ্রে দারকর্ম্মণি তুল্যং দ্বিজাতীনামপ্রশস্তা ইত্যত আহ

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ।

দ্বিজাতির সকল অসবর্ণা প্রথম বিবাহে তুল্য অপ্রশস্তা নহে কিন্তু কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে প্রথম বিবাহে প্রবৃত্ত দ্বিজাতির এই ক্রমে শ্রেষ্ঠ। বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রী অপেক্ষা বৈশ্যা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা। ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া শ্রেষ্ঠা। ব্রাহ্মণের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণী ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা। কামতঃ এই শব্দ প্রয়োগ থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে" (১৫)।

কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, সুতরাং মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ, মাধবাচার্য্যপ্রণীত পরাশরভাষ্য, মিত্রমিশ্রপ্রণীত বীরমিত্রোদয়, বিশ্বেশ্বর ভট্টপ্রণীত মদনপারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্টি

(১৫) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১১ পৃষ্ঠা।

থাকিলে, বচনের প্রকৃত পাঠ জানিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে, বচনের প্রকৃত অর্থও অবগত হইতে পারিতেন। মনুবচনের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত, আর, বচনে "কামতঃ এই শব্দের প্রয়োগ থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে", এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে এই বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৬), ঐ অংশে নেত্রসঞ্চারণ করিলে, কবিরত্ন মহাশয় মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,—

> "স্বমত স্থাপনার্থে অপর এক অশ্রুত কথা লিখিয়াছেন বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য। নিত্য বিবাহ কি প্রকার বুঝিতে পারিলাম না" (১৭)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার নাই, এজন্য, কবিরত্ন মহাশয় নিত্য বিবাহ কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

> "নিত্যকর্ম্মজ্ঞাপনার্থে যাহা লিখিয়াছেন। যথা
>
> নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
>
> উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ।
>
> ফলাশ্রুতের্বীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥ ইতি
>
> সে সকল নিত্যাদিপদপ্রয়োগও বিবাহবিধানবচনে দেখি না (১৮)।"

ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় দেখিতে পাইতেন, তাঁহার উল্লিখিত কারিকায় নিত্যত্বসাধক যে আটটি হেতু

---

(১৬) এই পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

(১৭) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা।

(১৮) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা।

নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফলশ্রুতিবিরহরূপ হেতু যাবতীয় বিবাহ-বিধানবচনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, (১৯)।

"তবে দোষশ্রুতি প্রযুক্ত নিত্য বলিবেন, তাহাই দোষ-শ্রবণের বচন দর্শিত হইয়াছে, যথা অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেক-মপি দ্বিজ ইত্যাদি কিন্তু সে বচনে দোষশ্রুতি নাই কারণ সে বচনে প্রায়শ্চিত্তীয়তে এই পদপ্রয়োগ আছে তাহার অর্থ প্রায়শ্চিত্তীবাচরতি প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছেন এ অর্থে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষ ঋষি বলেন নাই যদি দোষ হইত তবে প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ এই বিধি করিয়া লিখিতেন" (২০)।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" হি সঃ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।

এই দক্ষবচনে যে "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ আছে, তাহার অর্থ "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়," অর্থাৎ এরূপ দোষ জন্মে যে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। অতএব, উপরি দর্শিত বচনব্যাখ্যাতে ঐ পদের অর্থ "পাতকগ্রস্ত হয়" ইহা লিখিত হইয়াছে। বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়, এ কথা বলাতে, আশ্রমের অনবলম্বনে স্পষ্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং আশ্রমাবলম্বন নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু, কবিরত্ন মহাশয়ের মতে "প্রায়-শ্চিত্তীয়তে" এই পদ প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষবোধক নহে, 'প্রায়শ্চিত্তী ইব আচরতি, প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছেন,"

(১৯) এই পুস্তকের ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১ ১৭২ পৃষ্ঠা দেখ।

(২০) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৩ পৃষ্ঠা।

তাঁহার বিবেচনায় ইহাই "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদের অর্থ; "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়" এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে, মহর্ষি "প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ" "প্রায়শ্চিত্ত করিবেক" এরূপ লিখিতেন। শুনিতে পাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায়, কবিরত্ন মহাশয়েরও ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে, এজন্য তাঁহার ন্যায়, ইনিও, ব্যাকরণের সহায়তা লইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী পুরুষের ন্যায় আচরণ করে, এ কথা বলিলে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হয় না, এরূপ নহে। যেরূপ কর্ম্ম করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, যে ব্যক্তি সেরূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী বলে, কোনও ব্যক্তি এরূপ কর্ম্ম করিয়াছে যে তজ্জন্য সে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগীর তুল্য হইয়াছে, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে সে ব্যক্তির পক্ষে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হয় না, বোধ করি, তাহা কবিরত্ন মহাশয় ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিপথে আসিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া, বিবেচনা করিতে গেলে, যদিও "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ দ্বারা "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগীর তুল্য" এরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয় হউক, কিন্তু ঋষিরা, সচরাচর, "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়" এই অর্থেই এই পদের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা,

১। অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥ ১১।৪৪। (২১)

বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, এবং ইন্দ্রিয় সেবায় অতিশয় আসক্ত হইলে, মনুষ্য "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"।

এ স্থলে কবিরত্ন মহাশয় কি "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদের "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়" এরূপ অর্থ বলিবেন না। যে ব্যক্তি বিহিত

(২১) মনুসংহিতা।

কর্ম্ম ত্যাগ করে ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হয়, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী অর্থাৎ তজ্জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে; কারণ, বিহিতবর্জ্জন ও নিষিদ্ধসেবন এই দুই কথাতেই যাবতীয় পাপজনক কর্ম্ম অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

২। শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা (২২)॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রা বিবাহ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়; এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে, "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"।

৩। যস্তু পত্ন্যা সমং রাগান্মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্‌ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ (২৩)॥

যে দ্বিজ, বানপ্রস্থ অবস্থায়, রাগ ও কাম বশতঃ স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার ব্রতলোপ হয়, সে ব্যক্তি "প্রায়শ্চিত্তীয়তে"।

এই দুই স্থলেও, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইতেছে, "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদ "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়," এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, ইহাতেও কবিরত্ন মহাশয়ের পরিতোষ জন্মিবেক না; এজন্য, এ বিষয়ে স্পষ্টতর প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

অনাশ্রমী সংবৎসরং প্রাজাপত্যং কৃচ্ছ্রং চরিত্বা আশ্রমমুপেয়াৎ দ্বিতীয়েঽতিকৃচ্ছ্রং তৃতীয়ে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রম্ অত ঊর্দ্ধং চান্দ্রায়ণম্ (২৪)।

---

(২২) মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

(২৩) পরাশরভাষ্যধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

(২৪) মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ধৃত হারীতবচন।

যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল আশ্রমবিহীন হইয়া থাকে, সে প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আশ্রম অবলম্বন করিবেক; দ্বিতীয় বৎসর অতিকৃচ্ছ্র, তৃতীয় বৎসরে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, তৎপরে চান্দ্রায়ণ করিবেক।

এই শাস্ত্রে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, অথবা তদপেক্ষা অধিক কাল বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত, ও প্রায়শ্চিত্তের পর আশ্রমাবলম্বন, অতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং আশ্রমবিহীন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়, সে বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করিবার আর পথ থাকিতেছে না। অতএব, যদিও কবিরত্ন মহাশয়ের অধীত ব্যাকরণ অনুসারে অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু, হারীতবচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া, দক্ষবচনস্থিত "প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এই পদের "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষভাগী হয়", এই অর্থই স্বীকার করিতে হইতেছে। বস্তুতঃ, ঐ পদের ঐ অর্থই প্রকৃত অর্থ। বৈয়াকরণকেশরী কবিরত্ন মহাশয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই, তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্তি নাই, কেবল কুতর্ক অবলম্বন পূর্ব্বক প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রতিবাদ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য; এই সমস্ত কারণে প্রকৃত অর্থও অপ্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাপস্পর্শ হয় কি না, এবং সেই পাপ বিমোচনের নিমিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক কি না; আর, অপক্ষপাত হৃদয়ে বিচার করিয়া বলুন, "বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তীয়তে" এ স্থলে "প্রায়শ্চিত্তার্হ দোষ ঋষি বলেন নাই", এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতামূলক, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহা স্বীকার করা উচিত কি না।

"এই শাস্ত্রার্থপ্রযুক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরা সমাবর্ত্তন করিয়াও বিবাহ না করিয়া স্নাতক হইয়া থাকিতেন তাহার নিদর্শন পরাশর ও ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা

বিবাহ করেন নাই এবং ব্যাসপুত্র শুকের চারি পুত্র হরি কৃষ্ণ প্রভু গৌর তাঁহারাও বিবাহ করেন নাই ঐ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠবংশ সমাপ্ত এবং যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইয়া বহুদিন পরে জতুগৃহদাহে পলায়ন করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন এই সকল অনাশ্রমে দোষাভাব দেখিতেছি যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্ম্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না” (২৫)।

আশ্রম অবলম্বন না করিলে দোষ হয় না, দক্ষবচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, অবলম্বিত অর্থের প্রামাণ্যার্থে, কবিরত্ন মহাশয়, যে সকল ঋষি ও রাজা বিবাহ করেন নাই, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, “এই সকল অনাশ্রমে দোষাভাব দেখিতেছি, যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্ম্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না”। ইতি পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, কবিরত্ন মহাশয়, দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিয়া, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে দোষ নাই, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তৎপূর্ব্বে ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পূর্ব্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন, তবে তাঁহারা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। অতএব, যখন পূর্ব্বদর্শিত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে যে আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা অবৈধ ও পাতকজনক কর্ম্ম, তখন, পূর্ব্বকালীন কোনও কোনও মহৎ লোকের আচার দর্শনে, আশ্রমের অনবলম্বনে দোষস্পর্শ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয়প্রদান মাত্র। বোধ হয়, কবিরত্ন মহাশয়, কথকদিগের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া, যে সংস্কার করিয়া রাখিয়াছেন, সেই

(২৫) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৬ পৃষ্ঠা।

সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহার মুখ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তবাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল। কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই, বাটীর কর্ত্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধূ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া, তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর, দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি। যদি বহুপুরুষসম্ভোগে দোষ থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুই পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া রাজমহিষী তাহা করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষে উপগতা হইয়াছিলেন, আমরা তাহার অতিরিক্ত করি নাই। বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী ও পুত্রবধূর উত্তরবাক্য শ্রবণ করিয়া, যেমন আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; আমরাও, কবিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া, তদনুরূপ আপ্যায়িত হইয়াছি। শাস্ত্র দেখিয়া, তাহার অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্যনির্ণয় করিয়া, মীমাংসা করা স্বতন্ত্র; আর, শাস্ত্রে কোন বিষয়ে কি বিধি ও কি নিষেধ আছে তাহা না জানিয়া, পুরাণের কাহিনী শুনিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করা স্বতন্ত্র।

"তাহাতেও যদি দোষশ্রুতি বলেন তবে সে অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেদিত্যাদি বচন সাগ্নিক দ্বিজের প্রকরণে নিরগ্নি দ্বিজ বিষয় নহে যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নি বিষয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋষির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন" (২৬)।

যদি কেহ উল্লিখিত দক্ষবচনকে নিরগ্নিদ্বিজবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তিনি ঋষির মূলসংহিতা দেখেন নাই, কবিরত্ন মহাশয় কি সাহসে ঈদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিলেন, বলিতে পারা যায় না।

---

(২৬) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্য নির্ণয়, ১৩ পৃষ্ঠা।

তিনি নিজে মূলসংহিতা দেখিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না; কারণ, মূলসংহিতায় এরূপ কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না যে, ঐ বচনকে নিরগ্নিদ্বিজবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। কবিরত্ন মহাশয় কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ওরূপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা উচিত ও আবশ্যক ছিল। ফলকথা এই, দক্ষসংহিতায় আশ্রম বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে; তাহাতে সাগ্নিক ও নিরগ্নি বলিয়া কোনও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন আশ্রমের অনবলম্বনে দোষশ্রুতি সিদ্ধ হইতেছে, তখন ঐ বচন উভয় পক্ষেই সমভাবে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক। যথা,

১। স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্বেদব্রতানি চ।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধং স্নাতো ভবেদ্‌গৃহী॥

যত দিন বেদাধ্যয়ন ও আনুষঙ্গিক ব্রতাচরণ করে, তত দিন ব্রহ্মচারী, তৎপরে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হয়।

২। দ্বিবিধো ব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্রে মনীষিভিঃ।
উপকুর্ব্বাণকস্ত্বাদ্যো দ্বিতীয়ো নৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ॥

পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম উপকুর্ব্বাণ, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক।

৩। যো গৃহাশ্রমমাস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ।
ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্ব্বাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ॥

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মচারী হয়, যতি অথবা বানপ্রস্থ না হয়, সে সকল আশ্রমে বর্জ্জিত।

৪। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্‌ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥

দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয়।

৫। জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্তু যঃ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমচ্যুতঃ॥

আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে ফলভাগী হয় না।

৬। এতেষামানুলোম্যং স্যাৎ প্রাতিলোম্যং ন বিদ্যতে।
প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ॥

এই সকল আশ্রমের অবলম্বন অনুলোম ক্রমে বিহিত, প্রতিলোম ক্রমে নহে, যে প্রতিলোম ক্রমে চলে, তাহা অপেক্ষা অধিক পাপাত্মা আর নাই।

৭। মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ॥
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী ন চাশ্রমী (২৭)॥

মেখলা, অজিন ও দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের লক্ষণ; নখলোমপ্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ, ত্রিদণ্ড যতির লক্ষণ, এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ; যাহার এ লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তী ও আশ্রমভ্রষ্ট।

আশ্রম বিষয়ে মহর্ষি দক্ষ যে সকল বিধি ও নিষেধ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইল। তিনি এ বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কয় বচনে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে সম ভাবে বর্ত্তিতে পারে না, মূলসংহিতায় এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে

---

(২৭) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

কি না; দক্ষোক্ত আশ্রমব্যবস্থা সাগ্নিক দ্বিজাতির পক্ষে, নিরগ্নি দ্বিজাতির পক্ষে নহে, এই ব্যবস্থা কবিরত্ন মহাশয়ের কপোলকল্পিত কি না, আর, "যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নিবিষয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋষির মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন", তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত নির্দ্দেশ নিতান্ত নির্মূল অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

"সাগ্নিক ব্যক্তির স্ত্রীর যদি পূর্ব্বে মৃত্যু হয় তবে তাহার সেই স্ত্রীকে ঐ অগ্নিহোত্র সহিত সেই অগ্নিতে দাহন করিতে হয় তবে তিনি তখন অগ্নিহোত্র রহিত হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিবেন না কারণ নিত্যক্রিয়া লোপ হয় অতএব দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অগ্নিগ্রহণ করিবেন এক দিবসও অনাশ্রমী থাকিবেন না এই অভিপ্রায়ে ঐ বচন লিখিয়াছেন। যদি নিরগ্নিবিষয়েও বলেন তবে দিনমেকং ন তিষ্ঠেৎ ইহা সঙ্গত হয় না কারণ নিরগ্নি দ্বিজের দশাহ দ্বাদশাহ পক্ষাশৌচ। অশৌচ মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রকারে বিধি হইতে পারে কারণ দিনমেকং ন তিষ্ঠেত্তু এই বচন নিরগ্নির পক্ষে সঙ্গত হয় না সাগ্নিক পক্ষে উত্তম সাগ্নিক অভিপ্রায়ে এই বচন কারণ অগ্নিবেদ উভযান্বিত দ্বিজের সদ্যঃশৌচ অতএব দিনমেকং ন তিষ্ঠেত্তু এই বচন সঙ্গত হয় কারণ সেই বেদাগ্নি যুক্ত ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে দাহন করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হয় পরে বিবাহ করিতে পারে প্রমাণ পরাশর সংহিতার বচন।

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ" (২৮)

যে দ্বিজ, বৈবাহিক অগ্নি রক্ষা করিয়া, প্রতিদিন তাহাতে যথানিয়মে হোম করে এবং মৃত্যু হইলে সেই অগ্নিতে যাহার দাহ হয়, তাহাকে সাগ্নিক বলে; আর যে ব্যক্তির তাহা না ঘটে, তাহাকে নিরগ্নি

(২৮) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৭ পৃষ্ঠা।

বলে, অর্থাৎ যাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত থাকে, সে সাগ্নিক, আর, যাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত না থাকে, সে নিরগ্নি। বিবাহকালে যে অগ্নির স্থাপন করিয়া বিবাহের হোম অর্থাৎ কুশণ্ডিকা করে, তাহার নাম বৈবাহিক অগ্নি। সচরাচর, বিবাহের হোম করিবার নিমিত্ত, নূতন অগ্নির স্থাপন করে, কিন্তু কোনও কোনও পরিবারের রীতি এই, পুত্র জন্মিলে, অরণি মন্থন পূর্ব্বক অগ্নি উৎপন্ন করিয়া, সেই অগ্নিতে আয়ুষ্য হোম করে, এবং সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া তাহাতেই সেই পুত্রের চূড়াকরণ, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ নিমিত্তক হোমকার্য্য সম্পাদিত হয়। যাহার জন্মকালীন অগ্নিতেই জাতকর্ম্ম অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হয়, সেই প্রকৃত সাগ্নিক বলিয়া পরিগণিত। বেদবিহিত অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি হোম সাগ্নিকের পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিত্যকর্ম্ম। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ দিন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকারী হয়। কিন্তু, সাগ্নিকের পক্ষে সদ্যঃশৌচ, একাহাশৌচ প্রভৃতি অশৌচসঙ্কোচের বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে কোনও সাগ্নিক স্নান করিয়া সেই দিনেই, কোনও সাগ্নিক দ্বিতীয় দিনে, ইত্যাদি প্রকারে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কতিপয় কার্য্য করিতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্য অন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না; অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় বেদবিহিত কর্ম্মের অনুরোধে, কেবল তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই পুনরায় সে ব্যক্তি অশুচি হয়, সুতরাং, শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য কর্ম্ম করিতে পারে না। যথা,

১। প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ। ৫। ৮৪। (২৯)

(২৯) মনুসংহিতা।

অশৌচকালে অগ্নিক্রিয়ার অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোমকার্য্যের ব্যাঘাত করিবেক না।

২। বৈতানৌপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদনাৎ। ৩। ১৭। (৩০)

বেদবিধান বশতঃ, অশৌচকালে বৈতান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি হোম এবং ঔপাসন অর্থাৎ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য হোম করিবেক।

৩। অগ্নিহোত্রার্থং স্নানোপস্পর্শনাৎ শুচিঃ (৩১)।

অগ্নিহোত্রের অনুরোধে, স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয়।

৪। উভয়ত্র দশাহানি সপিণ্ডানামশৌচকম্।
স্নানোপস্পর্শনাভ্যাসাদগ্নিহোত্রার্থমর্হতি (৩২)

উভযত্র অর্থাৎ জননে ও মরণে সপিণ্ডদিগের দশাহ অশৌচ; কিন্তু স্নান ও আচমন করিয়া অগ্নিহোত্রে অধিকারী হয়।

৫। স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগো রাহোরন্যত্র সূতকে।
শ্রৌতে কর্ম্মণি তৎকালং স্নাতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ(৩৩)॥

গ্রহণ ব্যতিরিক্ত অশৌচ ঘটিলে, স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক; কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্মের অনুরোধে স্নান করিয়া তৎকালমাত্র শুচি হইবেক।

৬। অগ্নিহোত্রাদিহোমার্থং শুদ্ধিস্তাৎকালিকী স্মৃতা।
পঞ্চযজ্ঞান্ ন কুর্ব্বীত হ্যশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ (৩৪)॥

---

(৩০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।
(৩১) মন্বর্থমুক্তাবলীধৃত শঙ্খলিখিতবচন। ৫। ৮৪।
(৩২) শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালবচন;
(৩৩) মিতাক্ষরাপ্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ধৃত বৈয়াঘ্রপাদবচন।
(৩৪) পরাশরভাষ্যধৃত গোভিলবচন।

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোমকার্য্যের অনুরোধে, তাৎকালিক শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি হয়। কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ করিবেক না; কারণ, সে ব্যক্তি পুনরায় অশুচি হয়।

৭। সূতকে কর্ম্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে।
হোমঃ শ্রৌতে তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেনাপি বা ফলৈঃ (৩৫)॥

অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক, কিন্তু শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা শ্রৌত অগ্নিতে হোম করিবেক।

৮। হোমস্তত্র তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেন ফলেন বা।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু ন কার্য্যং মৃত্যুজন্মনোঃ॥ ৪৪॥ (৩৬)

---

(৩৫) কাত্যায়নীয় কর্ম্মপ্রদীপ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। সন্ধ্যাবন্দনস্থলে বিশেষ বিধি আছে। যথা,

স্মৃতকে মৃতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাচরেৎ।
মনসোচ্চারয়ন্ মন্ত্রান্ প্রাণায়ামমৃতে দ্বিজঃ (১)॥

জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ঘটিলে, দ্বিজ মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক, প্রাণায়াম ব্যতিরেকে, সন্ধ্যাবন্দন করিবেক।
এজন্য মাধবাচার্য্য, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করাই নিষিদ্ধ বলিয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা,

"যত্তু জাবালেনোক্তম

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েদেব অশৌচান্তে তু তৎক্রিয়া॥

তদ্বাচিকসন্ধ্যাভিপ্রায়ম্" (২)

"সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম অশৌচকালে পরিত্যাগ করিবেক, অশৌচান্তের পর তত্তৎ কর্ম্ম করিবেক"। জাবালকৃত এই নিষেধ, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না, এই অভিপ্রায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩৬) সংবর্ত্তসংহিতা।

---

(১) পরাশরভাষ্য তৃতীয়াধ্যায়ধৃত পুলস্ত্যবচন।
(২) পরাশরভাষ্য, তৃতীয় অধ্যায়।

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা হোমকার্য্য করিবেক, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না।

৯। পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু ন কুর্য্যান্মৃতজন্মনোঃ।
হোমং তত্র প্রকুর্ব্বীত শুষ্কান্নেন ফলেন বা (৩৭)॥

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না; কিন্তু, শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা হোমকার্য্য করিবেক।

১০। নিত্যানি নিবর্ত্তেরন্ বৈতানবর্জ্জম্ (৩৮)।

অশৌচকালে বৈতান অর্থাৎ বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ভিন্ন যাবতীয় নিত্য কর্ম্ম রহিত হইবেক।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সাগ্নিক দ্বিজের পক্ষে যে অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মের জন্য; সেই সকল কর্ম্ম করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি হয়, সে সকল সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয়; দশাহ প্রভৃতি অশৌচের নিয়মিত কাল অতীত না হইলে, একেকালে অশৌচ হইতে মুক্ত হয় না; এজন্য ঐ সময়ে পঞ্চযজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি প্রত্যহকর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং, এই জন্যই, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, অশৌচসঙ্কোচের বিচার করিয়া, ঐরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা,

"তস্মাৎ সগুণানাং তত্তৎকর্ম্মণ্যেবাশৌচসঙ্কোচঃ সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিস্তু দশাহাদূর্দ্ধমিতি হারলতামিতাক্ষরারত্নাকরাদ্যুক্তং সাধীয়ঃ (৩৯)।

---

(৩৭) অত্রিসংহিতা।

(৩৮) মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায ও মন্বর্থমুক্তাবলীধৃত পৈঠীনসিবচন।

(৩৯) শুদ্ধিতত্ত্ব, সগুণাদ্যশৌচপ্রকরণ।

অতএব, সগুণ দিগের (৪০) তত্তৎ কর্ম্মেই অশৌচসঙ্কোচ, সর্ব্ব প্রকারে অশৌচনিবৃত্তি দশাহাদির পর; হারলতা, মিতাক্ষরা, রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই যে ব্যবস্থা অবধারিত হইয়াছে, তাহাই প্রশস্ত।

এইরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এবং এইরূপ চিরপ্রচলিত সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, সগুণ দ্বিজের সর্ব্ব বিষয়ে সদ্যঃশৌচ, অশৌচ ঘটিলে, স্নান করিবা মাত্র, তিনি, এককালে অশৌচ হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়েন, অন্য অন্য কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, ব্যবস্থাপক কবিরাজ মহাশয় বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, যে অবস্থায় শাস্ত্রকারেরা সগুণের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় বিবাহ করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কবিরত্ন মহাশয়, স্বাবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণস্বরূপ, নিম্নদর্শিত পরাশরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

একাহাৎ শুধ্যতে "বিপ্রো" যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ (৪১)॥

যে "বিপ্র" অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, সে এক দিনে শুদ্ধ হয়; যে কেবল বেদযুক্ত সে তিন দিনে শুদ্ধ হয়; আর, যে দ্বিহীন অর্থাৎ উভয়ে বর্জ্জিত, সে দশ দিনে শুদ্ধ হয়।

---

(৪০) যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম যথানিয়মে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সগুণ, আর যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহাদিগকে নির্গুণ বলে। সগুণের পক্ষে কর্ম্মবিশেষে অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, নির্গুণের পক্ষে তাহা নাই।

(৪১) পরাশরসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

এই বচন অবলম্বন করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই বচনে, সগুণের পক্ষে, একাহাশৌচ ও ত্র্যহাশৌচের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সদ্যঃশৌচবিধানের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। বোধ করি তিনি, বচনস্থিত একাহ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ এ উভয়কে এক পদার্থ স্থির করিয়া, সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ এ উভয় সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন পদার্থ। অশৌচ ঘটিলে, যে স্থলে স্নান ও আচমন করিলেই শুচি হয়, তথায় সদ্যঃশৌচশব্দ; আর, যে স্থলে এক দিন অর্থাৎ অহোরাত্র অশুচি থাকিয়া, পর দিন স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয়, তথায় একাহশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বচনে একাহশব্দ আছে, সদ্যঃশৌচশব্দ নাই। দক্ষসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় ঈদৃশ অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যথা,

সদ্যঃশৌচং তথৈকাহস্ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।
ষড়্‌দশদ্বাদশাহশ্চ পক্ষো মাসস্তথৈব চ॥

মরণান্তং তথা চান্যৎ পক্ষাস্তু দশ সূতকে।
উপন্যাসক্রমেণৈব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ॥

গ্রন্থার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকম্॥

একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চাপি ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।
তথা হীনতমে চাপি ষড়হঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ।
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ।
নাসূতকং কদাচিৎ স্যাদ্যাবজ্জীবন্তু সূতকম্॥
এবং গুণবিশেষেণ সূতকং সমুদাহৃতম্ (৪২)॥

১ সদ্যঃশৌচ, ২ একাহাশৌচ, ৩ ত্র্যহাশৌচ, ৪ চতুরহাশৌচ, ৫ ষড়হাশৌচ, ৬ দশাহাশৌচ, ৭ দ্বাদশাহাশৌচ, ৮ পঞ্চদশাহাশৌচ, ৯ মাসাশৌচ, ১০ মরণান্তাশৌচ, অশৌচ বিষয়ে এই দশ পক্ষ ব্যবস্থাপিত আছে। উপন্যাস ক্রমে, অর্থাৎ যাহার পর যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে, তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে। ১—যে ব্যক্তি সকল্প, সরহস্য, সাঙ্গ বেদের অভ্যাস ও অর্থগ্রহ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রিয়াবান্ হয়, তাহার সদ্যঃশৌচ। ২—যে ব্রাহ্মণ অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত হয়, সে একাহে শুদ্ধ হয়। ৩—৪—৫—যাহারা অগ্নি ও বেদে হীন, হীনতর, হীনতম, তাহারা যথাক্রমে তিন দিনে, চারি দিনে, ছয় দিনে শুদ্ধ হয়। ৬—যে ব্যক্তি জাতিবিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিয়াছে, কিন্তু যথা নিয়মে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সে দশাহে শুদ্ধ হয়। ৭—তাদৃশ ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হয়। ৮—তাদৃশ বৈশ্য পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হয়। ৯—শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ১০—যে ব্যক্তি চিররোগী, কৃপণ, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রীবশীভূত, ব্যসনাসক্ত, সতত পরাধীন, বেদাধ্যয়নবিহীন, তাহার মরণান্ত অশৌচ; সে ব্যক্তি এক দিনের জন্যেও শুচি নয়, সে যাবজ্জীবন অশুচি। গুণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে অশৌচের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ এই দুই এক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না। মহর্ষি দক্ষ অশৌচের দশ পক্ষ গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সদ্যঃশৌচ প্রথম পক্ষ, একাহাশৌচ দ্বিতীয় পক্ষ; যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদে সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য

(৪২) দক্ষসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়।

ও ক্রিয়াবান্, তাহার পক্ষে সদ্যঃশৌচ, আর যে ব্যক্তি অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, তাহার পক্ষে একাহাশৌচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচ এক পদার্থ নহে; সুতরাং, দক্ষসংহিতার ন্যায়, পরাশরবচনে অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে যে একাহাশৌচের বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, "অগ্নিবেদ উভয়ান্বিত দ্বিজের সদ্যঃশৌচ," এই ব্যবস্থা প্রচার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কর্ম্ম হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয়, ঐ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি "দ্বিজঃ"।

"দ্বিজ" আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না।

এই দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে, পরাশরবচনে সাগ্নিক দ্বিজের পক্ষে সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে, আর দক্ষবচনে বিনা আশ্রমে এক দিনও থাকিতে নিষেধ আছে; সুতরাং, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, তাদৃশ দ্বিজ স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া, শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু উপরি ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, তাঁহার অবলম্বিত পরাশরবচন একাহাশৌচবিধায়ক, সদ্যঃশৌচবিধায়ক নহে; সদ্যঃশৌচবিধায়ক না হইলে, উভয় বচনের একবাক্যতা কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না। আর, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহাও অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক ছিল, দক্ষবচনে দ্বিজশব্দ প্রযুক্ত আছে, দ্বিজশব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বাচক, সুতরাং, দক্ষবচনে ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু, পরাশরবচনে বিপ্রশব্দ প্রযুক্ত আছে, বিপ্রশব্দ ব্রাহ্মণমাত্রবাচক, সুতরাং, পরাশরবচনে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই; এজন্যও, এই দুই বচনের এক-

বাক্যতা ঘটিতে পারে না। আর, সাগ্নিক বিশেষের পক্ষে সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা আছে, যথার্থ বটে; কিন্তু সেই সাগ্নিক দ্বিজ, স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে, কবিরত্ন মহাশয়ের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর; কারণ, অশৌচসঙ্কোচব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রকারেরা যে সকল কর্ম্মের নাম নির্দ্দেশ করিয়া সদ্যঃশৌচের বিধি দিয়াছেন, কেবল তত্তৎ কর্ম্মের জন্যই সে ব্যক্তি তত্তৎ কালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয়, সে সময়ে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মেরও বাধ হইয়া থাকে, এ অবস্থায় দারপরিগ্রহ বিধিসিদ্ধ, ইহা কোনও মতে সম্ভবিতে পারে না। ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; অশৌচসঙ্কোচের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, দক্ষবচন ও পরাশরবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা জানেন না; এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে, সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া, কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবস্থার উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ যে একটি সামান্য উপাখ্যান স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

"যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবেক না ইহার কথা। এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে এক বৈদ্য থাকে সে চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলে পর ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষক্‌পুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল

কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না রাজানুগ্রহেতে স্বপিতৃপদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল হে বৈদ্যপুত্র আমি অক্ষিপীড়াতে অতিশয় পীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতিবড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবামাত্র এক বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল সে বচনার্দ্ধ এই

"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ।"

ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষকনন্দন নেত্ররোগিকে কহিল হে রুগ্নাক্ষ এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধির শীঘ্র শান্তি হইবে যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি ঔষধ ভিষকসন্তান কহিল তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততাপ্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল হে বৈদ্যপুত্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পাছার জ্বালায় মরি। বৈদ্যপুত্র কহিল ভাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয় আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি আতুর হইলে কি হবে "নহি সুখং দুঃখৈর্ব্বিনা লভ্যতে"। এইরূপে রোগী ও বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মূর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যপ্রযুক্ত

সাহসের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে ব্যলীক সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনার্দ্ধ অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে তোর প্রকরণ জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস্ যা যা উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর "সঙ্কেত-বিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস্ নাই। এইরূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া ঐ ক্লিন্নাক্ষ রোগিকে যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল" (৪৩)।

শ্রীযুত রামকুমার কবিরাজের ব্যবস্থা, আর শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজের ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে কি না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,

"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহই নাই" (৪৪)।

এ আপত্তির উদ্দেশ্য এই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিবাহ না করিয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কাল যাপন করেন। বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম নিত্য হইলে, নিত্য কর্ম্মের ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ জন্য, তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন। অতএব, বিবাহ নিত্য নহে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ করেন না, এই হেতুতে বিবাহের বা গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না; ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (৪৫)। কবিরত্ন মহাশয়ের সন্তোষার্থে প্রমাণান্তর উল্লিখিত হইতেছে।

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ।
সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া।

(৪৩) প্রবোধচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম।
(৪৪) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ১৯ পৃষ্ঠা।
(৪৫) এই পুস্তকের ১৮২, ১৮৩, ১৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।

তস্মিন্নেব নয়েৎ কালমাচার্য্যে যাবদায়ুষম্।
তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথ তৎকুলে।
ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে॥
ইমং যো বিধিমাস্থায় ত্যজেদ্দেহমতন্দ্রিতঃ।
নেহ ভূয়োঽপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ (৪৬)॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা, উপস্থ, উদর ও কর সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষয়ানুরাগে বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সেই গুরুর নিকটেই যাবজ্জীবন কালযাপন করিবেক, গুরুর অভাবে গুরুপুত্রের নিকট, তদভাবে তদীয় শিষ্য অথবা তৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির নিকট। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ ও সন্ন্যাস বিহিত নহে। যে দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী, অবহিত ও অনলস হইয়া, এই বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, দেহত্যাগ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামান্যশাস্ত্র অনুসারে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গুরুর অনুমতি লইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতে হয়। বিশেষশাস্ত্র অনুসারে, ইচ্ছা ও ক্ষমতা হইলে, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে। যে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। যথা,

যস্তূপনয়নাদেতদা মৃত্যোর্ব্রতমাচরেৎ।
স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ (৪৭)॥

যে ব্যক্তি, উপনয়ন অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, এই ব্রতের অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হয় না, সুতরাং বিবাহে অধিকার জন্মে না। বিবাহ করিলে, ব্রতভঙ্গ হয়, এ জন্যই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। এমন স্থলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিবাহ

(৪৬) হারীতসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।
(৪৭) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

করনে না বলিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমের ও গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, আদ্যোপান্ত, বিবাহের নিত্যত্ব, নৈমিত্তিকত্ব, ও কাম্যত্ব সংস্থাপনে নিযোজিত হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয়, আলস্য ত্যাগ করিয়া, ঐ পরিচ্ছেদে দৃষ্টিবিন্যাস করিলে, বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় কি না, তাহার সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,

"অসবর্ণাবিবাহ যদি দ্বিজাতিদিগের পূর্ব্বে বিধিষ্ট নাই এই ব্যাখ্যা করেন তবে বিষ্ণুক্ত বচন সঙ্গত হয় না। বিষ্ণুবচন কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন শেষ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ইহা কি উচিত। শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বিষ্ণুবচন যথা

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মং কুর্য্যাৎ।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ লিখেন নাই। শেষটুক লিখিলেও ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। উহার শেষ এই।

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া। সবর্ণাভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ। নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া।
দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা ইতি॥

এই বিষ্ণুবচনে। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া। এই লিখাতে ব্রাহ্মণের অগ্রে বিবাহ ক্ষত্রিয়া অথবা বৈশ্যা হইতে পারে পরে সবর্ণা বিবাহ হইতে পারে। তাহা হইলে মিশ্রবর্ণ বহুভার্য্যা হয় কিন্তু ক্ষত্রিয়া জ্যেষ্ঠা তবে কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে। এবং ক্ষত্রিয়ের অগ্রস্ত্রী বৈশ্যা পরে ক্ষত্রিয়া

তাহার জ্যেষ্ঠা বৈশ্যার সহিত কি ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাহাতেই কহিয়াছেন মিশ্রাসু কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া—। সবর্ণা কনিষ্ঠা স্ত্রীর সহিতেই ধর্ম্মাচরণ করিবে" (৪৮)।

কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত বিষ্ণুবচন যে অভিপ্রায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শনার্থ প্রথম পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্দর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্ম কার্য্যং কারয়েৎ।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক" (৪৯)।

এইরূপে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের প্রমাণভূত কতিপয় বচন প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলাম,

"এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই যে তদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রথম বচনে (কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত বিষ্ণুবচনে) এক ব্যক্তির বহুভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ বহুভার্য্যাবিবাহ অধিবেদনের নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না।" (৫০)।

বিষ্ণু প্রথম বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি কোনও ব্যক্তির সবর্ণা বহু

(৪৮) বহুবিবাহবাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ২৫ পৃষ্ঠা।

(৪৯) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১০ পৃষ্ঠা।

(৫০) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১১ পৃষ্ঠা।

ভার্য্যা থাকে, সে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক; অনন্তর, দ্বিতীয় বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি সবর্ণা অসবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকে, তাহা হইলে, সবর্ণা অসবর্ণা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহারই সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক। যথা,

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া।

সবর্ণা অসবর্ণা বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, সবর্ণা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহারই সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক।

এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, সবর্ণা অপেক্ষা অসবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সবর্ণার পূর্ব্বে অসবর্ণার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং, প্রথম বিবাহে অসবর্ণা নিষিদ্ধা নহে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, আমি বিষ্ণুবচনের শেষ অংশ গোপন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব অংশের অযথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, লোককে প্রতারণা করিয়াছি। এ স্থলে ব্যক্তব্য এই যে, সবর্ণা অসবর্ণা বহু ভার্য্যা সমবায়ে সবর্ণা স্ত্রী বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়া তিন প্রকারে ঘটিতে পারে; প্রথম, অগ্রে অসবর্ণা বিবাহ করিয়া পরে সবর্ণাবিবাহ; দ্বিতীয়, প্রথমে সবর্ণাবিবাহ, তৎপরে অসবর্ণাবিবাহ, অনন্তর পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণার মৃত্যু হইলে, পুনরায় সবর্ণাবিবাহ, তৃতীয়, প্রথমে অতি অল্পবয়স্কা সবর্ণাবিবাহ, তৎপরেই অধিকবয়স্কা অসবর্ণাবিবাহ (৫১)। ইতঃপূর্ব্বে নির্বিবাদে

(৫১) ঈদৃশ বিবাহের উদাহরণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে একরূপ বিবাহের প্রণালী প্রচলিত আছে। কখনও কখনও, কুলকর্ম্মানুরোধে, কুলীন কায়স্থ প্রথমে অতি অল্পবয়স্কা কুলীন কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া তৎপরে অধিকবয়স্কা মৌলিককন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ যেরূপ নিষিদ্ধ ছিল, ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থের পক্ষে প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ সেইরূপ নিষিদ্ধ।

প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র-বহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম। অতএব, যখন প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, এবং যখন বিষ্ণুবচনে বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণার উল্লেখ অন্য দুই প্রকারে সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন ঐ উল্লেখ মাত্র অবলম্বন করিয়া, প্রথমে অসবর্ণা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত তাহার সংশয় নাই।

কবিরত্ন মহাশয় স্বীয় বিচারপুস্তকের শাস্ত্রীয় অংশ সমাপন্ন করিয়া উপসংহার করিতেছেন,

> "এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে। তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন। শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া, মূর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি (৫২)"।

"এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে"।—কবিরত্ন মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে। অতএব, বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে ইহা, তাঁহার বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দ্দেশ কত দূর আদরণীয় হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।—"তবে যদি বহুবিবাহ রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ করুন"। —যিনি কোনও কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই; সুতরাং, ঋষিবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে, শরীর পুল-কিত হয়। অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ

(৫২) বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়, ২৩ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত করিলেও, তাঁহার ঈদৃশ উপদেশ দিবার অধিকার জন্মিবেক কি না, সন্দেহ স্থল, এমন স্থলে, অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে দুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছি এই ভাবিয়া, "শাস্ত্রাবলম্বন পরিত্যাগ করুন," অম্লানমুখে এতাদৃশ উপদেশ দিতে উদ্যত হওয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যের ও নিরতিশয় কৌতুকের বিষয় বলিতে হইবেক।—"শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া ব্যাখ্যান্তর করিয়া মূর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি"।—যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি, দ্বিরুক্তি না করিয়া, ঐ বচনের ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া, ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক, তাহা হইলে, আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং, অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং এক্ষণেও নির্দ্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই; এজন্যই, নিতান্ত নির্ব্বিবেক হইয়া, এরূপ গর্ব্বিত বাক্যে এরূপ উদ্ধত, এরূপ অসঙ্গত, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর,—"মূর্খদিগকে বুঝাইয়া",—তদীয় এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়ী লোক মাত্রেই মূর্খ, সেই মূর্খদিগের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত, আমি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম্ম বলিয়া অলীক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের মত কতকগুলি লোক আছেন; তাঁহারা বিষয়ী

লোকদিগকে মূর্খ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কারণ, বিষয়ী লোক সংস্কৃত ভাষা জানেন না। তাঁহাদের মতে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ না পড়িলে, লোক পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না, তাদৃশ লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যাবিশারদ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহাদের নিকট মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যে সকল মহাপুরুষ, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ পাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া, বিদ্যার অভিমানে জগৎকে তৃণ জ্ঞান করেন, বিষয়ী লোকে তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানী দিগকে মূর্খের চূড়ামণি ও নির্ব্বোধের শিরোমণি বলিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এ স্থলে, কোন পক্ষ ন্যায়বাদী, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্যবহার, ইহা কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। এরূপ নির্দ্দেশ করিতে ভয়, সংশয়, বা সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ, আমার সামান্য বুদ্ধিতে, যত দূর শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে স্বীয় অনভিজ্ঞতাব সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নির্ব্বিবেক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যে যার পর নাই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ও অনর্থকর ব্যবহার, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বোধে, যে সকল মহাত্মারা জগতের হিতের নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতিপ্রদান বা অনুমোদনপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ, মানবজাতির হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ, যাঁহারা একবারে ন্যায় অন্যায় বোধশূন্য, সদসদ্বিচারশক্তিবর্জ্জিত এবং সম্ভব অসম্ভব ও সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা বিষয়ে বহির্ম্মুখ নহেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, এবং তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য হইলে, তাদৃশ ব্যক্তিরা, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ মাত্র অধিবেদন অনুমত ও অনুমোদিত দৃষ্ট হইতেছে, প্রথম ধর্ম্মার্থ অধিবেদন, দ্বিতীয় কামার্থ অধিবেদন। পূর্ব্ব-

তাঁহার ক্লেশ, অসুখ, বা অসুবিধা ঘটে, সে তাঁহার নিজের দোষ। আর, যদি পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীর সম্মতিনিরপেক্ষ হইয়া, অথবা এক বারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া, যথেচ্ছচারী ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা তাদৃশ অবৈধ বিবাহকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তজ্জন্য লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারেরা কোনও অংশে অপরাধী হইতে পারেন না। তাঁহারা পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মপত্নী, আর কামোপশমনের নিমিত্ত অনন্তরপরিণীতা অসবর্ণা ভার্য্যাকে কামপত্নী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মপত্নী গৃহস্থকর্ত্তব্য যাবতীয় লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে সহাধিকারিণী; কামপত্নী কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী; সুতরাং, শাস্ত্রকারেরা কামপত্নীকে উপপত্নীবিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। ফলতঃ, অসবর্ণা কামপত্নী, কোনও অংশে, সবর্ণা ধর্ম্মপত্নীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাঁহারা তাহার পথ রাখেন নাই। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, কামুক পুরুষ, কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত, দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকদিগের ঐকমত্য নাই। মহর্ষি আপস্তম্ব, অসন্দিগ্ধ বাক্যে, পুত্রবতী ও ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী পত্নী সত্ত্বে একবারে দারান্তর পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, তদীয় ধর্ম্মসূত্রে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, যে দ্বিবিধ অধিবেদন উল্লিখিত হইল, এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে, শাস্ত্র অনুসারে, পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণী জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করুন, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা
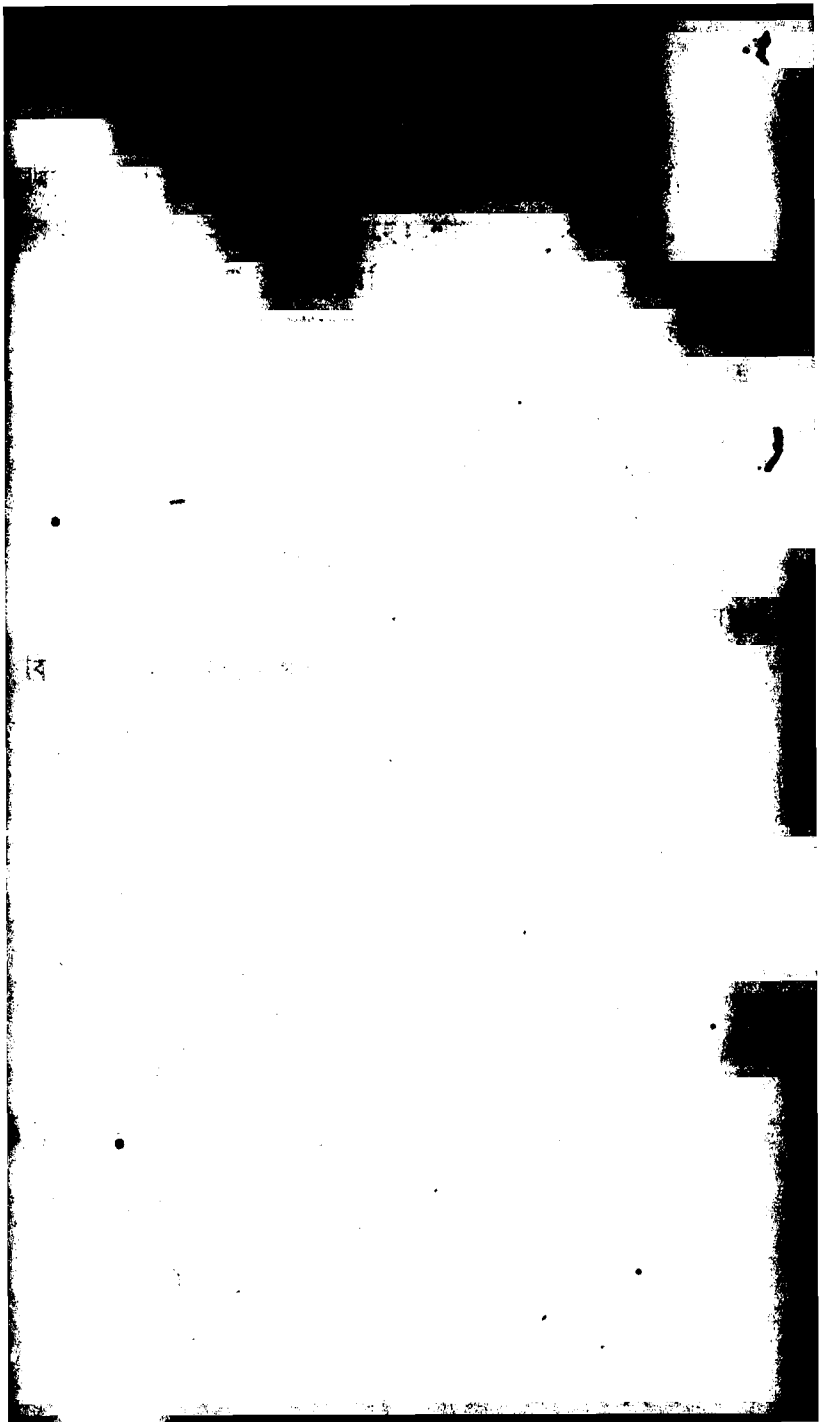
পরিশিষ্ট

এই পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠায় নিম্ননির্দ্দিষ্ট বচন,

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা ॥

এবং ১৭৫ পৃষ্ঠায় নিম্ননির্দ্দিষ্ট বচন সকল,

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ ॥
সর্ব্বস্বেনাপি দেবেশি কর্ত্তব্যো দারসংগ্রহঃ ॥

মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রের একত্রিংশ পটল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার কতিপয় স্থানে ও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে যে পুস্তক আছে, তাহাতে প্রথম ৩৪ পটল নাই। তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, এ প্রদেশে মৎস্যসূক্ত তন্ত্রের যে সকল পুস্তক আছে, সমুদায়ই আদিখণ্ডিত। যদি কেহ, কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, মূলপুস্তকে এই সকল বচনের অনুসন্ধান করেন, এতদ্দেশীয় পুস্তকে একত্রিংশ পটলের অসদ্ভাব বশতঃ, তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না, এবং হয় ত মনে করিবেন, এই সকল বচন অমূলক, আমি বচন রচনা করিয়া প্রমাণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছি। যাঁহাদের মনে সেরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তাঁহারা, স্থানান্তর বা দেশান্তর হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, সন্দেহ

ভঞ্জনের চেষ্টা করিবেন, তদ্রূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না; এজন্য, নির্দ্দেশ করিতেছি, অধুনা লোকান্তরবাসী খড়দহনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয়ের আদেশে প্রাণতোষণী নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধানকারী মহাশয়েরা, ঐ গ্রন্থের ৪৫ পত্রের ১ পৃষ্ঠায় এই সকল বচন প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন। এ অঞ্চলে মূলপুস্তকের অসদ্ভাব স্থলে, উল্লিখিত বচনসমূহের অমূলকত্বশঙ্কাপরিহারের ইহা অপেক্ষা বিশিষ্টতর উপায়ান্তর প্রদর্শিত হইতে পারে না। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রাণতোষণীতে যেরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আমার পুস্তকে প্রথম বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে পাঠের কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, কিন্তু, ঐ বৈলক্ষণ্য অতি সামান্য, তজ্জন্য অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার ধৃত পাঠই অধিকতর সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা,

প্রাণতোষণীধৃত পাঠ।

সবর্ণা ব্রাহ্মণী যা তু ধর্ম্মপত্নী চ সা স্মৃতা।
অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা॥

আমার ধৃত পাঠ।

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা॥

PRINTED BY PITÁMBARA VANDYOPÁDHYÁYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.
62, AMHERST STREET, 1879.

বহুবিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কি না

এতদ্বিষয়ক বিচার

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO, 3 MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH

1879.

One Rupee & Four Annas. মূল্য এক টাকা চারি আনা।